ভূমিকা

অফিসে বসে কথা হচ্ছিল আমার আপনজন দফরপুর নিবাসী শ্রীমান ঘেঁটু ওরফে শ্রীমান শশাঙ্ক গাঙ্গুলীর সঙ্গে। শ্রীমান আক্ষেপ করছিল, 'মামাবাবু! নাটক করব কি করে? পোশাক আর ফিমেলে সব পয়সা চলে যায়। অত পয়সা এ্যামেচার ক্লাবে যোগাড় করব কি ভাবে?'

কথাটা মনে লাগলো। মাথার মধ্যে চিন্তা ঢুকলো—'এমন একটা নাটক লিখতে হবে—যা এ্যামেচার ক্লাব যাত্রাতেও করতে পারবে বা থিয়েটারেও করতে পারবে। যাতে পোশাক ও 'ফিমেল'-এ খুব কম খরচ হবে—যাতে প্রত্যেকটি চরিত্র প্রত্যেকের মনে দাগ কাটবে—যা হবে রহস্য রোমাঞ্চ ও শিহরণে ভরা—যার শেষ দৃশ্যের শেষ কথার আগে দর্শকদের স্থানত্যাগ করতে দেবে না কিছুতেই।'...ঠাকুরের দয়ায় সেই চিন্তার ফসলই এই 'দুঃস্বপ্নের সেই রাত'।

নিউ তরুণ অপেরার অফিসঘরে পড়ে শোনাই ওই সংস্থার শিল্পীদের এই পাণ্ডুলিপি।...শোনেন ওঁরা প্রায় রুদ্ধশ্বাস নিয়ে। বাবুবর ভূতনাথ সাধুখাঁ অনুরোধ করেন—'বইটা যেন এখুনি প্রকাশককে দেবেন না। এ বই আমরা অভিনয় করব। এরকম ধরনের নতুন 'টেকনিকের' নতুন ভাবের নতুন স্বাদের নাটক আমি আগে কখনও শুনিনি...।' মুন্সীরহাট নিবাসী কনিষ্ঠপ্রতীম শ্রীমান রঞ্জিৎ চক্রবর্তী বললো, 'অনেকক্ষণ ধরেই বাইরে যাবার তাগিদ অনুভব করছিলুম—বলতে গেলে সেই শুরুতেই; কিন্তু শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতে পারলুম না। দাদা, দয়া করে এখুনি ছাপতে দেবেন না।'

কিন্তু "রাজেন্দ্র লাইব্রেরী"র শ্রীরাজেন্দ্রকুমার গুপ্তের তাগিদে ওঁদের সে অনুরোধ রাখতে পারলুম না বলে সত্যিই আমি দুঃখিত। নিউ তরুণের অভিনয় করার আগেই মিঃ গুপ্তর তাগিদে 'দুঃস্বপ্নের সেই রাত' তুলে দিলুম সর্বসাধারণের হাতে। এখন আপনাদের তৃপ্তিই আমার তৃপ্তি। নমস্কারান্তে—

নির্মলকুমার মুখার্জী

উৎসর্গ

হাওড়া জেলার নিজকলিয়া গ্রাম নিবাসী আমার
পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত
নটসম্রাট শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
শ্রীচরণকমলে—

জ্যাঠামশাই !

সেদিনের সেই বালক—যাকে আপনি ভর্ৎসনা করেছিলেন প্রতাপপুরের তরুণ সঙ্ঘের রিহার্শাল দেখতে গিয়েছিল বলে—নিজের পড়াশোনার ক্ষতি করেছে মনে করে···

সেদিনের সেই কিশোর—যাকে আপনি আদর করেছিলেন—'মহিষাসুর' নাটকে—নামভূমিকায় আপনার অসামান্য অভিনয় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল বলে···

সেদিনের সেই যুবক—যাকে আপনি হাত ধরে এনেছিলেন চিৎপুরের সেই ক্যালকাটা অপেরার শ্রীগৌর বর্মণের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠার আশীর্বাদ দিয়ে।···

আজকের এই 'আমি' জানি ঋণ অপরিশোধ্য—তবু ঋণকে ঋণ বলেই চিরচিহ্নিত করে রাখতে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

প্রণত:
নির্মল

শিল্পী-পরিচয়

পুরুষ

সমর সেন	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যাদুকর
প্রতাপ রায়	অভয়া আরোগ্য নিকেতনের চিকিৎসক
ভরত ভট্টাচার্য্য	পলাশপুরের প্রাক্তন জমিদার
রজত ভট্টাচার্য্য	সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রী
ভবানী সিংহ	পলাশপুরের বাসিন্দা ও এম. এল. এ.
অশোক	সমর সেনের সহকারী
সুনীল চ্যাটার্জী	পলাশপুর থানার বড়বাবু
রঞ্জন রক্ষিত	পলাশপুর থানার দ্বিতীয় অফিসার
শ্রীপতি	পলাশপুর থানার কনেষ্টবল
বিকাশ রায়	ভরত ও প্রতাপের বন্ধু
মহতাবউদ্দিন আমেদ	অভয়া আরোগ্য নিকেতনের কম্পাউণ্ডার
সিরাজউদ্দিন আমেদ	ঐ ভাই
সৈফুদ্দিন আমেদ	ঐ পুত্র
বিশ্বনাথ	পলাশপুরের বাসিন্দা—রিক্সচালক

স্ত্রী

প্রভাবতী	ভরতের (?) স্ত্রী
* শেফালী	রজতের স্ত্রী
* মরালী	শেফালীর জমজ বোন

---

* মরালী ও শেফালী চরিত্র দুটি একজনেই রূপ দেবেন ।

প্রথম দৃশ্য

—শীলার বাড়ী—

তুমুল সহর্ষ হাততালির মধ্যে যাদুকর প্রফেসার সমর সেনকে সঙ্গে লইয়া মঞ্চে আসিলেন ডাক্তার প্রতাপ রায়। প্রফেসার সেনের মাথায় ঘাড় পর্য্যন্ত এলোমেলো অবিন্যস্ত পাকা চুল, মুখে এক মুখ তুষারশুভ্র দাড়ি, চোখে রঙীন গগলস। পরনে পায়জামা ও আলখাল্লা, বগলে ক্রাচ, একটি পা খোঁড়া। ডাক্তার রায়ের পরনে মামুলী ধুতি পাঞ্জাবি। সঙ্গে আরও কয়েকজন।

প্রতাপ। (দর্শকগণের প্রতি) আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় দর্শকবৃন্দ! আপনারা সকলেই অবগত যে আমাদের সপ্তাহব্যাপী যাদু প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আজই সমাপ্তি। তাই আজকের এই শেষ অনুষ্ঠানের প্রথমেই আমরা আমাদের কমিটির তরফ থেকে ভারতের এই কৃতী সন্তান বিশ্ববিশ্রুত যাদুকর প্রফেসার সমর সেনকে মাল্যভূষিত করার এবং আপনাদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি ছোট এবং মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এই সম্বর্দ্ধনার শেষে প্রফেসার সেন তাঁর আজকের শেষ ইন্দ্রজাল দেখাবেন। (হাততালি পড়িল) বন্ধুগণ! আজকের এই সভায় উপস্থিত আছেন অনেক জ্ঞানী-গুণীজন। তাঁর মধ্যে আছেন এই মহকুমারই কৃতী সন্তান সমাজসেবী রাজনীতি-বিশারদ ও বর্ত্তমান প্রদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় রজত ভট্টাচার্য্য। আজকের এই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আমি শ্রীভট্টাচার্য্যের নাম প্রস্তাব করছি।

সৈফুদ্দিন। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। (হাততালি)

রজত ভট্টাচার্য্য আসিলেন। পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, চোখে চশমা। একজন তাহাকে মাল্য ভূষিত করিল। চারিদিকে হাততালি পড়িল। স্মিতহাস্য রজত গলার মালা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। প্রতাপ তার হাতে অনুষ্ঠানসূচী দিলেন।

রজত। (কাগজ পড়িয়া) এবার উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন সিরাজউদ্দিন আমেদ।

অন্ধ সিরাজ উঠিয়া গাহিল :

অনেক রক্ত মাড়িয়ে—
হয়েছি স্বাধীন অনেক প্রাণ হারিয়ে।
ভাঙার খেলা হয়েছে শেষ—
(তাই) গড়ার নেশায় মেতেছে দেশ;
গড়ব গ্রাম—গ্রামের ব্যথা তাড়িয়ে॥
মুক্ত করব গাঁয়ের মাটি—
এ যে সোনার চেয়েও খাঁটি;
পল্লী সে যে ছায়ার ঘোমটায় দাঁড়িয়ে॥

(গান শেষে—সৈফুদ্দিন তাহার হাত ধরিয়া রাখিয়া আসিল। ইতিমধ্যে রজত ও প্রতাপের কানে কানে কিছু কথা হইল।)

প্রতাপ। বন্ধুগণ! এই অনুষ্ঠানটি খুবই ক্ষণস্থায়ী করার জন্য—ইয়ে—মানে—আমরা অন্যান্য ফর্ম্মালিটিগুলি বাদ রেখেছিলুম। কিন্তু মাননীয় সভাপতি বলছেন - সভায় একজন প্রধান অতিথির প্রয়োজন; এবং তিনি প্রস্তাবও করেছেন শ্রীভবানী সিংহ মহাশয়ের নাম—যিনি বর্ত্তমান সরকারবিরোধী পক্ষের এম-এল-এ এবং এই গ্রামেরই একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী।

সৈফুদ্দিন। আমি এই প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করছি। (হাততালি)

ভবানী। (উঠিয়া) কিন্তু মাননীয় সভাপতি, সমর্থক এবং উদ্বোধক ডাঃ রায়!

আমি—এই অধম ভবানী সিংহ—আপনাদের প্রস্তাব সমর্থনে এবং পালনে অক্ষম।

সকলে। সেকি! সেকি!! কেন? কেন?

ভবানী। মাননীয় সভাপতি এবং মাননীয় দর্শকগণ! আপনারা সকলেই অবগত—বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক প্রফেসর সেন আজ—(নীচু হইয়া কাহাকে যেন কিছু প্রশ্ন করিলেন) হ্যাঁ—আজ বছর দুই আমাদের এই পল্লীতেই তাঁর নোঙরবিহীন জীবনতরীর নোঙর বেঁধেছেন—বাকি জীবনটা আমাদের মধ্যেই কাটানোর জন্য। এবং আপনারা এও জানেন—সম্ভবতঃ তিনি কোথায় কোথায় যেন (আবার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নেন) হ্যাঁ—মিশরে তাঁর অত্যাশ্চর্য্য যাদু প্রদর্শনী করার সময় মঞ্চ থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পা'টি জন্মের মত অকেজো করে ফেলেন। এবং এও জানেন—তার পরই তিনি তাঁর সাফল্যমণ্ডিত কর্ম্মজীবন থেকে বাধ্য হয়েই অবসর নিয়েছেন। তবুও আমাদের এই পল্লীর একমাত্র চিকিৎসালয় "অভয়া আরোগ্য নিকেতন" নামে দাতব্য চিকিৎসালয়টি—যা একদিন অতীতে সভাপতি রজতবাবুর প্রপিতামহ জমিদার ৺নরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর স্ত্রী অভয়া দেবীর নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—যা আজ বর্ত্তমান সরকারের প্রবল উদাসীন্যে—প্রচণ্ড অর্থকার্পণ্যে বন্ধ হ'তে চলেছে—

রজত। অর্ডার! অর্ডার!! মাননীয় সিংহমশাই! দয়া করে মনে রাখবেন, এটা বিধান সভা নয়—এটা সাধারণ সভা। মনে রাখবেন, এখানে এইভাবে আমার সামনে সরকারবিরোধী কথা বললে—

ভবানী। মিসায় আটকাতে পারেন। মিঃ ভট্টাচার্য্য! আপনি জানেন—আপনাদের 'মিসা', আপনাদের পিঃ ডিঃ এ্যাক্ট—এসব আমি গ্রাহ্য করি না। তবুও আজকের সভায় এইভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ায় সত্যই আমি লজ্জিত।

কিছু লোক। না না, আপনি বলুন—আমরা শুনব।

ভবানী। বন্ধুগণ! আপনারা শুনতে চাইলেও ঠিক এইখানে এই মুহূর্ত্তে আমি বলতে অক্ষম এবং বলতে চাইলেও ওঁরা—সরকার পক্ষরা—বলতে দেবেন না। কারণ, এটা বিধান সভা নয়—I mean Assembly নয়—এটা প্রফেসার সেনের Last Magic Performance. কিন্তু মাননীয় সভাপতি এবং মাননীয় বন্ধুগণ! যে অভয়া আরোগ্য নিকেতনের অর্থ সাহায্যের জন্য—অপনাদেরই সকলের অনুরোধে যে প্রফেসার সেন তাঁর দীর্ঘ বিরতি সত্ত্বেও—অশক্ত দেহটাকে নিয়েও আজ সাত-দিন এইভাবে Magic Show করে টিকিট বিক্রীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আজকের সভা—মাননীয় উদ্বোধক এবং অভয়া আরোগ্য নিকতনেরই সুযোগ্য চিকিৎসক ও কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র রায়ের হাতে তুলে দিয়েছেন, সেই বৃদ্ধ ইন্দ্রজালিক প্রফেসার সেনকে একটা মালা পরিয়ে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য—একটা ক্লাচে ভর করে দাঁড় করিয়ে রেখে—উদ্বোধকের ভাষণ—সমর্থকের সমর্থন উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরিবেশন এবং প্রধান অতিথি নির্ব্বাচন—এগুলো কি সমর্থন করা যেতে পারে?

সকলে। ঠিক—ঠিক—ঠিক বলেছেন (একটা হট্টগোল উঠিল)

প্রতাপ। ওরে চেয়ার—একটা চেয়ার। ইস্, আমি এটা খেয়ালই করি নি একেবারে। চেয়ার! ওরে চেয়ার—(দৌড়িয়া একজন একটা চেয়ার আনিয়া দেয়)

সমর। (সলজ্জভাবে) না-না, আপনারা অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার এ অভ্যাস আছে। (চেয়ারে বসেন)

রজত। সত্যি-ই বড় ভুল হয়ে গেছে প্রফেসার। ভবানীবাবুকে ধন্যবাদ। এইভাবে ভুলটা না ভেঙে দিলে—

ভবানী। ভুল আমরা আপনাদের সব সময়েই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে

দিই মিঃ ভট্টচার্য—কিন্তু আপনারা সেই ভুলকে ফুল ভেবে—আঁকড়ে ধরে 'ফুল'—I mean, বোকা সেজে থাকেন।

রজত। Unperliamentry talk—objection. আমারই ভুল হয়েছে প্রধান অতিথি হিসাবে আপনার নাম প্রস্তাব করা।

ভবানী। আমিও চাই না—গলার ফুলের মালা পরে সং সেজে আপনার পাশে ঢং হয়ে ওখানে বসতে।

প্রতাপ। আঃ ভবানীবাবু! এ কি হচ্ছে আপনাদের! এ তো কোন আপনাদের রাজনীতির সভা নয়। তাই ব্যক্তিগতভাবে এবং আজকের সম্মিলিত দর্শকদের তরফ থেকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—আজকের এই অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে শেষ হয় দয়া করে সেই ব্যবস্থা করুন।

রজত। এইবার মাননীয় যাদুকর প্রফেসার সেনকে সভার তরফ থেকে মাল্যভূষিত করছেন সু-চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র রায়।

প্রতাপ। মাননীয় সভাপতি ও আজকের দর্শকবৃন্দ! আপনাদের সামনে এই যে সদাহাস্যময় রহস্যময় বৃদ্ধ—যিনি এই ক'দিন তাঁর অসামান্য যাদু-বিদ্যায় আপনাদের সকলকে চমৎকৃত করেছেন—তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু বলার তা প্রায় সবই বলেছেন আমাদের মাননীয় ভবানীবাবু। আমি শুধু এইটুকুই বলব, অর্থের অভাবে 'অভয়া আরোগ্য নিকেতন' যখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে তখন যদি প্রফেসার সেন স্বেচ্ছায় এইভাবে এগিয়ে না এসে আমাদের হাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দিতেন—তা হ'লে তার ফল যে কি হ'ত তা সহজেই অনুমেয়। তাই মাননীয় বন্ধুগণ! আজ আমি আপনাদের সকলের তরফ থেকে এবং এই পল্লীর পক্ষ থেকে মাননীয় ইন্দ্রজালিককে এই মাল্যটিতে ভূষিত করছি। (মালা পরাইয়া দেন, তুমুল হাততালি)

রজত। এইবার মাননীয় ম্যাজিসিয়ান শ্রদ্ধেয় শ্রীসমর সেনকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

সময়। মাননীয় সভাপতি ও আজকের দর্শকবৃন্দ! প্রথমেই আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি যখন কায়রোতে ভারতীয় ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছিলুম তখনই ঘটে আমার জীবনের সেই চরম দুর্ঘটনা—যার ফলে মঞ্চ থেকে পড়ে গিয়ে জন্মের মত অকেজো করে ফেলি আমার এই পা। তারপর বহু চেষ্টা বহু অর্থব্যয় করেছি, কিন্তু কোন ফল-ই হয়নি। ব্যর্থ জীবনের বোঝা আর খুব প্রিয় কয়েকটি খেলার সরঞ্জাম নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি কত দেশ-বিদেশে; শেষে কেন জানি না, আমার বাঁধনহারা মন বাঁধা পড়ল আপনাদেরই কাছে। বড় ভাল লাগলো আপনাদের—বড় ভাল লাগলো আপনাদের এই পরিবেশ। তাই, আপনাদেরই সহায়তায় আপনাদেরই পাশে নিলুম আমার শেষ ও শান্তিপূর্ণ বাসস্থান। আর সেই বাসস্থানটিও আপনারা জানেন আজকের সভাপতি মাননীয় রজতবাবুদেরই অব্যবহার্য্য পরিত্যক্ত সেই ভৌতিক বাগানবাড়ি—ভয়ে যায় আশেপাশে যায়ই না কেউ। বড় শান্তিতেই কাটছিল দিন। আলাপ হল আপনাদের অনেকের সঙ্গেই। আলাপ হ'ল ডাক্তার প্রতাপবাবুর সঙ্গেও। তাঁর মুখেই কথায় কথায় শুনেছিলুম এখানকার একমাত্র চিকিৎসালয়টির আর্থিক অনটনের কথা। তাই অপটু দেহটা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলুম কিছু যাদুর খেলা দেখিয়ে আপনাদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে অভয়া আরোগ্য নিকেতনকে বাঁচিয়ে তুলতে। আপনাদের কাছে টিকিট বিক্রীর সমস্ত অর্থ তুলে দিয়েছি ডাক্তারের হাতে। আমার ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবনের আর কিছু বলে আমি আপনাদের অধৈর্য্য করে তুলতে চাই না। সভার শেষে শুরু করব আমার যাদু খেলা—সম্মোহন। কিন্তু তার আগে এই মালা যা আপনারা আমাকে দিয়েছেন—যা এখনও ঝুলছে আমার গলায়—তা সসম্মানে ফিরিয়ে দিচ্ছি মাননীয় সভাপতিকে।

(মালাটি খুলিয়া দেন সভাপতির হাতে। সেই সঙ্গে দেখা যায় তাহার আলখাল্লার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে সুদীর্ঘ একটি মালা—তাহাতে ঝুলিতেছে নানা মেডেল, মালা, টাকা। হাততালি ফাটিয়া পড়ে চারিদিকে)

এই আমার প্রথম খেলা। তবে এ খেলা বড় বেদনাদায়ক। কেন? সারা জীবনে দেশ-বিদেশে গুণমুগ্ধ দর্শকদের কাছ থেকে যা পেয়েছি—তা সবই দিলুম আপনাদের সেবায়—আপনাদেরই অভয়া আরোগ্য নিকেতনের কল্যাণার্থে। (চেয়ারে গিয়া বসেন)

প্রতাপ। এইবার মাননীয় সভাপতিকে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

রজত। বন্ধুগণ! আমি অভিভূত—আমি মুগ্ধ। প্রফেসার সেন একজন বিদেশী—একজন আগন্তুক; কিন্তু আমাদের সেবায় তিনি যা করেছেন বা এইমাত্র যা করলেন—তাতে সত্যই আমি চমৎকৃত। পঞ্চাশ হাজার টাকা উনি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আর এইমাত্র যে-গুলি দিলেন তার মূল্যও প্রায় দশ হাজার। বন্ধুগণ! আমি এই সভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি, সরকারী অর্থ সাহায্যের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব অবশ্যই। আর এই মুহূর্তে আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দশ হাজার টাকা কমিটির চেয়ারম্যানের হাতে দিচ্ছি। (হাততালি, সহর্ষ চিৎকার, তাহারই মধ্যে রজত একটি চেক লিখিয়া প্রতাপবাবুকে দেন)

ভবানী। বন্ধুগণ এবং মাননীয় সভাপতি! আমি প্রফেসার সেনের মত যাদুবিদ্যা জানি না যে এখুনি দশ হাজার টাকার মেডেল ইত্যাদি আপনাদের হাতে তুলে দেব। আমি সরকারের বিরোধী পক্ষ—সুতরাং আমার কথায় সরকার অর্থ সাহায্য করবার জন্যও বসে নেই। আর আমার নিজের তো ভাঁড়ে মা ভবানী। তাই ব্যক্তিগত তহবিল থেকে চেক লিখে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আমি এবং আমার

দলের ছেলেরা শ্রম দান করতে এবং আপনাদের সহযোগিতার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকবো। (হাততালি)

প্রতাপ। সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের সভা এখানেই শেষ হচ্ছে। এবার প্রফেসার সেনের ইন্দ্রজাল। প্রফেসার! আপনি এবার শুরু করুন—আমরা এবার ডায়াস থেকে সরে পড়ি।

(সকলে ডায়াস হইতে নামিয়া যায়)

সমর। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) Ladies and gentlemen! এইবার আমি শুরু করছি আমার যাদু প্রদর্শনী। আপনারা সকলে চোখ-কান খুলে গুছিয়ে বসুন খেলা দেখার জন্য। তবে আমি কোন মামুলী সাধারণ খেলা আজ দেখাব না। প্রথমে দেখাব কিছু সম্মোহনের খেলা এবং তারপর অভিশপ্ত ম্যমীর ভয়াল ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কিন্তু ম্যমীর ব্যাপারে পরে আসছি। প্রথমে সম্মোহন। (ডাকিলেন) অশোক—

অশোকের প্রবেশ। পরনে প্যাণ্ট-সার্ট-টাই।

সমর। আপনারা একে চেনেন। এ হচ্ছে আমর Assistant শ্রীমান-অশোক। অশোক আমার সব সময়ের সহকারী। আজ দশ বছর আমার সঙ্গে আছে, আর আমার পালিতা কন্যা মিস মরালী। মা মরালীর কোন পদবী নেই—সে শুধুই নারী—তবে Miss—I mean কুমারী। মরালী—

মরালীর প্রবেশ। বিচিত্র বেশবাস। বব্ করা রিবন বাঁধা চুল। পরনে বেলবটম।

সমর। এই মিস মরালী এবং এই মিঃ অশোক। কর্ম্মজীবন থেকে সরে এসেছি। সবাই সরে গেছে, এরা কিন্তু যায়নি। এরা আছে এবং আমার অবর্ত্তমানে থাকবেও। আমার ইচ্ছা অশোকের সঙ্গে মরালীর বিয়ে দেব। আমি তো ঘরছাড়া দিকহারা—ওরা ঘর বাঁধুক—ওরা সুখে থাকুক। সেই আমার শান্তি।

মরালী। না।

সমর। কি না?

মরলী। আমি ওকে বিয়ে করব না।

সমর। কেন?

মরালী। ওর কোন পদবী নেই—ওর কোন জাত—গোত্র নেই—যোগ্যতা নেই।

সমর। অশোক!

অশোক। ইয়েস স্যার।

সমর। শুনলে মরালীর অভিযোগ?

অশোক। শুনেছি স্যার।

সমর। বলবে কিছু?

অশোক। এইটাই বলব স্যার যে, আমিও ওকে বিয়ে করব না।

সমর। কেন?

অশোক। ওরও তো কোন পদবী নেই—জাত নেই—গোত্র নেই—যোগ্যতা নেই।

মরালী। আছে মিষ্টার, আছে—সব আছে।

সমর। কি আছে, বল।

মরালী। পদবী—জাত—গোত্র এবং যোগ্যতা।

সমর। যেমন?

মরালী। যেমন, পদবী—আমি মহিলা; জাত—নারী; গোত্র—Miss অর্থাৎ কুমারী এবং যোগ্যতা—সংসার সুখের শান্তির করে গড়ে তোলা।

সমর। অশোক, তোমার?

অশোব। আমার পদবী—আমি পুরুষ; জাত নর; গোত্র কুমার অর্থাৎ অবিবাহিত এবং যোগ্যতা সংসার সুখের শান্তির করে গোড়া তোলার তেল—I mean, রসদ—অর্থাৎ, অর্থ উপার্জ্জনের সামর্থ্য।

সমর। তবে তো সব মিটেই গেল। তা হ'লে তোমাদের বিয়ের আপত্তিটা কেন?

উভয়ে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপত্তি।

সমর। আপত্তি?

মরালী। হ্যাঁ, আমার আপত্তি। আমি ওকে বিয়ে করব না।

অশোক। আপত্তি আমারও। আমিও ওকে বিয়ে করব না।

সমর। (দর্শকদের) ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ! আপনারা দেখুন এ কী ঝঞ্ঝাট! আমার ইচ্ছা ছিল এইখানে ওদের বিয়ে দিয়ে আপনাদের সবাইকেই যাই হোক কিছু মিষ্টিমুখ করাবো। কিন্তু ভালো কথা ভবানীবাবু! আপনি দয়া করে একবার এখানে আসুন।

ভবানী। (উঠিয়া) সেকি মশাই! আমাকে আবার কেন? না মশাই, আমি ওখানে যেতে পারবো না। অন্য কাউকে ডাকুন। (বসিয়া পড়ে)

সমর। কি মুশকিল! আচ্ছা রজতবাবু, আপনি Kindly আসুন না।

রজত। না মশাই, আমাকে মাফ করুন। আপনি ঐ সিংহ মশাইকেই ঠিক choise করেছেন। এসব ব্যাপারে সিংহই দরকার।

ভবানী। মুখ সামলে কথা বলবেন ভট্টাচার্য্য। মন্ত্রী হয়েছেন বলে মাথা কিনে নেননি।

রজত। তা মন্ত্রী মাথা কিনবে না তো কি এম-এল-এ মাথা কিনবে?

ভবানী। খবরদার!

রজত। তুই খবরদার!

ভবানী। তুই—

রজত। তুই—তুই—

ছুটিয়া আসেন প্রতাপ।

প্রতাপ। (সমরকে) আরে—এ কি শুরু করলেন প্রফেসার? এত লোক থাকতে ওঁদেরই বা ডেকে এমন অশান্তি সৃষ্টি করলেন কেন?

সমর। (মুখে রহস্যময় হাসি) আরে দেখুন না ডাক্তার। আমি ওঁদের এখানে ডাকলুম এই বর-কনেকে যাতে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করান—সেই কারণে ; কিন্তু—

(এদিকে তখন অশোক ও মরালী উভয়ে উভয়ের দিকে পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর ওদিকে রজত ও ভবানীর মধ্যে তুমল ঝগড়া চলিতেছে।)

ভবানী। তুই—তুই একটা গাধা।

রজত। তুই—তুই একটা গরু।

ভবানী। আরে জানোয়ার। গরু তো দুধ দেয়।

রজত। আরে শয়তান। গাধাও তো মোট বয়।

ভবানী। গাধা কিন্তু গাধাই।

রজত। গরু কিন্তু গরুই।

ভবানী। তোর সঙ্গে আমি কথা বলব না।

রজত। আমিও তোর সঙ্গে কথা বলব না।

ভবানী। তোর মুখ দেখতে চাই না।

রজত। আমিও তোর মুখ দেখতে চাই না। (উভয়ে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল)

সমর। ভদ্রমহোদয়গণ! অশোক ও মরালীর ব্যাপারটা হয়তো মনে করতে পারেন—শেখানো পড়ানো—মানে, Got up ব্যাপার। কিন্তু এঁদের? এঁদের এই ছেলেমানুষের মত কাণ্ডকারখানার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে—সম্মোহন। এঁরা এবং আপনারা সকলেই Hypnotised. আমি যা বলব আপনারা তাই শুনবেন এবং যা করাবো তাই করবেন। দেখুন, এর পরের ব্যাপারটা। ভবানীবাবু—

ভবানী। আজ্ঞে?

সমর। এখানে আসুন তো।

ভবানী। আজ্ঞে যাই। (তরাসে আসেন)

সমর। রজতবাবু—

রজত। আজ্ঞে ?

সমর। আপনিও আসুন না একবার।

রজত। আজ্ঞে এখুনি যাচ্ছি। (উঠিয়া আসেন)

সমর। প্রতাপবাবু—

প্রতাপ। আজ্ঞে ?

সমর। ওঁদের দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে দু'জনের হাত ধরে দাঁড়ান তো।
(প্রতাপবাবুর তথাকরণ)

সমর। এবার রজতবাবু এবং ভবানীবাবু, আপনারা বলুন তো এ রকম ঝগড়াঝাঁটি করছিলেন কেন ?

(দু'জন দু'জনের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টি বিনিময়)

সমর। কৈ কখন ?

ভবানী। আজ্ঞে না—ঝগড়া করিনি তো।

সমর। তবে ?

রজত। আলাপ করছিলুম।

সমর। এই যদি আলাপের নমুনা হয়—তা হ'লে বিলাপটা কেমন ?

রজত। দেখবেন ?

সমর। হুঁ।

রজত। ভবু!

ভবানী। উঁ!

রজত। কিছু মনে করনি তো সোনা ?

ভবানী। আমি কিছু মনে করলেই বা কার কি ?

রজত। অত বড় কথা তুমি আমাকে বলতে পারলে ভবু! আমার মাথা খাও—অমন ক'রে মুখ ঘুরিয়ে থেকো না। শুনবে না—শুনবে না তো আমার কথা ? তবে—তবে এখুনি আমি আত্মহত্যা করব—আমি

গলায় দড়ি দেব। তোমাকে বিধবা সাজাব। (চট করিয়া একটা মালা গলায় পরেন)

ভবানী। এই! এসব কি কথা! মুখে কিছু আটকায় না—না? খোল—খোল বলছি দড়ি। খুলবে না তো? তবে আমিও—(রজতবাবুর গলার মালাটি নিজের গলায় পরে—অর্থাৎ একই মালা দু'জনের গলায়।)

সমর। Nice—very nice; Ladies & gentlemen! এঁদের দিকে দেখুন। এঁরা দু'জন—ঠিক যাকে বলে সাপ আর নেউল। অথচ দু'জন এখন একেবারে একই মালায় বন্দী। এর কারণ—সম্মোহন। এঁরা দু'জনেই সম্মোহিত। কিন্তু এদিকে এরা—যারা এখনও দু'জনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। এদের দিকে তাকানো যাক। অশোক—

অশোক। ইয়েস স্যার।

সমর। মরালী—

মরালী। ইয়েস স্যার!

সমর। তোমরা তা হ'লে কেউই কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধবে না?

উভয়ে। না।

সমর। না?

উভয়ে। না—না।

উভয়ে। না— না—না।

সমর। (হঠাৎ সজোরে) হ্যাঁ।

উভয়ে। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সমর। কি হ্যাঁ?

অশোক। আমি ওকে বিয়ে করব।

মরালী। না, আমি ওকে বিয়ে করব।

অশোক। না, আমি ওকে।

সমর। তা হলে ঐ নাও মালা।

অশোক। মালা—

মরালী। মালা—

সমর। নাও—সদ্ব্যবহার কর।

অশোক। (মালা লইয়া) মরু! মালা পর।

মরালী। অশু! এসো, আমরা দু'জনেই পরি। (একই মালা দুইজনে পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে সং-এর মত। ওদিক রজত ও ভবানীরও একই অবস্থা। ভবানীর মাথা রজতের বুকে এবং মরালীর মাথা অশোকের বুকে।)

সমর। প্রতাপবাবু—

প্রতাপ। আজ্ঞে?

সমর। বিয়ে তো হয়ে গেল?

প্রতাপ। হ্যাঁ, হয়ে গেল।

সমর। এবার বাসর।

প্রতাপ। আজ্ঞে হ্যাঁ, বাসর।

সমর। আপনিই মনে করুন গিন্নী।

প্রতাপ। গিন্নী!

সমর। হ্যাঁ। অতএব মাথায় ঘোমটা দিন।

প্রতাপ। ঘোমটা—

সমর। পকেট থেকে রুমাল বার করে মাথায় দিন। (প্রতাপবাবুর তথাকরণ) বাঃ চমৎকার! চমৎকার হয়েছে! এবার ওদের নিয়ে যান বাসর-ঘরে।

প্রতাপ। (নারীসুলভভাবে) এসো—এসো বাবা! আয় মা, আয়।

সমর। উলু দিন।

প্রতাপ। উলু—লু—লু—(সকলে প্রস্থানোদ্যত)

সমর। (বজ্রস্বরে) Halt ! (স্থাণুর মত সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়) (দর্শকদের) ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ ! দেখলেন আপনারা সম্মোহণের প্রভাব। হয়-কে নয়—নয়-কে হয় করা যায় এই সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে। এবার দেখুন—(pass দেবার ভঙ্গিতে) Clear ! মুক্ত—সম্মোহনের প্রভাব থেকে আপনারা সম্পূর্ণ মুক্ত। Move ! (তীব্রবেগে সকলে সরিয়া দাঁড়ায় সকলের কাছ হইতে) রজতবাবু—

রজত। বলুন।

সমর। ভবানীবাবু—

ভবানী। উঁ !

সমর। অশোক এ্যাণ্ড মরালী—

উভয়ে। ইয়েস স্যার।

সমর। প্রতাপবাবু—

প্রতাপ। বলুন।

সমর। আপনারা এখানে সব কি করছিলেন ?

সকলে। আপনার Magic দেখছিলুম।

সমর। কি রকম দেখলেন ?

সকলে। ভালো—খুব ভালো।

সমর। O k. যান—আপনারা এবার চলে যান। আপনাদের জায়গায় গিয়ে বসুন। (রজত, প্রতাপ ও ভবানীর প্রস্থান)

সমর। অশোক এ্যাণ্ড মরালী—

উভয়ে। বলুন স্যার !

সমর। যাও—তৈরী হও। এবার আজকের অন্যতম ভয়াল ভয়ঙ্কর খেলা—'জীবন্ত ম্যমী'। যাও—কাফন খুলে ম্যমীকে জাগাও। (অশোক ও মরালীর মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া যায়) যাও—যাও, কোন ভয় নেই।

অশোক। স্যার! ম্যমীর খেলা—আমরা দু'জনে কখনও করিনি। ম্যমীর বাক্স বরাবরই চাবি দিয়ে বন্ধ করা আছে। আমি বলছিলুম কি—ও খেলা নাই বা করলেন।

সমর। না-না, তা কি হয়? জীবন্ত ম্যমীর খেলা—এঁদের আজ দেখাবই। এই নাও কাফনের চাবি। (চাবি দিল) যাও মরালী! অশোক, তুমিও যাও ওর সঙ্গে।

মরালী। স্যার! আমার ভয় করছে।

সমর। না-না, ভয়ের কি আছে?

মরালী। আপনার মুখে ঐ অভিশপ্ত ম্যমীর যে গল্প আমরা শুনেছি—

সমর। গল্প? না, গল্প নয়। তা সত্য—অতি ভয়ঙ্কর সত্য।

অশোক। তাই বলছি স্যার, নাই বা এই Risk নিলেন। এখানে এত লোক উপস্থিত রয়েছেন, কত ভদ্রমহিলা, কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—সকলে এই ভয়ঙ্কর খেলা নাও সহ্য করতে পারেন। হয়তো বা অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

সমর। না-না, কোন ভয় নেই অশোক। যাও—So long I am present here; যাও (উভয়ের প্রস্থান) মাননীয় দর্শকবৃন্দ! আজ এখন যে খেলাটি আমি আপনাদের সামনে দেখাতে যাচ্ছি তা সত্যিই বড় ভয়াল—বড় ভয়ঙ্কর। এ খেলা কাপুরুষের জন্য নয়—ভীরুর জন্য নয়। যাঁরা এ খেলা না সহ্য করতে পারবেন অর্থাৎ যাঁরা একটুতেই ভয় পান—যাঁদের heart week—দয়া করে তাঁরা এ খেলা দেখবেন না।... ম্যমী! ম্যমী হচ্ছে মিশর দেশের সংরক্ষিত মৃতদেহ। আমরা হিন্দু এবং মুসলমানরা মৃতদেহের সৎকার কার হয় দাহ করে না হয় মাটিতে পুঁতে। আবার জৈনরা মৃতদেহ খাওয়ায় কাক-শকুনকে। কিন্তু প্রাচীন মিশর-বাসীরা মৃতের দেহ এইভাবে নষ্ট না করে ওষুধে ভেজান ব্যাণ্ডেজে মৃতদেহের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কাফনের মধ্যে বন্ধ করে রাখতো। হাজার

হাজার বছর আগের মৃতের দেহ এইভাবে আজও প্রায় আছে অবিকৃত। এইভাবে সংরক্ষিত মিশরীয় মৃতদেহের নামই ম্যমী। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই বলুন না কেন, এই রকম একটি ম্যমী বহু টাকার বিনিময়ে আমি মিশরে থাকা কালীন সংগ্রহ করি। এই ম্যমী আমার শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে কিনতে যথেষ্ট বাধা দেন। কারণ এই ম্যমী নাকি অভিশপ্ত। বোধ হয় তাই। কারণ এই ম্যমীর খেলা দেখাতে গিয়েই আমার এই পা'টিকে হারিয়েছি জন্মের মত। তখন ওখানে আমার Assistant ছিলেন মিশরবাসী ডাক্তার ফারুক। তাঁরই সাহায্যে ম্যমীকে শান্ত করে কাফনে বন্দী করেছিলুম কোনমতে। সেই থেকে এই ম্যমী আমার কাছেই আছে এবং এখুনি সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত ম্যমী তার হাজার হাজার বছরের ঘুম ছেড়ে আসছে আপনাদের কাছে। আসছে—সে আসছে—সে আসছে—

দ্রুত অশোকের প্রবেশ।

অশোক। স্যার!

সমর। কি ব্যাপার? হাঁপাচ্ছ কেন?

অশোক। সর্ব্বনাশ হয়েছে স্যার! সর্ব্বনাশ হয়েছে!

সমর। কি হয়েছে বলবে তো?

অশোক। ম্যমী নেই স্যার—ম্যমী নেই।

সমর। Impossible! আজ সকালেও আমি তাকে কাফনের মধ্যে দেখেছি।

অশোক। কিন্তু এখন নেই স্যার।

সমর। But how? How it is possible?

অশোক। জানি না স্যার।

সমর। মরালী কোথায় ?

অশোক। সে অজ্ঞান হয়ে গেছে স্যার ভয়ে।

সমর। আশোক! আমি—আমিও বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি অশোক! আমিও বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি।

অশোক। স্যার—স্যার—

সমর। এঁ্যা; না-না—অজ্ঞান হলে চলবে না। বাঁচাতে হবে এঁদের—বাঁচতে হবে আমাদের। চল—চল—গ্রীন-রুমে ম্যমীর কাফনের কাছে আমাকে নিয়ে চল। বন্ধুগণ! আমি অত্যন্ত দুঃখিত—একটি ভয়ঙ্কর খেলা আপনাদের দেখাতে পারলুম না বলে। হয়তো আর পারবও না কোন দিন। অভিশপ্ত ম্যমী যখন জেগেছে এবং কাফন থেকে বেরিয়ে এসে কোথাও আত্মগোপন করেছে তখন আমাদের কার বরাতে কি আছে ঈশ্বরই জানেন। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই মুহূর্তেই আপনাদের সামনে থেকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি আপনাদের আমাদের সকলের মঙ্গলার্থে। তবে সাবধান—সকলেই সাবধান। এসো—এসো অশোক। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পলাশপুর থানা। প্রবেশ করেন ও. সি. সুনীল চ্যাটার্জী ও সেকেণ্ড অফিসার রঞ্জন রক্ষিত। দু'জনের পরনেই ইউনিফর্ম।

সুনীল। না-না, এ হয় না—হতে পারে না।

রঞ্জন। হয় কি না জানি না ; কিন্তু স্যার, হয়েছে।

সুনীল। হলেও—এগুলো 'গট আপ' কেস।

রঞ্জন। সেটা না হয় প্রফেসার সেনের দুই এ্যাসিস্টেট—কি নাম যেন—হ্যাঁ, ঐ অশোক আর মরালীর ক্ষেত্রে খাটতে পারে। কিন্তু what about ঐ রজতবাবু, ভবানীবাবু আর ডাক্তার রায়ের ক্ষেত্রে ?

সুনীল। তুমি বলতে চাও ঐ ভবানীবাবু আর রজতবাবু যাঁরা দু'জন সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদের লোক—যাঁরা সব সময়েই—যাকে বলে আদায়-কাঁচকলায়—তাঁরা ঐ সব কাণ্ডকারখানা করেছেন ?

রঞ্জন। হ্যাঁ স্যার। হাসতে হাসতে তো আমার পেটে খিল ধরে গেছে। আর তা ছাড়া ডাক্তার প্রতাপবাবু—

সুনীল। মেয়েদের মত উ-লু-লু দিয়েছেন। এসব কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল ?

রঞ্জন। বিশ্বাস করা না-করা সেটা আপনার ইচ্ছা। শুধু কালকের খেলায় প্রফেসার সেন যা করেছেন সেইটাই আপনাকে বললুম। আপনি যদি যেতেন স্যার—

সুনিল। থামো! আপনি যদি যেতেন স্যার! তুমি off ছিলে—ম্যাজিকে মজা মারতে গেছ, কিন্তু আমি তো তখন ডিউটিতে। আর তা ছাড়া আমি ঐ সব ম্যাজিক-ফ্যাজিকের ধাপ্পাবাজী পছন্দ করি না।

রঞ্জন। এটা ঠিক ম্যাজিক নয় স্যার। এ হচ্ছে হিপ্নোটিজম্। অর্থাৎ কি না সম্মোহন বিদ্যা।

সুনীল। তুমি বলতে চাও—সম্মোহনের সাহায্যে হয়-কে নয়, নয়-কে হয় করা সম্ভব ?

রঞ্জন। নিশ্চয়। আপনি দেখেননি স্যার, তাই বলছেন। কিন্তু আমি যে দেখেছি নিজের চোখে। তা ছাড়া যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার—

সুনীল। বলি—তুমি থামবে না-তোমার মত আমাকেও পাগল বানাবে ?

রঞ্জন। পাগল কি বলছেন স্যার! আমি—

সুনীল। পাগল নয়—ছাগল। হুঁ—হিপ্নোটিজম্—সম্মোহন! বুঝলে হে ছোকরা! তোমার ঐ হিপ্নোটিজম্ বা সম্মোহন যাই বল না কেন, ওতে যদি অসম্ভবকে সম্ভব করা যেত তাহলে আর যাদুকরদের টাকা উপায়ের জন্য ঐভাবে বেদের ঢোল ফেলে ঘুরতে হ'ত না, বুঝলে ?

রঞ্জন। কিন্তু পি. সি. সরকার—

সুনীল। থামো! পি. সি. সরকার—পি. সি. সরকার। হ্যাঁ—আমি স্বীকার করছি উনি একজন নামকরা যাদুকর ছিলেন। কলেজ লাইফে বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে—নিউ এম্পায়ারে তাঁর খেলাও আমি একবার দেখেছি। কিন্তু কৈ? তিনি তো অনেক কিছু জানতেন—অনেক কিছু দেখতে পেতেন। তবে ভারত থেকে অত দূরে জাপানে show করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন কেন ? তাঁর মৃত্যুর খবরটা তিনি আগে জানতে পারলেন না! যত সব—

রঞ্জন। আপনি বলছেন বটে স্যার! কিন্তু ওঁদের ক্ষমতা ঠিক সাধারণ মানুষের মত নয়—একটু অনন্যসাধারণ।

সুনীল। অনন্যসাধারণ যদি তা হলে তোমার এই প্রফেসার সেনের ম্যমী কাফন থেকে উধাও হ'ল কি করে? সে ব্যাপারটা তাঁর অনন্যসাধারণ

ক্ষমতা দিয়ে আগে জানতে পারলেন না? না—ম্যাজিকের মতই তার এই মমীর ব্যাপারট'ও একটা ধাপ্পা?

রঞ্জন। ধাপ্পা মানে—আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

সুনীল। আমি বলতে চাইছি, মমী আদৌ ছিল না।

রঞ্জন। তা হলে মমীর খেলা দেখানো—এই publicity?

সুনীল। স্রেফ গাঁজা। শুধু টিকিট বিক্রীর জন্যই—

রঞ্জন। না স্যার! আমি ঐ ঘটনার পর নিজে ওনার গ্রীন রুমে গিয়ে কাফন দেখে এসেছি।

সুনীল। দেখে এসেছ?

রঞ্জন। হ্যাঁ স্যার। কাফনে মমী নেই, শুধু কতকগুলো ইট—

সুনীল। ইট? তার মানে তুমি বলতে চাও—কাফন থেকে মমীটা বার করে নিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে কেউ খালি কাফনের বাক্সটায় ইট ভরে দিয়েছে?

রঞ্জন। না স্যার! উনি বলছেন, এটা মমীরই কাজ।

সুনীল। What!

রঞ্জন। হ্যাঁ স্যার! প্রফেসার সেন বলছেন, ও মমী নিজেই পালিয়েছে। খালি কাফনটা তুলতে গিয়ে সেটা যে খালি এটা যাতে না কেউ বুঝতে পারে—সেই জন্যই সে নিজেই ইট ভরে রেখে গেছে।

সুনীল। Get out—I say you get out!

রঞ্জন। স্যার!

সুনীল। Young man! এটা বিংশ শতাব্দীর Last Part। তুমি পুলিশ। এই গাঁজা তুমি বিশ্বাস কর?

রঞ্জন। কিন্তু—

সুনীল। No 'কিন্তু'। হাজার বছর আগের একটা মৃতদেহ—অবশ্য প্রকৃতই যদি সেটা কাফনের মধ্যে থেকে থাকে—তাহলে সে পালাতেই বা পারে কি করে—আর ইটই বা কাফনে ভরতে পারে কি করে?

রঞ্জন। ম্যাজিসিয়ান প্রফেসার সেন কিন্তু খুব ভেঙে পড়েছেন। উনি বলছেন, ম্যমীটা অভিশপ্ত। দারুণ একটা বিপদ আমাদের সকলের জন্ত অপেক্ষা করছে।

উদ্বিগ্ন প্রতাপবাবুর প্রবেশ।

প্রতাপ। মিঃ রঞ্জিত! ও এই তো বড়বাবুও রয়েছেন এখানে। আমাকে বাঁচান—আমাকে বাঁচান বড়বাবু!

স্থনীল। কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু? কি হয়েছে আপনার?

প্রতাপ। সর্ব্বনাশ হয়েছে মিঃ চ্যাটার্জী! সর্ব্বনাশ হয়েছে!

রঞ্জন। কি ব্যাপার! ম্যমী—

স্থনীল। You shut up! বলুন ডাক্তার, কি ব্যাপার?

প্রতাপ। মিঃ চাটার্জী! আমাদের অভয়া আরোগ্য নিকেতনের উন্নতির জন্য একটা charity showএর আয়োজন করা হয়েছিল—

স্থনীল। হ্যাঁ; ম্যাজিসিয়ান প্রফেসার সমর সেনের ইন্দ্রজাল। D. M. permission দিয়েছেন এবং Police Station was also interested.

প্রতাপ। আজ্ঞে হ্যাঁ, রঞ্জনবাবুও উদ্যোক্তাদের একজন এবং উনিও গতকাল উপস্থিত ছিলেন।

স্থনীল। জানি। এবং সেই ম্যাজিক show-এ সম্মোহন দেখে শ্রীমান রঞ্জন সম্মোহিত হয়ে এসে—আমাকেও সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

প্রতাপ। বলছি। কিন্তু তার আগে আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারেন?

স্থনীল। Oh—yes! শ্রীপতি, এক গ্লাস জল দাও।

রঞ্জন। ডাক্তারবাবু, আপনি কাঁপছেন। বসুন এই চেয়ারটায়।

প্রতাপ। বসব?

স্থনীল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসুন।

রঞ্জন। কি ব্যাপার বলুন তো ডাক্তারবাবু, সেই ম্যমীটা কি—

সুনীল। রঞ্জন! হয় তুমি চুপ করবে না হ'লে তুমি writerএর ঘরে গিয়ে বসবে।

(কনস্টেবল শ্রীপতি কাচের গ্লাসে জল দিয়া যায়। প্রতাপবাবু এক চুমুকে তাহা পান করেন।)

প্রতাপ। মিঃ চ্যাটার্জী! রঞ্জনবাবু গত রাতের ঘটনা সব জানেন। তাই ফেরার হওয়া ম্যমীর ব্যাপারটা ওনার নার্ভে শক্ করেছে। কাল নিশুতি রাতে যদি আমার শোবার ঘরে জীবন্ত ম্যমীটাকে দেখতুম তাহলেও আমি এত বেকুব হতুম না। কারণ, ডাক্তারী পড়তে গিয়ে ম্যমী না হোক, অনেক মড়াই আমাকে ঘাঁটতে হয়েছে।

উভয়ে। তা হলে?

প্রতাপ। মিঃ চ্যাটার্জী! এই চ্যারিটি শো করিয়ে আমরা এই ক'দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রায়—

সুনীল। পেয়েছেন টিকিট বিক্রী করে। প্রফেসার সেন তাঁর পাওয়া সব মেডেল এবং টাকার প্রায় দশ হাজারের মাধ্যমে এবং সভাপতি রজতবাবুও দিয়েছেন দশ হাজার টাকার চেক।

প্রতাপ। আপনি—

রঞ্জন। আমি আজ সকালে ওনার কোয়ার্টারে গিয়ে বৌদির হাতের তৈরী চা খেতে খেতে সব গল্প করেছি।

সুনীল। এবং তাইতেই আমার মিসেসের মুখ ভারী হয়ে গেছে; কারণ গত কাল তার শরীর খারাপ ছিল বলে আমি তাকে ম্যাজিক দেখতে যেতে মানা করেছিলুম।

প্রতাপ। ও; তা হ'লে তো আপনি সবই শুনেছেন।

সুনীল। কিন্তু আপনি কেন এত ভয় পেয়েছেন আর কি-ই বা বলতে এসেছেন, সেইটাই শুনতে পাইনি এখনো।

প্রতাপ। শুনতে এখুনি পাবেন, আর শোনাবো বলেই এইভাবে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি। কিন্তু তার আগে আপনাদের একটা word of honour দিতে হবে।

সুনীল। Word of honour ?

প্রতাপ। হ্যাঁ, একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

রঞ্জন। প্রতিজ্ঞা ?

প্রতাপ। হ্যাঁ, আর সেটা আমার সুনাম—আমার প্রতিপত্তি—আমার পারিবারিক মর্যাদা বজায় রাখার জন্য। বলুন—বলুন আপনারা—কথা দিন আমাকে।

সুনীল। মিঃ রায়! এটা থানা। আপনি যদি কোন Investigation-এর ব্যাপারে এখানে এসে থাকেন—

প্রতাপ। হ্যাঁ, It is a case of investigation.

সুনীল। Then ?

প্রতাপ। তবুও কথা দিন যে, যা আমি বলব তা যেন আর কেউ না জানতে পারে।

সুনীল। কিন্তু কি করে তা সম্ভব ?

প্রতাপ। মিঃ চ্যাটার্জী! রঞ্জনবাবু, এ থানায় নতুন এসেছেন; কিন্তু আপনি তো এ থানায় অনেক দিনই আছেন।

সুনীল। হ্যাঁ, তা এসেছি বটে। ওপর থেকে অনেকবারই বদলির ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু আপনারা পাঁচজনেই তা রোধ করেছেন।

প্রতাপ। সেটা করেছি আপনার কর্ম্মদক্ষতার জন্য—আমরা সকলে আপনাকে ভালবাসি ব'লে। আপনারা আমলে সত্যিই আমরা খুব শান্তিতে আছি। মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি—

সুনীল। ডক্টর রায়, আত্মপ্রশংসা শুনতে আমি একেবারেই ভালবাসি না—তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?

প্রতাপ। জানি। আর আপনিও জানেন—এ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ আমাকে কি চোখে দেখে—কি পরিমাণ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে।

সুনীল। জানি।

রঞ্জন। আমিও শুনেছি ডাক্তারবাবু। আপনার মত প্রবীণ—বিশ্বাসী—সরল সুচিকিৎসক শুধু এই পলাশপুর কেন, এই Sub Divisionএর মধ্যে নেই। আপনি—

প্রতাপ। হ্যাঁ, সেই আমি—যে ব্যাপারটা আপনাদের কাছে এখন বলব—পারেন গোপনে সেটা Investigate করবেন—অন্যথায় জানা-জানি হয়ে গেলে আমার আত্মহত্যা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না।

উভয়ে। সেকি!

প্রতাপ। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবার আপনারা যা ভাল বুঝবেন—করবেন।

সুনীল। কিন্তু ঘটনাটা কি?

(প্রতাপবাবু নীরবে তাকাইয়া থাকেন সুনীলবাবুর মুখের দিকে।)

রঞ্জন। বলুন ডাক্তারবাবু, কি এমন ব্যাপার—যার জন্য আপনি এ রকম ভেঙে পড়েছেন?

(প্রতাপবাবু একই ভাবে অসহায়ের মত তাকান রঞ্জনবাবুর দিকে।)

সুনীল। বলুন—বলুন ডক্টর।

রঞ্জন। বলুন ডাক্তারবাবু।

প্রতাপ। গত রাত্রের সেই পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা আমার বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেছে।

উভয়ে। সেকি!!

(প্রতাপবাবু টেবিলের ওপর মাথা রাখিয়া যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়েন।)

সুনীল। (রঞ্জনকে) এক কাপ গরম চা। From your বৌদি or from any where ; but just now—quick.

[রঞ্জনের দ্রুত প্রস্থান।

সুনীল। (পায়চারি করিতে থাকেন—সিগারেট ধরান ; পরে প্রতাপবাবুর কাছে গিয়া তাঁহার পিঠে হাত রাখিয়া) ডক্টর রায়! ডক্টর রায়!!

প্রতাপ। (হঠাৎ মাথা তুলিয়া সুনীলবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিয়া) মিঃ চ্যাটার্জী! আপনারা আমাকে বাঁচান। হয় এটা গোপনে আপনারা investigate করুন—না হয় একেবারে চেপে যান।

সুনীল। চেপে যাব?

প্রতাপ। না হলে সকলে জানতে পারবে।

সুনীল। পারলই বা।

প্রতাপ। না-না, তাহলে সকলে ভাববে টাকাগুলো আমিই আত্মসাৎ করে একটা আষাঢ়ে গল্প বলছি। আর তাহলেই আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন পথ থাকবে না।

সুনীল। অতগুলো টাকা—

প্রতাপ। যেমন করে পারি Refund করব।

সুনীল। কিন্তু কি ভাবে?

প্রতাপ। বাড়ি-ঘর জায়গা-জমি সব কিছু বিক্রি করে। তাতেও হবে না জানি। তবু যে ভাবে হোক—যেমন করে হোক—

(রঞ্জন এক কাপ চা আনে।)

সুনীল। ডক্টর রয়, এত ভেঙে পড়বেন না ; নিন—চা খান।

প্রতাপ। চা? আমার জন্য?

সুনীল। হ্যাঁ, আপনার জন্য। নিন—খেতে খেতে বলুন তো ঘটনটা কি।

প্রতাপ। ঘটনার মাথামুণ্ডু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ চ্যাটার্জী। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, টাকাগুলো আয়রন সেফে নেই।

সুনীল। আয়রন সেফটি কোথায় থাকে?

প্রতাপ। আমার শোবার ঘরে।

সুনীল। I see! আপনার খাটের পাশে যে আয়রন সেফটি দেখে আমি খুব তারিফ করেছিলুম, সেইটাই কি?

প্রতাপ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমায় ছেলের বিবাহ বার্ষিকীতে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে যেটার মেকানিজম্ দেখে আপনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

সুনীল। হ্যাঁ, ও-রকম সেফ সচরাচর চোখে পড়ে না কিনা তাই। তা চাবি থাকে কার কাছে?

প্রতাপ। আজ্ঞে—আমার কাছে।

সুনীল। আর কারও হাতে চাবিটা যেতে পারে কি?

প্রতাপ। Never! আর তা ছাড়া আমি বা আমার ছেলে ছাড়া ওটা খোলার কায়দা আর কেউ জানে না।

রঞ্জন। আপনার ছেলে কি করেন?

প্রতাপ। সে ব্যাটলিবয় এ্যাণ্ড কোম্পানীর সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ।

রঞ্জন। তিনি বাড়িতে থাকেন না?

প্রতাপ। খুব কম। কারণ কোম্পানীর কাজে তাকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরতে হয়।

সুনীল। সেদিন আপনার ছেলের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। চমৎকার ছেলে। কি যেন নাম—

প্রতাপ। সুরেশ—সুরেশ রায়।

সুনীল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সুরেশ—সুরেশবাবু। সুরেশবাবু এখন কোথায়?

প্রতাপ। বোম্বে। আজ প্রায় দিন-দশেক সে বোম্বেতেই আছে। গত সপ্তাহে সে বোম্বে থেকে চিঠি লিখেছে। সম্ভবতঃ দু' চারদিনের মধ্যেই সে বাড়ি আসবে।

সুনীল। তাহলে বাড়িতে এখন—

প্রতাপ। আমি, বৌমা আর চাকর নিধিরাম।

সুনীল। Don't mind Doctor, এদের কাউকে সন্দেহ হয় ?

প্রতাপ। No—no ; impossible—অসম্ভব।

রঞ্জন। সিন্দুক কখন খুলেছিলেন ?

প্রতাপ। আপনাদের কাছে আসার মিনিট কুড়ি আগে।

সুনীল। খুলে দেখলেন—

প্রতাপ। গত রাত্রের সংগৃহীত সব কিছু—যা একটা পোর্টফোলিও ব্যাগে রেখেছিলুম। সেই ব্যাগটা রঞ্জনবাবু—যেটার মধ্যে সব-কিছু গুণেগেঁথে রাখা হ'ল আপনাদের সামনে।

রঞ্জন। হ্যাঁ-হ্যাঁ ; show বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর countingএর সময় তো আপনি, আমি, রজতবাবু, ভবানীবাবু এবং কমিটির আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতাপ। হ্যাঁ, সেই ব্যাগটাই শুধু নেই।

সুনীল। সিন্দুকের মধ্যে আর আর যা ছিল—

প্রতাপ। As it is আছে। শুধু টাকাভর্তি ব্যাগটাই নেই।

সুনীল। সিন্দুকে আর কি ছিল ?

প্রতাপ। দরকারী কাগজপত্র দলিল—এইসব।

রঞ্জন। আপনার বৌমার গয়নাগাঁটি—টাকাকড়ি—

প্রতাপ। ওসব কিছুই বাড়িতে থাকে না। সব ব্যাঙ্কে। কারণ রোগী দেখার ব্যাপারে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয় তাই কোন Risk আমি নিতে চাই না।

সুনীল। তা হলে গত রাত্রে অতগুলো টাকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার Risk নিলেন কেন ?

প্রতাপ। কি করব ? কেউ যে রাখতে চাইলেন না। রজতবাবু বললেন, রাত্রেই তিনি কোলকাতায় ফিরবেন। ভবানীবাবু বললেন, ক্ষেপেছেন মশাই ! ও ঝামেলা আমি নিয়ে যাই। অগত্যা আমাকেই—

সুনীল। আজ এখন টাকাগুলো বার করতে গেলেন কেন ?

প্রতাপ। যার যা পাওনা আছে তা মিটিয়ে দিয়ে—বাকিটা ব্যাঙ্কে অভয়া আরোগ্য নিকেতনের নামে একটা account খুলে জমা দেব বলে।

সুনীল। আপনাদের show তো আজ সাত দিন ধরে চলছিল। এর মধ্যে ঐ রকম একটা accout খুলে রোজের রোজ টাকা জমা দেননি কেন ?

প্রতাপ। দেখুন, টাকাটা ছড়িয়ে ছিল অনেকেরই কাছে ; এবং মাত্র গত রাত্রেই সেটা মোটামুটি collection হয়েছে। এখনও তো কিছু টাকা অনেকের কাছে ছড়িয়ে আছে। সব তো জমা পড়েনি।

সুনীল। তাহলে আপনি চান ব্যাপরটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে ?

প্রতাপ। নিশ্চয়ই। তা না হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন পথ-ই আমার থাকবে না।

সুনীল। ঠিক আছে, তাই হবে। আচ্ছা ডাক্তার, আপনার সেই ছকটা ঠিক আছে তো ?

প্রতাপ। কি যে বলেন মিঃ চ্যাটার্জী ! এই মনের অবস্থায় দাবা—

সুনীল। হ্যাঁ—দাবা ; আপনার তো দাবা খেলায় খুব ঝোঁক।

প্রতাপ। জীবনে আমার ঐ একটাই সখ। আপনিও তো কয়েকবার খেলে এসেছেন আমার বাড়িতে।

সুনীল। আজও এক হাত খেলতে যাব আপনার বাড়িতে। যান—আপনার বৌমাকে গিয়ে বলবেন, আজ বড়বাবুকে নেমন্তন্ন করে এসেছি—দুপুরে তিনি খাবেন। আর শোবার ঘরে বসবে আমাদের দাবার আসর।

প্রতাপ। আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় দাবা—

সুনীল। ডক্টর রায় ! জীবনে শুধু রোগ আর রোগীই ঘেঁটেছেন ; আমাদের মত তো চোর-ডাকাত আর খুনী নিয়ে কারবার করেননি।

প্রতাপ। কিন্তু—

সুনীল। কিন্তু-ফিন্তু বাদ দিন। মনে করুন, যেন কিছুই হয়নি। বাড়িতে যা বললুম তাই করুন গে যান।

প্রতাপ। বেশ, তাই হবে—(প্রস্থানোদ্যত)

সুনীল। না-না, ওরকম কোঁৎ পেড়ে নয়। বেশ খুশ মেজাজে—হাসিমুখে। আমি কিন্তু দুপুরে আপনার ওখানেই খাব। আয়োজনটা যেন ভাল হয়। ভাল কথা, এখানে কিসে এসেছেন ? সাইকেলে ?

প্রতাপ। আজ্ঞে না, বাসে।

সুনীল। ফিরবেন কিসে ?

প্রতাপ। দেখি—একটা সাইকেল রিক্স-ফিক্স যদি পাই—

সুনীল। হ্যাঁ, তাই দেখুন। তবে থানা থেকে একটু দূরে গিয়ে রিক্স ভাড়া করবেন।

প্রতাপ। মানে ?

সুনীল। মানে, আমি চাই না—আপনি এখানে এসেছিলেন এটা কারও নজরে পড়ে। আচ্ছা, আপনি আসুন। [প্রতাপবাবুর প্রস্থান।

সুনীল। কি—অমন হাঁদা গঙ্গারামের মত তাকিয়ে আছ কেন ?

রঞ্জন। স্যার ! আপনার ব্যাপারটা ঠিক—

সুনীল। বুঝতে পারছ না ? আরে বাবা ! তদন্ত করতে হবে গোপনে। অথচ আমি যদি ইউনিফর্ম্ম পরে ডাক্তারের বাড়িতে যাই—তাহলে কি আর সেটা গোপন থাকবে ?

রঞ্জন। ও-হো—বুঝেছি। তাই যেন ডাক্তারবাবুর নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে যাচ্ছেন খেতে আর দাবা খেলতে। কিন্তু ব্যাপারটা তো কিছু বুঝতে পারছি না স্যার !

সুনীল। আরে তুমি তো সেদিনের ছোকরা। ক'দিন-ই বা আর পুলিশে ঢুকেছ ! আমি রিটায়ার করতে চললুম প্রায়—আমি-ই বুঝতে পারছি না কিছু—আর তুমি।

রঞ্জন। টাকাটা সত্যিই উনি নিয়ে যেতে চাননি বাড়িতে।

সুনীল। কিন্তু নিয়েও গেছেন এবং হাওয়াও হয়েছে সেটা।

রঞ্জন। অবশ্য ওঁর statement যদি সত্যি হয়—

সুনীল। উঁ-হুঁ! পুলিশ হিসাবে এটা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু My boy! সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রতাপবাবুকে আমি যতটা জানি, তাঁর মত সৎ সরল মানুষ আমার lifeএ আমি দেখেছি কি না সন্দেহ।

রঞ্জন। কিন্তু চাবি রইলো ওনার কাছে—সিন্দুকে রইলো টাকা—আর সেই সিন্দুক খুলতে জানেন মাত্র উনি আর ওনার ছেলে—অথচ টাকাগুলো নেই! এ কি ম্যাজিক নাকি?

সুনীল। এ্যাঁ! কি বললে—ম্যাজিক? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। বুদ্ধি দিয়ে আমরা যখন ব্যাখ্যা করতে পারি না তখনই বলি—ম্যাজিক; আর ডাক্তাররা যখন রোগের কারণ ধরতে পারেন না তখন বলেন—এ্যালার্জি! কিন্তু—(টেলিফোন বাজিয়া উঠে, রিসিভার তুলিয়া নেন)

মাইক। পলাশপুর থানা?

সুনীল। Yes! পলাশপুর Police Station.

মাইক। বড়বাবু আছেন কি?

সুনীল। হ্যাঁ, আমিই ও. সি. সুনীল চ্যাটার্জী কথা বলছি।

মাইক। নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী! আমি ভবানীবাবু মানে ভবানী সিংহ কথা বলছি। মানে, একটা ইয়ে—বড় গোলমেলে ব্যাপার ঘটেছে।

সুনীল। গোলমেলে ব্যাপার? মানে—You mean some thing wrong?

মাইক। Exactly that.

সুনীল। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

মাইক। Missing and murder.

সুনীল। এঁ্যা! নিরুদ্দেশ এবং খুন!! কোথায়?

মাইক। আমাদের এই পলাশপুরেই।

সুনীল। কে খুন হয়েছে?

মাইক। রজতবাবুর দলের একটি ছেলে—নাম জসিমউদ্দিন। ডাক্তার প্রতাপবাবুর কম্পাউণ্ডার মহাতাবউদ্দিন আহমেদের বড় ছেলে।

সুনীল। কোথায় খুন হয়েছে?

মাইক। জমিদারদের পোড়ো বাগানবাড়ির পাশে—মেইন রোডের গায়ে সখের দীঘির পাঁকে।

সুনীল। পাঁকে!

মাইক। হ্যাঁ।

সুনীল। তা—খুন কি করে বুঝলেন?

মাইক। ডেডবডি পাঁকে উপুড় হয়ে পড়ে আছে—আর মাথাটা পিঠের ওপর আকাশের দিকে মুখ করে রয়েছে। অর্থাৎ ঘাড়টা পিছনের দিকে মটকে দেওয়া হয়েছে। আর—

সুনীল। আর?

মাইক। আর ম্যাজিসিয়ান প্রফেসার সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুনীল। সেকি! উনি তো ঐ বাগানবাড়িটাতেই থাকতেন?

মাইক। হ্যাঁ।

সুনীল। উনি তো Invalid. মানে, একটা পা—

মাইক। অকেজো। ক্রাচে ভর দিয়ে চলেন।

সুনীল। তা হলে—

মাইক। আপনি এখুনি বাগানবাড়িতে চলে আসুন।

সুনীল। আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

মাইক। আমার বাড়ি থেকে।

সুনীল। আপনি Dead body দেখেছেন? বাগানবাড়িতে গিয়েছিলেন?

মাইক। না।

সুনীল। তবে?

মাইক। আমাকে প্রফেসার সেনের Assistant অশোকবাবু—যিনি ওনার সঙ্গে ঐ বাগানবাড়িতেই থাকতেন—তিনিই বললেন। অশোকবাবু আমার সামনে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ওনার সঙ্গে কথা বলবেন কি?

সুনীল। না, আপনি ওনাকে নিয়ে বাগানবাড়িতে চলে যান; আমি এখুনি যাচ্ছি।

মাইক। Thank you।

সুনীল। No mention. (রিসিভার রেখে) রঞ্জন!

রঞ্জন। স্যার!

সুনীল। শুনলে?

রঞ্জন। হ্যাঁ স্যার! প্রফেসার সেন নিরুদ্দেশ—জসিমউদ্দিন খুন—

সুনীল। এবং প্রতাপবাবুর সিন্দুক থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা লুট। কিছু অনুমান করতে পার?

রঞ্জন। স্যার! এ সেই নিরুদ্দিষ্ট ম্যমী—

সুনীল। You shut up! ম্যমী! ম্যমী! যাও রামলালকে Geep বার করতে বল। আমি Writer কনকবাবুকে F. I. R. D—নোট করিয়ে যাচ্ছি। Quick! ভয় পেলে চলবে না।

রঞ্জন। জানি না স্যার, কি হবে। ম্যমী পালাতে মিঃ সেনের মত ধুরন্ধর যাদুকর যেভাবে ভয় পেলেন আমি তো কোন ছার। বন্দুক রাইফেল রিভলবার ম্যমীর কি করবে? তার চেয়ে—

সুনীল। যা বললুম সেইটা কর যাও—[রঞ্জনের প্রস্থান; রিসিভার তুলিয়া] হ্যালো এক্সচেঞ্জ! ডাক্তার প্রতাপ রায়ের নাম্বারটা জানেন?···হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইজন্যই ডাইরেক্টরী দেখলুম না।···উনি তো নামকরা ডাক্তার।··· হ্যাঁ, ওনাকে একটু চাই।···হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ধরছি।···হ্যালো ডক্টর রায়!···

শুনেছেন সব?...না-না, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না।...হ্যাঁ, আমি অবশ্যই যাব।...বৌমার সিনেমার টিকিট কাটানো আছে আজ ম্যাটিনী শো-এ?...Good—Good! ভালই হয়েছে।... তাঁকে যা জিজ্ঞাসা করার করেই আমি ছেড়ে দেব।...না-না, উনি না থাকায় আমাদের ভালই হবে। না, ঘাবড়াবেন না। O. K. ছাড়ছি। (রিসিভার রাখলেন)...হুঁ—ম্যমী! খুন! নিরুদ্দেশ! চুরি!...ব্যাপারগুলো কি বিক্ষিপ্ত—না, যোগসূত্র আছে? ঠিক আছে, এখন যেতে হবে ঘটনাস্থলে—বিগত দিনের জমিদারদের মনোরঞ্জনের স্থান সেই প'ড়ো বাগানবাড়িতে। এখানকার জনসাধারণ যাকে বলে ভূতের বাড়ি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কোলকাতা—ভরতবাবুর বাড়ি।

ভরত ভট্টাচার্য্য ও রজতের প্রবেশ। ভরতবাবুর পরনে প্যাণ্ট-সার্ট-টাই—রজতের পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি।

ভরত। ভূতের বাড়ি?

রজত। লোকে তো তাই বলে।

ভরত। বহুদিন ধ'রে অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে আছে তাই ওকথা বলে। কিন্তু এককালে ঐ ভূতের বাড়িটাই ছিল জমিদারদের বিলাসবহুল বাগান-বাড়ি।

রজত। সেকথা আমি জানি বাবা। ওটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমাদেরই বংশের অষ্টম পুরুষ জমিদার—

ভরত। মহেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (কপালে হাত ঠেকান)। সে আজ তিনশো বছর আগের কথা। তখন গ্রাম-বাংলা বর্গীর অত্যাচারে থরহরি কম্পমান। আজকের ভাঙা পোড়ো জমিদারবাড়ি যেখানে গিয়ে আজও তোমরা মাঝে-মধ্যে দু' চারদিন থাক—আজকের ঐ দাতব্য চিকিৎসালয় যা নিয়ে তোমাদের অত হৈ হৈ—সবই তাঁর কীর্তি।

রজত। তাও আমি জানি। আপনার ঠাকুর্দা—আমার প্রপিতামহ—তাঁর স্ত্রী অভয়া দেবীর নামে ওটা দাতব্য চিকিৎসালয় করে দিয়েছিলেন।

ভরত। সবই জান, কিন্তু এইটা জান না যে, যা অতীত তা বিগত। বর্তমানে তাকে টেনে আনলে শুধু দুঃখই বাড়ে—লাভ কিছু হয় না। আর সেই কারণেই গভর্নমেণ্ট জমিদারী প্রথা তুলে দেবার পর থেকেই ভুল করেও আর আমি পলাশপুরে পা বাড়াইনি। কি হবে গিয়ে? চারিদিকে ছড়িয়ে আছে কত স্মৃতি—কত কথা। তাকে নতুন করে খুঁচিয়ে লাভটা কি? তাই তুমি যখন ঐ বাগানবাড়িতে ঐ ভদ্রলোককে—কি যেন নাম—

রজত। ম্যাজিসিয়ান প্রফেসার সমর সেন।

ভরত। হ্যাঁ, সমর সেন। সমর সেনের থাকার ব্যবস্থা ওখানে করতে চাইলে—আমি বাধা দিয়েছিলুম। টেলিফোনে ভবানী যা জানালো তাতে মনে হচ্ছে শুধু তোমারই জন্যে দারুণ একটা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে হবে আমাদের।

রজত। কি করব বলুন না, সকলে মিলে ধরলো—তাই—

ভরত। সকলে মিলে ধরল, তাই আমাকে আমার মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে? আমিও তো তোমাকে এত করে বলছি তোমার ঐ রাজনীতি পাপনীতি থেকে সরে এসে আমাদের বিজনেস দেখাশোনা কর—শুনছো তুমি সেকথা?

রজত। আমার জীবনের Ambission—

ভরত। থামো! Ambission! Ambission এর নিকুচি করেছে! কি লাভ? লেখাপড়া শিখে কতবার জেল খেটে মাথায় লাঠির ঘা নিয়ে আজ কি হয়েছ—না, সমাজ-উন্নয়ন মন্ত্রী। সমাজের কি উন্নতি করছ বল তো বাপু? তোমার মত একটা সমাজ-উন্নয়ন মন্ত্রীর থেকে সমাজের অনেক বেশী উন্নতি করে চাষী চামার জেলে মেথর মজুর।

রজত। তাই যদি বলেন তাহলে আপনি আপনার মজুরদের দাবীদাওয়া মিটিয়ে দিচ্ছেন না কেন? ওগুলো মিটিয়ে দিলেই তো আপনার Factoryগুলো চালু হয়; অতগুলো খেটে-খাওয়া মানুষ বসে-খাওয়া মজুর শ্রমিক বাঁচার সুযোগ পায়।

ভরত। এসব কথার আলোচনা আমি তোমার সঙ্গে এখানে করতে চাই না।

রজত। কেন চান না?

ভরত। তুমি যদি সমাজ-উন্নয়ন মন্ত্রী না হয়ে শুধু আমার ছেলে হিসেবেই আমাদের বিজনেসের শুভানুধ্যায়ীর মত কথা বলতে—তাহলে আলোচনা করতুম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে—

প্রভাবতীর প্রবেশ। পরনে লালপাড় গরদ, এলো চুল, হাতে পূজার থালায় প্রসাদ।

প্রভা। আচ্ছা তোমাদের জ্বালায় কি বাড়িতে টেকা যাবে না—না কি?

ভরত। কেন? কি হয়েছে?

প্রভা। কি হয়েছে! হতে বাকিটা আর কি আছে? তোমার বিজনেস, ছেলের পলিটিক্স আর-বৌমার সিনেমা—

ভরত। আর তোমার ঠাকুরঘর।

প্রভা। থামো! ঠাকুরঘর! ঠাকুরঘরে ঠাকুর কি আর পারছেন থাকতে তোমাদের জ্বালায়?

রজত। ঠাকুর ঠাকুরঘরে থাকেন না মা, থাকেন মানুষের মনে। বিবেকানন্দ বলেছেন—

প্রভা। থাম্! এটা তোর লেকচারের প্ল্যাটফর্ম নয়। নে—প্রসাদ নে। (রজত হাত পেতে প্রসাদ নেয়) কি গো! তুমি তো নেবে না?

ভরত। No. কোনদিনই যখন নিইনি—আজও নেব না। তোমার ঠাকুরের প্রসাদের চেয়ে আমার কর্ম-প্রতিভা অনেক বেশী।

প্রভা। ওটা অপরের কাছে ব'লো—কিন্তু আমার কাছে নয়।

ভরত। কেন?

প্রভা। সেটা আমার চেয়ে তুমি ভালই জান। যাক্ ওকথা। খোকা! তুই একবার বৌমার কাছে যা।

রজত। কেন মা?

প্রভা। কি একটা কনট্রাক্টের ব্যাপারে ফিল্ম্ কোম্পানী থেকে লোক এসেছে। তাই—

রজত। তা আমি গিয়ে কি করব?

ভরত। সেটা ওকে জিজ্ঞাসা না করে বৌমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। কারও কথা না শুনে এতবড় বংশের ছেলে হয়ে যখন একটা Film actressকে বিয়ে করেছিলে—তখন মনে ছিল না?

রজত। কিন্তু আপনারাও তো মত দিয়েছিলেন আমাদের বিয়েতে।

ভরত। না দিয়ে উপায় ছিল না—তোমার মনের অবস্থা দেখে। তা ছাড়া অভিনয় জিনিসটা তো খারাপ নয়।

রজত। তাহলে কি আপনি বলতে চান আমি ভুল করেছি?

ভরত। আমাকে জিজ্ঞাসা না করে—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর, সঠিক উত্তর পাবে।

প্রভা। তোমার কি হয়েছে বল তো? তুমি আজকাল সব সময়েই একটা টেম্পার নিয়ে যাক। ব্যাপারটা কি বল তো?

ভরত। ব্যাপারটা যে কি সেটা বোঝার মত বুদ্ধি তোমার যথেষ্ট আছে প্রভা। ···কি কথা হয়েছিল? বিয়ের পর বৌমা অভিনয় ছেড়ে দেবে। ছাড়া তো দূরের কথা—এবার নাকি হিন্দী ছবির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার কথা চলছে।

প্রভা। সেকি! হ্যাঁরে খোকা, একথা সত্য?

রজত। তা আমি কি করে জানবো—বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।

ভরত। ঠিকই তো। ছেলের বৌ কি করছে না করছে—সেটা ছেলে কি করে জানবে? আমি জানবো। শুধু আমি নয়—অনেকেই জানে এবং তোমরাও জানবে—যদি গত কালের কাগজের চিত্র সমাচারটা দয়া করে পড়।

রজত। ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি শেফালীর কাছে। আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করবই করব। [প্রস্থানোদ্যত]

প্রভা। খোকা, কি বলছিস তুই?

রজত। ঠিকই বলছি মা। এভাবে ঘরে-বাইরের কথা আর আমার সহ্য হচ্ছে না। আজ ওকে আমি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করব—কি চায় ও? সিনেমা না স্বামী? যশ না সংসার? অর্থ না গার্হস্থ্য জীবন?

ভরত। যদি ও সিনেমাই চায়?

রজত। তাহলে—তাহলে ওকে আমি ডিভোর্স করব।

ভরত। কিন্তু আমাদের বংশে আজ পর্যন্ত কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে ডিভোর্স করেনি।

রজত। জানি; রাতারাতি খুন করে দিত। কিন্তু বাবা, আমাদের বংশে আজ পর্যন্ত কোন পুরুষও তো এই রকম বিয়েও করেনি।

প্রভা। খোকা! খোকা! (দু'হাতে মুখ ঢাকে)

রজত। কি হ'ল মা! তুমি এরকমভাবে ভেঙে পড়লে কেন?

প্রভা। এভাবে চেঁচামেচি কথা-কাটাকাটি আমার ভাল লাগে না বাবা।

যদি পার—বৌমাকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে সিনেমার লাইন ছাড়াও ; আর তা যদি না হয়—তাহলে ও যা করতে চায়—তাই করতে দাও। অশান্তির সৃষ্টি ক'র না।

রজত। তাই ব'লে আমাদের সকলের অমতে ও সমানে সিনেমা করে যাবে—আর আমরা তাই সহ্য করব ?

প্রভা। আমাদের অমতে এ মালা যখন গলায় পরেছ—জ্বালাটাও সহ্য করতে তোমাকেই যে হবে বাবা! যাও আর দেরি ক'র না। বৌমা এখানে এসে একটা সীন্ ক্রিয়েট করুক, এ আমি চাই না।

স্খলিত পদে শেফালীর প্রবেশ।

শেফালী। এই! তুমি এখানে কি করছ বলতো! আমরা তোমার জন্য কখন থেকে বসে আছি।

প্রভা। বৌমা!

শেফালী। কি মা?

প্রভা। তোমার শ্বশুর এখানে আছেন।

শেফালী। হ্যাঁ—বাবা যে রয়েছেন সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি মা।

প্রভা। কিন্তু তোমার ব্যবহারে সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না মা।

শেফালী। কেন? আমি কি করেছি মা?

প্রভা। কি করেছ সেটা আমি তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারবো না মা। কারণ তুমিও মেয়ে, আমিও তাই। তাই বলতে আমি লজ্জা পাচ্ছি।

শেফালী। তবে থাক মা। যা করতে এবং বলতে লজ্জা হয় তা না করা বা না বলাই উচিত।

রজত। কিন্তু আমি তো মেয়ে নই—তাই লজ্জাটা আমার কম। তাই আমিই বলছি।

শেফালী। বল—শুনছি।

রজত। শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে আসতে হলে মাথায় ঘোমটা টেনে একটু সভ্য-ভব্যভাবে আসা উচিত। যেমন—

শেফালী। যেমন?

রজত। যেমন—সেদিন অভিনয় করেছিলে বিন্দুর ছেলেতে বিন্দুর ভূমিকায়।

শেফালী। আরে যাঃ! সে তো অভিনয়। সে তো থিয়েটার।

প্রভা। হ্যাঁ; আর এটা বাস্তব—এটা সংসার। তাই সিনেমা থিয়েটারে যেটা কর সেটা অভিনয়। আর এখানে যেটা করবে সেটা অভিনয় নয়—সংসারের মুখ চেয়ে নিয়ম ব'লে মেনে নিয়ে।

শেফালী। তাই তো করছি।

প্রভা। তাই তো করছ!

শেফালী। নিশ্চয়। আপনাকে শাশুড়ী বলি না, বলি মা। ওনাকে শ্বশুর বলি না, বলি বাবা। তাই মা বাবার কাছে মেয়ের যেমনভাবে থাকা উচিত তেমনিভাবেই তো আমি থাকছি।

ভরত। কিন্তু মেয়ে আর বৌমা কি একই কথা মা?

শেফালী। কেন নয় বাবা? এই তো আপনি আমাকে মা বললেন। তা-হলে হয় আমি আপনার মা বা মেয়ে।

প্রভা। তাহলে তুমি বলতে চাও—রজত তোমার ভাই?

ভরত। প্রভা!

রজত। মা!

শেফালী। না, এতে চমকে ওঠার তো কিছুই নেই। মা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু উত্তরটা আমি দেব না। কারণ সেটা ভাল শোনাবে না। (রজতকে) এই! তুমি আসবে কি না বল। ওরা সব বসে আছেন। একটা মোটা টাকার কনট্রাক্ট। এস না।

প্রভা। উত্তরটা কিন্তু আমি শুনতে চাই। এড়িয়ে গেলে চলবে না।

শেফালী। না-ই বা শুনলেন মা।

প্রভা। না—আমি শুনবই। বল—বলতে হবে তোমায়।

শেফালী। মা! আপনি যদি বাবাকে আপনার ভাই ব'লে মনে করতে পারেন—তাহলে আপনার ছেলেও আমার ভাই।

প্রভা। বৌমা!

শেফালী। এই জন্যেই উত্তরটা আমি দিতে চাইছিলুম না। এই! এসো—শিগগির; ওরা কি ভাবছে বল তো? এস—Quick.

[প্রস্থান।

রজত। বাবা!

ভরত। যাও রজত। লেবু বেশী চটকালে সেটা তেতো হয়ে যায়। যার জন্য বৌমার প্রসঙ্গে আমি চুপ করেই থাকতে চাই। যাও—এ বয়সে এ আর ভাল লাগে না।

রজত। আমি—আমি ওকে—

ভরত। কোন অসম্মান ক'র না, কারণ তুমি ওর স্বামী—ও তোমার স্ত্রী। যাও—

[রজতের প্রস্থান।

ভরত। প্রভা!

প্রভা। বল।

ভরত। আঘাত পেয়েছ—না?

প্রভা। বৌমার কথার চাবুকে তত আঘাত পাইনি—যতটা পেয়েছি তোমার চুপ ক'রে থাকায়—বৌমাকে তোমার প্রশ্রয় দেওয়ায়।

ভরত। (ম্লান হাসি) কিন্তু একটু আগে তুমিই বললে, আমি যেন দিন-দিন কেমন বদলে যাচ্ছি; কেমন যেন সব সময় একটা টেম্পার নিয়ে থাকছি।

প্রভা। ঠিকই তো। তুমি যেন সেই আগের তুমি নও। এ রকম হঠাৎ রাগতে—অন্যায় দেখেও এই রকম চুপ ক'রে থাকতে—আমি তো তোমাকে কখনও দেখিনি।

ভরত। আচ্ছা প্রভা, তুমি তো ঠাকুর-দেবতা বিশ্বাস কর ?

প্রভা। করি।

ভরত। পাপ-পুণ্য ?

প্রভা। এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ আজ ?

ভরত। দরকার আছে। উত্তর দাও।

প্রভা। হ্যাঁ ; তাও করি। কিন্তু তুমি তো এসব কিছু বিশ্বাস কর না ?

ভরত। আজ এখন বোধহয় করি।

প্রভা। কি বলছ তুমি! তুমি তো নিজেকে—নিজের শক্তিমত্তাকেই বিশ্বাস করতে।

ভরত। মানুষ কখন ভগবান—পাপ-পুণ্য বিশ্বাস করে জান ? যখন সে নিজের শক্তির ওপর আস্থা হারায়—নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করতে পারে না। বড় অবাক হয়ে যাচ্ছ—না ? অবাক হবারই কথা। আমি—আমি বোধহয় হেরে যাচ্ছি প্রভা!

প্রভা। তার মানে ? ঠিক—কি বলতে চাইছ তুমি ? তুমি যেন বড় ভেঙে পড়েছ।

ভরত। সত্যই আমি বড় ভেঙে পড়েছি প্রভা! জমিদারি গেছে—তার কম্‌পেন্‌সেশান বাবদে যা পেয়েছিলুম তাও কবে শেষ হয়ে গেছে। শ্রমিক আন্দোলনে দু'বছর হ'ল ফ্যাক্টরী বন্ধ। ব্যাঙ্কে যা ছিল তাও শেষ হ'য়ে গিয়ে—ওভার ড্রাফটে চলছে। সবই হয়তো সামলে নিতুম। কিন্তু—

প্রভা। কিন্তু কি ? ওগো! তুমি চুপ ক'রে থেক না। আমার যে বড় ভয় করছে।

ভরত। প্রভা! তুমি তো আমাদের দেশ পলাশপুরে কখনও যাওনি ?

প্রভা। না ; কিন্তু এক কথা বলতে-বলতে আর এক কথা কেন ?

ভরত। ব্যস্ত হ'য়ো না। আচ্ছা, খোকা আর বৌমা তো ফিল্‌ম্‌ কন্‌ট্রাক্টের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত আছে।

প্রভা। হ্যাঁ।

ভরত। তাহলে শোন। পলাশপুরে তুমি কেন যাওনি বা কেন তোমাকে নিয়ে বা নিজে আর কোন দিন যাইনি—তাও তুমি জান।

প্রভা। আমার চেয়ে সেকথা কে আর বেশী জানে!

ভরত। আমাদের সেই পলাশপুরে একটা বাগানবাড়ি আছে।

প্রভা। জানি। লোকে নাকি তাকে বলে ভূতের বাড়ি।

ভরত। সেই বাগানবাড়িতে এক ম্যাজিসিয়ান আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রভা। তাও আমি জানি। তোমার একদমই মত ছিল না; শুধু রজতের কথাতেই—

ভরত। রাজী হয়েছিলুম। সেই যাদুকরের সঙ্গে ছিল একটি ম্যমী।

প্রভা। ম্যমী!

ভরত। হ্যাঁ। মিশর থেকে আনা এক অভিশপ্ত ম্যমী।

প্রভা। অভিশপ্ত ম্যমী! অভিশপ্ত কেন বলছ?

ভরত। যেহেতু ম্যমী তার শবাধার থেকে পালিয়েছে জীবন্ত হয়ে।

প্রভা। এঁ্যা!

ভরত। হ্যাঁ। একটি ছেলে খুন হয়েছে। আর—

প্রভা। আর?

ভরত। সেই যাদুকরও নিরুদ্দেশ হয়েছে।

প্রভা। নিরুদ্দেশ হয়েছে মানে নিজে কোথাও চলে গেছে—না, অন্য কিছু?

ভরত। না—নিজে কোথাও যায়নি—অন্য কিছুই। কারণ সে পঙ্গু। একটা পা খোঁড়া। আর সে পা-টিকে হারায় সেই ম্যমীটিকে পাবার পর।

প্রভা। তাতে আমাদের কি? তুমি কি মনে করছ ম্যমী এখানেও আসবে নাকি?

ভরত। ঠাট্টা করছ ? ম্যমী আসবে না ; কিন্তু পুলিশ তো আসবে।

প্রভা। পুলিশ !

ভরত। আর সেও আসছে। মিশরের মৃতদেহ নয়—আমাদেরই হাতে মৃত—আমাদেরই হাতে পুরীর সমুদ্রে ত্রিশ বছর আগে ভাসিয়ে দেওয়া সেই তার মৃতদেহ—

প্রভা। (ভীত) কে ? কার কথা বলছ তুমি ?

ভরত। অভিশপ্ত ম্যমীর মত জীবন্ত হয়ে উঠেছে আজ যার মৃতদেহ। সে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে আমাকে—সে আছে—সে আসবে—সে আসছে—

প্রভা। (আর্ত-চীৎকার) কে ?

বিকাশের প্রবেশ।

বিকাশ। আমি।

ভরত। (উন্মাদের মত হেসে ওঠে) সে এসেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

প্রভা। আঃ ! (হাত থেকে ঝন্ ঝন্ করে পড়ে যায় পূজার থালা, কম্পমান দেহ ভূপতিত হয় প্রায়, ভরত ধরে ফেলে)

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—(চাপা হাসিতে দুলতে থাকে—মোটা ফ্রেমের চশমার পেছনে চোখ দু'টি যেন জ্বলতে থাকে)

ভরত। প্রভা ! প্রভা !

প্রভা। না না, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। না-না, কিছুতেই না।

ছুটে আসে রজত ও শেফালী।

উভয়ে। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? বাবা ! মা !

শেফালী। (প্রভাকে ধরে) কি হয়েছে মা ? কি হয়েছে আপনার ?

প্রভা। এঁ্যা ? না, মানে—

ভরত। বৌমা! ওকে ওর ঘরে নিয়ে যাও মা।

শেফালী। কি হয়েছে বাবা? মা এমন করছেন কেন?

রজত। বাবা! চুপ করে আছেন কেন? বলুন কি—হয়েছে?

ভরত। এঁ্যা, মানে—মানে—

বিকাশ। মানে—এর জন্য আমিই দায়ী।

রজত ও শেফালী। কে? কে আপনি?

বিকাশ। আমি? কে আমি? (মৃদু হাসি) বলতো—বলতো তোমরা, কি পরিচয় আমার দেওয়া যায়? আমি—

ভরত। বিকাশ।

বিকাশ। হ্যাঁ, আমি বিকাশ রায়। না-না, চিত্র জগতের নয়—কঠিন এই বাস্তবের। এঁ্যা! না—কি বল তোমরা?

ভরত। বিকাশ, প্রভার অবস্থা দেখেও তোমার একটু মায়া হচ্ছে না? এ অবস্থাতেও তোমার হেঁয়ালী করতে ইচ্ছা হচ্ছে?

বিকাশ। হেঁয়ালি? (মৃদু হাসি) এ যদি হেঁয়ালি হয় তাহলে সত্য কোনটা? প্রভা, তুমিও কি এটা হেঁয়ালি বলবে?

প্রভা। (ক্লান্ত স্বরে) বৌমা! আমার শরীরটা কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে, মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে—সব যেন কেমন অন্ধকার দেখছি। আমাকে আমার ঘরে নিয়ে চল মা।

শেফালী। চলুন মা। (রজতকে) এই! তুমি এখুনি ডাক্তার সেনকে ফোন করে তাঁকে আসতে বল।

প্রভা। না না, ডাক্তারের দরকার নেই। একটু রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে সব।

বিকাশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ডাক্তারের দরকার নেই। Rest নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সব কি ঠিক হবে প্রভা?

প্রভা। (অধৈর্যভাবে) বৌমা।

শেফালী। হ্যাঁ, চলুন মা। [বিস্মিতভাবে প্রভাকে লইয়া প্রস্থান।

রজত। আপনি কে। কোথা থেকে আসছেন? আপনার কথার অর্থ তো কিছু বুঝতে পারছি না। কি বলতে চাইছেন আপনি?

বিকাশ। আরে বাবা! এক দমে যে এক গাদা প্রশ্ন। কিন্তু এত প্রশ্নের উত্তর তো এইভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি আপত্তি না থাকে একটু বসি। না—কি বল ভট্টাচার্য?

ভরত। (অসহায়ভাবে) বিকাশ!

বিকাশ। (চেয়ারে বসতে বসতে) প্রথম প্রশ্ন—আমি কে? উত্তর—আমি বিকাশ রায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন—কোথা থেকে আসছি? উত্তর—বাংলাদেশ থেকে।

রজত। বাংলাদেশ?

বিকাশ। হ্যাঁ। ১৯৪৭এর আগে যার নাম ছিল পূর্ব্ববঙ্গ এবং ১৯৪৪-এর পর পূর্ব্বপাকিস্তান, আর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পা বার পর যার নাম হয়েছে—বাংলাদেশ।

রজত। আপনার উত্তরগুলো বড়—

বিকাশ। To the point and to the line also. কি করব—আমার জীবনটাই যে lineless; তাই না ভট্টচার্য্য? হ্যাঁ, তৃতীয় প্রশ্ন—আমার কথার অবধ্য অর্থ। উত্তর—অবধ্য নয়। কারণ আমি একটা দুঃস্বপ্নের মত—

ভরত। আঃ, বিকাশ!

বিকাশ। Sorry. দুঃস্বপ্নের মত দুঃসংবাদ নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আর সেই দুঃসংবাদটি শুনেই ভট্টচার্য্য এবং প্রভা এই রকম shoked; but আপনি?

ভরত। রজত। আমার ছেলে রজত।

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! Congratulation! 'তোমার ছেলে' রজত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

ভরত। খুব স্বাভাবিক। কাগজে ওর ছবি হয়তো দেখে থাকতে পার। কারণ ও বর্তমান সরকারের সমাজ-উন্নয়ন মন্ত্রী।

বিকাশ। তাই নাকি? Good—good—very good। কিন্তু ভটচার্য্য! কাগজেই কি শুধু দেখেছি ঐ মুখ? মনের মুকুরে কি দেখিনি?

রজত। আপনি কি আমাকে আগে দেখেছেন?

বিকাশ। এঁ্যা? হ্যাঁ, তা দেখেছি বৈকি। তখন তুমি খুব ছোট্ট—সে হয়ে গেল প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা। তাই না ভট্টাচার্য্য?

ভরত। হ্যাঁ, তাই। রজত! মানে, হঠাৎ ঐ দুঃসংবাদটার জন্তেই সব কেমন গুলিয়ে গিয়েছিল, তাই তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারিনি। ইনি তোমার কাকাবাবু।

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! 'বাবুটা' তাহলে রাখছো? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভরত। ইনি আমাদের আত্মীয়।

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সত্যিই তুমি মহৎ ভট্টাচার্য্য! সত্যিই তুমি মহৎ! তা না হ'লে আমার মত একটা 'ভূতকে' তুমি এখনও 'বাবু' 'আত্মীয়' এসব বলতে পার?

রজত। নমস্কার! (নমস্কার করে)

ভরত। না-না, নমস্কার নয়—প্রণাম কর।

[রজত প্রণাম করে]

বিকাশ। (বুভুক্ষু দৃষ্টিতে রজতের চিবুক ধ'রে কান্নাভেজা গলায়) বেঁচে থাক বাবা! বেঁচে থাক তোমার মায়ের কোল আলো ক'রে। সেই আমার শান্তি—সেই আমার পরম প্রাপ্তি।

ভরত। রজত, যাও বাবা, তোমার মায়ের ঘরে। দেখ সে কেমন আছে। আর বৌমাকে বল—তোমার কাকাবাবু এখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং কয়েক দিন থাকবেন। না—কি বল বিকাশ?

বিকাশ। Oh sure ; এসেই যখন পড়েছি মরণের পরপার থেকে—তখন যাবো আর কোথায় ?

রজত। মরণের পরপার ?

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তা ছাড়া আর কি বলব। পদ্মাপারকে আমরা ঐ নামেই আদর করে ডাকি যে।

ভরত। রজত! Don't delay.

রজত। না, আমি এখুনি যাচ্ছি, বাবা—(যেতে গিয়ে) হ্যাঁ, আপনি কি দুঃসংবাদের কথা যেন বলছিলেন ?

বিকাশ। দুঃসংবাদ—

ভরত। মানে—

বিকাশ। মানে—আমি বেঁচে আছি, এইটাই দুঃসংবাদ।

রজত। আপনি বেঁচে আছেন—এটা দুঃসংবাদ ?

বিকাশ। নিশ্চয়। এরা যে জানতো আমি খতম হয়ে গেছি সেই সাত-চল্লিশের রায়টে। তাই তো আমাকে দেখে ওরা ভূত দেখার মত চমকে উঠেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! যাও—যাও। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খাবার ব্যবস্থা কর।

রজত। আমি এখুনি যাচ্ছি। আপনারা ততক্ষণ কথা বলুন, আমি সব ব্যবস্থা করছি। [দ্রুত প্রস্থান।

ভরত। তুমি—

বিকাশ। হ্যাঁ—আমি।

ভরত। তোমাকে তো—

বিকাশ। মৃত বলেই জানো।

ভরত। মানে ১৯৪৭ সালের সেই ২৫শে ডিসেম্বর—

বিকাশ। আমার মৃতদেহটা আশ্রয় পেয়েছিল পুরীর Bay of Bengal-এ।

তোমাদেরই অনুকম্পায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিন্তু মরিনি। বেঁচে আছি। ভূত নয়—গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পার।

ভরত। কিন্তু এত দিন পরে—

বিকাশ। ফিরে এসেছি অতীতের দেনা-পাওনার Balance Sheet complete করতে।

ভরত। তুমি—তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? জান আমি—

বিকাশ। স্বনামধন্য মহাপুরুষ। লক্ষ্মীর বরপুত্র। Bengal Industries-এর Multi-millionair মালিক শ্রীল শ্রীযুক্ত ভরত ভট্টাচার্য—ভারত সরকার যাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করেছেন। তাই না? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভরত। বন্ধ কর—বন্ধ কর তোমার ঐ উন্মাদের হাসি। তোমার হাসি শুনলে মনে হয়—

বিকাশ। ফাঁসির দড়ি নেমে আসছে মাননীয় পদ্মভূষণের গলা লক্ষ্য করে।

ভরত। আমি—আমাকে—

বিকাশ। তুমি—তোমাকে—না, not only তুমি। তোমাদের—তোমাদের আসল রূপ যখন প্রকাশ পাবে তখন কি পারবে তোমরা তোমাদের মাথা উঁচু করে এইভাবে সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে থাকতে?

(ভরত নিঃশব্দে বসে পড়ে একটা চেয়ারের উপর)

বিকাশ। পারবে এইভাবে সুখী দাম্পত্য জীবনে পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করতে?

ভরত। আঃ! (ক্লান্তিতে যেন ভেঙ্গে পড়ে)

বিকাশ। তাই বলছি—

শেফালীর প্রবেশ।

শেফালী। না; আর বলাবলি নয় কাকাবাবু। চলুন—

বিকাশ। কাকাবাবু! Strange!!

শেফালী। হ্যাঁ; আপনি যে কাকাবাবু সেটা ওঁর মুখে শুনলাম এই মাত্র। (প্রণাম করে)

বিকাশ। কল্যাণ হোক মা! কিন্তু তুমি—আশ্চর্য!

ভরত। বৌমা। তোমার রজতের স্ত্রী।

বিকাশ। বৌমা! 'আমার' রজতের স্ত্রী! বড় ভাল বলেছ ভট্টাচার্য—বড় ভাল বলেছ। আমার রজতের স্ত্রী। কিন্তু বৌমার মুখটিও তো খুব চেনা-চেনা লাগছে।

ভরত। লাগবেই। কারণ বৌমা বাংলা ফিল্মের একজন নামকরা অভিনেত্রী।

বিকাশ। তাই নাকি! Good—very good. তাহ'লে তো আর সিনেমা দেখতে টিকিট লাগবে না—না কি বল বৌমা?

শেফালী। সিনেমা পরে—আগে মা।

উভয়ে। মা!

শেফালী। হ্যাঁ---মা। মা আপনাদের দু'জনকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে বললেন। ওখানেই চা দেওয়া হয়েছে।

ভরত। কেমন আছে তোমার মা?

শেফালী। ভাল। আর কোন ট্রাবল্ নেই; আসুন শীগ্‌গির। চা কিন্তু ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে কাকাবাবু। আসুন না ছাই--(বিকাশের হাত ধরে টানে)

বিকাশ। আরে বাবা! এ রকম মেয়ে তো দেখিনি! এ যে ধরে আনতে বললে বেঁধে নিয়ে যায় হে! ও ভট্টাচার্য! এস না হে।

ভরত। তোমরা যাও। আমি—মানে—ইয়ে--একটা কাজ—

শেফালী। আপনি মানে ইয়ে---চা খেয়ে সেই কাজটা করবেন। (আর এক হাতে ভরতকে ধ'রে) কাজ ঠাণ্ডা হবে না; চা কিন্তু ঠাণ্ডা হবে। আর ঠাণ্ডা চা মানে—মাগো বিশ্রী ব্যাপার। অবাধ্য ছেলে আর ঠাণ্ডা চা আমি একদম দু'চক্ষে দেখতে পারি না। [উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

—পলাশপুর। মহতাবউদ্দিনের বাড়ি।—

[অন্ধ সিরাজউদ্দিন অতি কষ্টে আসে। সে গায়—
'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়—ফিরে আয়।' চোখে তার
শ্রাবণের ধারা। গানের মধ্যেই আসেন সুনীল, ভবানী
ও সৈফুদ্দিন—গায়কের আবেগ-মাধুর্যে হতবাক।]

সুনীল। ইনি—

সৈফুদ্দিন। আমার চাচা। সিরাজউদ্দিন আমের।

ভবানী। উনি অন্ধ, মিঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু এমন দরদভরা গান বড় একটা শোনা যায় না।

সুনীল। সত্যিই তাই। উনি বোধহয় জহিরউদ্দিনের খবর শুনেই—

সৈফুদ্দিন। গাইছেন অশ্রুঝর ঐ করুণ গান।

সিরাজ। সৈ! কার সঙ্গে কথা বলছিস রে?

ভবানী। আমি, সিরাজ।

সিরাজ। কে---ভবানীবাবু? নমস্কার ভবানীবাবু!

ভবানী। নমস্কার! আমাদের সঙ্গে পলাশপুর থানার দারোগাবাবুও এসেছেন, সিরাজ। তোমার জুঁইএর মৃত্যুর তদন্ত করতে।

সিরাজ। ও---নমস্কার! নমস্কার দারোগাবাবু!

সুনীল। নমস্কার ভাই! (চাপাস্বরে) জুঁই!

সৈফুদ্দিন। চাচাজী আমাকে আদর ক'রে ডাকেন 'সৈ' বলে; আর—আর দাদাকে ডাকতেন 'জুঁই' নামে।

সিরাজ। সেই জুঁই আমার ঝরে গেছে দারোগাবাবু। সেই জুঁই আমার ঝরে গেছে!

সৈফুদ্দিন। না, ঝরে যায়নি—ঝরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সিরাজ। কিন্তু কেন? সে তো কারও কোন ক্ষতি করেনি। তবে কেন তাকে বাঁচতে দিল না পৃথিবী?

সুনীল। সেইটাই তো আমাদের খুঁজে বার করতে হবে সিরাজউদ্দিন!

সিরাজ। কিন্তু যে গেল তাকে তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না দারোগা সাহেব! আর তো সে কোন দিন আসবে না—আর তো সে কোন দিন আবৃত্তি ক'রে শোনাবে না—ঐখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে—ত্রিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

সৈফুদ্দিন। চাচাজী! চল, মসজিদে চল—চল—

সিরাজ। চল। দারোগাবাবুর তদন্তের অসুবিধা হবে আমি থাকলে।

সুনীল। না-না, অসুবিধা কেন? কিন্তু আপনার দাদা মহতাবউদ্দিন সাহেব কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না।

সিরাজ। সে মসজিদে গেছে নমাজ পড়তে।

সুনীল। নমাজ?

সিরাজ। হ্যাঁ; জুঁইকে দেখতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে যে। জুঁই—আমায় জুঁই রে—(ডুকরে কেঁদে ওঠে)

ভবানী। সিরাজ!

সৈফুদ্দিন। চাচা! চাচাজী!

সিরাজ। ফিরে আয়—শূন্য এ বুকে—পাখি মোর ফিরে আয়। (গাইতে থাকে অশ্রুভেজা কণ্ঠে। ভবানী ইশারা করে সৈফুদ্দিনকে—ওকে নিয়ে যাবার জন্য। সিরাজকে ধরে সৈফুদ্দিন ধীরে ধীরে চলে যায়। সিরাজের কণ্ঠে সেই গান। সুনীলবাবু চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মোছেন।)

ভবানী। মিঃ চ্যাটার্জী!

সুনীল। ভবানীবাবু! স্থান কাল পাত্রে গান যে কতখানি মর্মস্পর্শী হ'তে পারে, এইটাই তার প্রমাণ। নয় কি?

ভবানী। সত্যিই তাই। আর সিরাজের গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত নজরুল-সঙ্গীত অতুলপ্রসাদ আধুনিক আমার এত ভাল লাগে যে আমি আপনাকে ঠিক ভাষায় বোঝাতে পারব না।

সুনীল। জীবনে অনেক কিছু আছে ভবানীবাবু—যা ভাষায় বা দেখিয়ে বোঝানো যায় না—যা বুঝতে হয় অনুভূতি দিয়ে। যেমন আমি বুঝতে পারছি না ছেলের মোচড়ানো মৃতদেহটা দেখে এসেও বাপ কেমন ক'রে নমাজ পড়তে পারে।

মহতাবউদ্দিনের প্রবেশ।

মহতাব। নমাজ পড়ে আমি ফিরে এসেছি, দারোগাবাবু। নমস্কার!

সুনীল। নমস্কার!

মহতাব। নমস্কার ভবানীবাবু!

ভবানী। নমস্কার!

সুনীল। আপনিই—

মহতাব। মহতাবউদ্দিন আমেদ। আমার ফিরতে একটু দেরি হ'য়ে গেল। অপরাধ নেবেন না। আপনারা এত শীগ্‌গির আসবেন জানলে—

সুনীল। না-না, আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন আমেদ সাহেব? এতে এত বিব্রত হবার কি আছে?

মহতাব। পাব না লজ্জা? হব না বিব্রত? কত বড় ভাগ্য আমাদের যে আপনাদের মত লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে আমার ভাঙা ঘরের উঠোনে। আপনারা অতিথি—মেহমান।

ভবানী। কিন্তু অতিথি হয়ে তো আমরা আসিনি, আমেদ ভাই। আমি এসেছি ওনাকে পথ দেখিয়ে, আর উনি এসেছেন ওনার কর্তব্য করতে। উনি পুলিশের লোক।

মহতাব। সেও তো আমাদেরই লোক—আমাদেরই সেবক, ভবানীবাবু। আজ

আমার জহির নেই। সে যদি থাকতো—দেখতেন আপনাদের নিয়ে সে কি করত, কোথায় বসাত, কি খাওয়াত—এই নিয়ে কতখানি বিব্রত হয়ে পড়ত।

সুনীল। আমার কথা বাদ দিন। কিন্তু ভবানীবাবু—ভবানীবাবুকে নিয়েও আপনার ছেলে অতখানি কি ব্যস্ত হ'তে পারত? আপনি কি বলেন ভবানীবাবু?

ভবানী। একথা বলছেন কেন? জহিরউদ্দিন আমার বিপক্ষ রজতের দলের ছেলে বলে?

সুনীল। নিশ্চয়ই। আপনারা সরকারবিরোধী।

মহতাব। দারোগাবাবু! আমার জহিরের কাছে কোন পক্ষ বিপক্ষ ছিল না। তবে হ্যাঁ, সেটা আছে সৈফুদ্দিনের মধ্যে। যা নিয়ে ওদের দু'ভায়ের খিটিমিটির শেষ ছিল না। আমাদের বংশের ছেলে হয়ে এটা যে কেন এমন হ'ল খোদাই জানেন।

সুনীল। ভবানীবাবু!

ভবানী। সত্যিই তাই মিঃ চ্যাটার্জী! জহিরউদ্দিন ছিল দল এবং দলাদলির বাইরে। আপনি হয়তো ভাবছেন এটা political murder; আমারই দলের কোন ছেলে—

সুনীল। Exactly so.

ভবানী। No—never, জহিরের কোন শত্রু ছিল না।

সুনীল। তাহলে তাকে এমন নৃশংসভাবে খুন করল কে?

ভবানী। That should be investigated; সেইটাই পুলিশকে খুঁজে বার করতে হবে।

সুনীল। কিন্তু জহির যে রজতবাবুর দলের হয়ে কাজ করত, এটা তো ঠিক। সুতরাং রজতবাবুর দলের নীতি—

মহতাব। না, কোন দলের নীতি নিয়ে সে চলত না দারোগাবাবু। তার একটাই নীতি—একটাই ইচ্ছা ছিল—সে বড় হবে, সে চাকরি করবে, সে আমাদের দুঃখের সংসারকে সুখের করে তুলবে।

সুনীল। দয়া করে আরও একটু clearly যদি বলেন—

মহতাব। দারোগাবাবু, পলাশপুরের এই অভয়া আরোগ্য নিকেতনের এই কম্পাউণ্ডারীর চাকরিটা আমি প্রতাপবাবু আর রজতবাবুর দয়াতেই পেয়েছি। রজতবাবু বলেছিলেন তিনি জহিরেরও কোলকাতায় একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। তাই রজতবাবু কখনও কখনও এদিকে এলেই জহির তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করত। অন্য কিছু নয়।

সুনীল। ভবানীবাবু!

ভবানী। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। এই নিয়ে রজতের সঙ্গে আমার কিছু কথা-বার্তাও হয়েছিল।

সুনীল। বলেন কি! রজতবাবুর সঙ্গে তো আপনার---যাকে বলে সাপে-নেউলে ব্যাপার।

ভবানী। সেটা নীতির ক্ষেত্রে মিঃ চ্যাটার্জী, অন্য ক্ষেত্রে নয়। তা ছাড়া আপনি জানেন না—কোলকাতায় রজতের বাড়িতে থেকে ঐ রজতের সঙ্গে একই কলেজে আমি পড়াশোনা করেছি।

সুনীল। তাই নাকি?

ভবানী। হ্যাঁ—তাই। কাকাবাবু—মানে রজতের বাবা ভরতবাবু আর কাকীমা অর্থাৎ রজতের মা প্রভাদেবী আমাকে ঠিক ছেলের মতই ভাল-বাসেন। এই তো আপনাকে ফোন করার পরেই, কোলকাতায় কাকাবাবুর সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে এ সম্বন্ধে তাঁকেও সব জানিয়েছি।

সুনীল। I see! আপনি last কতদিন আগে কোলকাতায় ওনাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

ভবানী। হ্যাঁ, তা হয়ে গেল বৈকি—প্রায় বছর দুয়েক।

সুনীল। কেন ?

ভবানী। মানে সময়ও পাই না ; আর তা ছাড়া ওদের Factory-র ইউ-নিয়নের ব্যাপারে আমি জড়িত। তাই ওদের—মানে, মালিক পক্ষের বাড়িতে যাওয়াটাও ঠিক আর উচিত নয়। এই আর কি !

সুনীল। O. K. আচ্ছা আমেদ সাহেব !

মহতাব। আজ্ঞে—

সুনীল। একটা কথা—

মহতাব। কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ আছে।

সুনীল। বলুন।

মহতাব। দয়া করে আমাকে সাহেব বলে লজ্জা দেবেন না।

সুনীল। কেন ?

মহতাব। দেখুন—আমি গোলাম হয়েই আপনাদের পাশে থাকতে চাই, সাহেব হয়ে দূরে সরে থাকতে চাই না। আমাকে আপনাদের ভাই বলেই ডাকবেন।

সুনীল। বাঃ ! সুন্দর বলেছেন। আচ্ছা আমেদ ভাই, আপনি তো বলছেন জহিরের কোন শত্রু ছিল না ?

মহতাব। আজ্ঞে না।

সুনীল। আপনার কোন শত্রু-টত্রু—

মহতাব। হুজুর ! জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করিনি। তা ছাড়া আমি কম্পাউণ্ডার। শত্রু-মিত্র, হিন্দু-মুসলমান, সরকারী-বেসরকারী যে দলই হোক না কেন—যে রোগী সে রোগী। আমার যতখানি সম্ভব তাদের সেবা করি। আমার কেন শত্রু থাকবে হুজুর ?

সুনীল। হুঁ ! এখানে আপনি কতদিন আছেন ?

মহতাব। তা হ'ল বছর পাঁচ-ছয়।

সুনীল। এর আগে কোথায় থাকতেন ?

মহতাব। বাংলাদেশে।

সুনীল। বাংলাদেশে! আপনি কি ওখানকারই বাসিন্দা?

মহতাব। না হুজুর। আমরা ছিলুম কোলকাতার বাসিন্দা। ১৯৪৭-এর Riot-এর সময় আমার বাবাকে হারিয়ে আমার মা আমাদের নিয়ে চলে যান পূর্ব পাকিস্তানে শান্তির আশায়। তখন আমি খুব ছোট।

সুনীল। তারপর?

মহতাব। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় আমার মাকে হারিয়ে হারানো শান্তির খোঁজে—বৌ দাদা আর ছেলেদের নিয়ে আবার পালিয়ে আসি ওপার পদ্মা ছেড়ে এপার গঙ্গার বুকে। কিন্তু—

সুনীল। কিন্তু?

মহতাব। যে ভয়ে আমার এই পালিয়ে আসা তার কিছুই আমি রক্ষে করতে পারিনি হুজুর। সব—সব গেছে—সব গেল।

উভয়ে। কি—কি গেছে ভাই?

মহতাব। আসার পথে—বোমের ঘায়ে ভায়ের গেছে চোখ—সর্বাঙ্গে পেয়েছে আঘাত। শাহী ফৌজের হাতে স্ত্রীর গেছে ইজ্জত—জাতভায়ের কাছেই সে পেয়েছে চরম অপমান।

উভয়ে। আমেদ ভাই!

মহতাব। পথেই চেয়েছিল সে আত্মহত্যা করতে। পারেনি সে আমারই জন্যে। চোখে চোখে রাখতুম সব সময়ে। কিন্তু এখানে এসেই—সুযোগ পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল সে। ঐ তার কবর। ঐ যে যার ওপর চুপচাপ বসে আছে আমার হতভাগ্য ভাই সিরাজ। ঐ কবরের পাশেই কবর দেব জহিরকে—মর্গ থেকে ফিরে পাবার পর।

সুনীল। সিরাজের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে আমেদ ভাই। বড় সুন্দর ওর গলা।

মহতাব। হুজুর! সিরাজ ছিল ঢাকা রেডিওর একজন নামকরা কণ্ঠশিল্পী। কিন্তু আজ—

সুনীল। ওকথা থাক আমেদ ভাই। এখন জহির সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করব।

মহতাব। কিন্তু এখন তো আর সময় হবে না হুজুর! অমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি বরং সন্ধ্যে বেলায় থানায় যাব।

ভবানী। কেন? কোথাও যেতে হবে নাকি?

মহতাব। হ্যাঁ, হাসপাতালে—মানে অভয়া আরোগ্য নিকেতনে।

উভয়ে। সেকি!

মহতাব। হ্যাঁ হুজুর! ডাক্তারবাবু খবর পাঠিয়েছেন তাঁর শরীর খারাপ—তিনি আজ হাসপাতালে আসবেন না। রোগীরা এসে হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকবে। আমি না গেলে ওরা যে ওষুধ পাবে না।

ভবানী। কিন্তু তাই ব'লে—এই মনের অবস্থা নিয়ে আপনি গিয়ে হাসপাতাল খুলবেন আমেদ ভাই?

মহতাব। কি করব? ওরা যে বড় গরীব। আমার জহিরের মত—জহিরের মায়ের মত ওদেরও যে কত আপনার জন এক ফোঁটা ওষুধের জন্যে পথ চেয়ে আছে আমাদের।

উভয়ে। আমেদ ভাই!

মহতাব। তা ছাড়া হুজুর, আমার জহির তো আজ আর ফিরবে না। চেরাই ঘর থেকে চেরাই হয়ে তার ফিরতে তো সেই কাল। তারপর তো তাকে কবরে শোয়ানো। (কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত। সুনীলবাবু এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে হাত রাখেন।)

সুনীল। আমেদ ভাই! আপনার এত কর্তব্যজ্ঞান। তবু এত ভেঙে পড়ছেন কেন?

ভবানী। (কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে) সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই ভাই। তবুও বলছি, শান্ত হতে হবে—ধৈর্য ধরতে হবে। কোরাণ কি বলে জানি না, কিন্তু আমাদের গীতায় বলে—

মহতাব। দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

উভয়ে। আমেদ ভাই!

মহতাব। বা, 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানী দেহী।

—জানি ভবানীবাবু, জানি, কিন্তু মন যে মানে না সব সময়।

স্থনীল। আমেদ ভাই! এত আপনার জ্ঞান—এত আপনার পড়াশোনা! যান ভাই, আপনাকে আর আটকাব না। সময়মত আপনি থানায় আসবেন। তা হলেই হবে। ভাল কথা। সৈফুদ্দিন—সৈফুদ্দিন কোথায়?

মহতাব। হুজুর, অপরাধ নেবেন না। তাকে দু'টো ডাব আনতে বলেছি।

উভয়ে। ডাব?

মহতাব। হাঁ৷ ভবানীবাবু। আপনারা হিন্দু, হুজুর—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—আমি মুসলমান। তাই দু'টো সামান্য ডাব যদি দয়া করে সেবা করেন—আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

স্থনীল। আমেদ ভাই! যে সাহেব হয়ে দূরে না থেকে—গোলাম হয়ে কাছে থাকতে চায়, সে মুসলমান সেজে হিন্দুদের এমন দূরে সরিয়ে রাখবে কেন?

মহতাব। হুজুর!

স্থনীল। না, হুজুর নয়—দারোগা সাহেব নয়—ভাই। তুমি আমার ভাই—ভবানীবাবু আমার ভাই—আমিও তোমাদের ভাই। মুসলমানের ছোঁয়া খেলে হিন্দুর জাত যাবে—হিন্দুর ছোঁয়ায় মুসলমানের দোজাক হবে, সে হিন্দু সে মুসলমান মরে গেছে। আজ যারা আছে—তারা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, তারা মানুষ, ভাই—তারা শুধু ভাই।

দ্রুত বিশ্বনাথের প্রবেশ।

বিশ্ব। আমেদ ভাই! আমেদ ভাই!!

মহতাব। কি হয়েছে ভাই?

বিশ্ব। আমার সর্বনাশ হয়েছে ভাই! এখুনি আপনাকে আমার ওখানে যেতে হবে।

মহতাব। অসুখটা কি? কার?

বিশ্ব। মরালীর।

ভবানী। সেকি! মানে—প্রফেসার সেনের Lady assistant হয়ে যিনি ক'দিন খেলা দেখাচ্ছিলেন আমাদের?

বিশ্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

সকলে। কিন্তু অসুখটা কি?

বিশ্ব। মানে—মানে—মানে—ঐ গিয়ে মেয়েদের ব্যাপার আর কি।

মহতাব। কিন্তু ঠিক খুলে না বললে আমি যে তোমার বাড়িতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাব ভাই।

বিশ্ব। মানে—

সুনীল। ঠিক আছে। ও আমাদের সামনে বলতে লজ্জা পাচ্ছে, আমেদ ভাই। আমরা এখন চলে যাচ্ছি। সন্ধ্যের পর কিন্তু থানায় একবার আসা চাই। কেমন? আসুন ভবানীবাবু।

ভবানী। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

মহতাব। মরালী তোমার কে?

বিশ্ব। আমার? মানে—বোন।

মহতাব। ও! কি হয়েছে তার?

বিশ্ব। মরালী বিষ খেয়েছে।

মহতাব। এঁ্যা---সেকি! তাহলে তো এ পুলিশ কেস।

বিশ্ব। সেই জন্যই তো দারোগাবাবুকে দেখে চেপে গেলুম।

মহতাব। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গেলে না কেন?

বিশ্ব। হাসপাতালে নিয়ে যেতে-যেতেই যদি শেষ হয়ে যায়?

মহতাব। কিন্তু আমি কি পারব? তা ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে না কেন?

বিশ্ব। ডাক্তারবাবুর জন্যই হাসপাতালে ছুটে এসেছিলুম। কিন্তু শুনলাম ডাক্তারবাবু আজ হাসপাতালে আসবেন না—তাঁর শরীর খারাপ; তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি ভাই।

মহতাব। তোমার বাড়ি কতদূর?

বিশ্ব। পশ্চিম পাড়াতে।

মহতাব। সে তো অনেকটা পথ।

বিশ্ব। কোন ভাবনা নেই। আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাবো বলে আমার গাড়িটা নিয়ে এসেছি।

মহতাব। গাড়ি! তোমার!

বিশ্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ, সাইকেল রিক্সা। আমি রিক্সাওয়ালা বিশ্বনাথ। চলুন আমেদ ভাই, আর দেরি করবেন না। তাহলে হয়তো—

মহতাব। চল। হ্যাঁ, কি বিষ খেয়েছে জান?

বিশ্ব। আফিন।

মহতাব। আফিন? আচ্ছা চল, দেখি কতদূর কি করতে পারি। তবে একবার হাসপাতাল হয়ে যেতে হবে।

বিশ্ব। হাসপাতাল?

মহতাব। হ্যাঁ, কিছু যন্ত্রপাতি আর ওষুধপত্তর তো নিতে হবে ভাই।

বিশ্ব। ঠিক আছে। আমি আপনাকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাব। আসুন।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

—পলাশপুর থানা—

রঞ্জন ও শ্রীপতির প্রবেশ।

রঞ্জন। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যেত।

শ্রীপতি। ত-ত-তবে আর বলছি কি হুজুর! আমার ঠাকুমা নিজের মুখে বলেছে।

রঞ্জন। তোমার ঠাকুমা তো নিজের মুখে বলেছে; কিন্তু তোমার ঠাকুমা কি নিজের চোখে দেখেছে—ঐ কি যেন নাম বললে ডাইনীটার?

শ্রীপতি। আজ্ঞে—ট-ট-টগরের মা।

রঞ্জন। হ্যাঁ, টগরের মা। টগরের মা যে একটা জলজ্যান্ত গাছকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে কামরূপ-কামাখ্যায় রাতারাতি যেত আর আসত—সেটা কি তোমার ঠাকুমা নিজের চোখে দেখেছে?

শ্রীপতি। আজ্ঞে না, ঠা-ঠা-ঠাকুমা শুনেছে।

রঞ্জন। (ভেঙাইয়া) কা-কা-কার কাছ থেকে?

শ্রীপতি। আজ্ঞে—ঠাকুমার মা-মায়ের কাছ থেকে।

রঞ্জন। বুঝেছি।

শ্রীপতি। আ-আজ্ঞে?

রঞ্জন। গাঁজা।

শ্রীপতি। গাঁ-গাঁজা?

রঞ্জন। হ্যাঁ—বিলকুল গাঁজা। তোমার ঠাকুমা দেখেনি—শুনেছে। কার কাছ থেকে? না—তার মায়ের কাছ থেকে। আবার, তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারতে—সেও নিজের চোখে দেখেনি—শুনেছে। কার কাছ থেকে? না—তার মা বা ঠাকুমার কাছ থেকে। যত সব!

শ্রীপতি। আপনি বি-বিশ্বাস করছেন না?

রঞ্জন। কি করে বিশ্বাস করব? আরে বাবা, যে যুগে মানুষ চাঁদে যাচ্ছে—মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে—সে যুগে বসে কি করে বিশ্বাস করা যায় যে টগরের মা নামে এক ডাইনী গাছ চালানি ক'রে 'কাঁউর কামিখ্যে' যাতায়াত করত?

শ্রীপতি। তাহলে এই মা-মা-মামীর ব্যাপারটা? মামী কি করে পালালো? এ তো আপনার নিজের চোখে দে-দেখা হুজুর!

রঞ্জন। মামী নয়—ম্যামী। সেইটাই রহস্য—সেইটাই মিষ্ট্রি।

শ্রীপতি। ত-তবে? মামীই হোক—আর ম্যামীই হোক—মড়া তো বটে।

রঞ্জন। শুধু মড়া নয়—কয়েক হাজার বছর আগে মরা।

শ্রীপতি। তাহলেই ব-বলুন হুজুর। মানে, ব্যাপারটা কি জানেন?

রঞ্জন। কি?

শ্রীপতি। দা-দানো।

রঞ্জন। দানো?

শ্রীপতি। আ-আজ্ঞে। মড়া যখন বাঁচে—তখন তাকে দা-দানোয় পাওয়া বলে। আর সে—সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার।

রঞ্জন। বিচ্ছিরি ব্যাপার?

শ্রীপতি। যেমন চলছে আজ ক-ক'দিন ধরে ঐ ভূতের বাড়িতে।

রঞ্জন। তা অবশ্য ঠিক।

শ্রীপতি। তবেই বলুন—আমাদের ঐ ব-বড়বাবু—ভ-ভবানীবাবুও তো কম সাহসী নন। ওঁ-ওঁরাও কি একটা রাত থাকতে পারলেন ঐ হা-হানা বাড়িতে? পা-পালিয়ে আসতে পথ পেলেন না।

রঞ্জন। আরে না-না, ওসব কিছু না। মানে—কি জান—শুধু সাহস নয়, বুদ্ধি। বুদ্ধি চাই। আমি যদি সেদিন রাত্রে ওখানে থাকতুম—

শ্রীপতি। প্যা-প্যান্ট নোংরা করে ফেলতেন।

রঞ্জন। কি—এত বড় কথা! জান, আমি এই পুলিশ লাইনে—

শ্রীপতি। দু'-দু'বছর এসেছেন। কিন্তু বড়বাবু আছেন ত্রি-ত্রিশ বছর। তিনি-ই ঘোল খেয়ে যাচ্ছেন আর আপনি।

রঞ্জন। আরে না-না—সেকথা নয়। আমি ঠিক মানে Scientific wayতে—মানে—আমি কিরিটী রায়—

শ্রীপতি। আরে আপনি কি-কিরিটী রায় হবেন কেন? আপনি তো রঞ্জনবাবু। রঞ্জন রক্ষিত।

রঞ্জন। ওঃ—তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই আমার ঝকমারি! কথাই বা কইবো কার কাছে? সবাই শুধু বলবে, শুনবে না কেউ। আরে বাবা! আমি কিরিটী রায় নই। মানে---কিরিটী রায়—ব্যোমকেশ বক্সী—রবার্ট ব্লেক—শার্লক হোমস যেমনভাবে গোয়েন্দাগিরি করতেন সেই-ভাবে বুদ্ধি দিয়ে এই caseটা investigate করতে চাই আর কি।

শ্রীপতি। ও—আপনি ডি-ডি-টেকটিভদের কথা বলছেন—বুঝেছি।

রঞ্জন। বুঝেছ? তবে তো তুমি পড়েছ—পড়েছ ও সমস্ত বই।

শ্রীপতি। খু-খুব। এই দেখুন না আমার কা-কান দুটোর অবস্থা।

রঞ্জন। ডিটেক্‌টিভ বইএর সঙ্গে কানের কি সম্বন্ধ?

শ্রীপতি। আজ্ঞে খু-খুব ঘনিষ্ঠ।

রঞ্জন। কি রকম?

শ্রীপতি। মা-মানে ছেলেবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে স্কুলের পড়া না করে ও-গুলো খু-খুব পড়তুম। তাই মা বাবা য-যখনই জানতে পারতেন—

রঞ্জন। কান ম'লে শাসন করতেন।

শ্রীপতি। আ-আজ্ঞে।

রঞ্জন। অন্যায়—খুব অন্যায়। আরে বাবা, কোন ছেলের মধ্যে কি লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে? কে বলতে পারে সেই ছেলেটাই একদিন—যাক ওকথা। শ্রীপতি!

শ্রীপতি। হুজুর !

রঞ্জন। তুমি আমাকে সাহায্য করবে ? যদি এই রহস্যটা আমি গোয়েন্দাগিরির সাহায্যে সমাধানের চেষ্টা করি ?

শ্রীপতি। নি-নিশ্চয়।

রঞ্জন। ভয় পাবে না তো ?

শ্রীপতি। আজ্ঞে না—আমি ভী-ভীতু নই।

রঞ্জন। আমিও নই। আচ্ছা মনে কর, তুমি ম্যমী।

শ্রীপতি। এ্যাঁ! না, আমি মামী—মানে---ম্য-ম্যমী নই—শ্রী-শ্রী-শ্রীপতি।

রঞ্জন। আঃ! তোমাকে Assistant করে কি করে কাজ করব বল দেখি ? এত ভয় পেলে চলে ? আচ্ছা ঠিক আছে। মনে কর, আমিই ম্যমী।

শ্রীপতি। আজ্ঞে—সে-সেই ভাল।

রঞ্জন। তুমি ঘুমাচ্ছ।

শ্রীপতি। ঘু-ঘুমাচ্ছি কোথায় ? আমি তো দাঁ-দাঁড়িয়ে।

রঞ্জন। না, দাঁড়িয়ে নয়। ব'স—ব'স এই চেয়ারটায়। হ্যাঁ, মনে কর, তুমি ঘুমাচ্ছ। বোজ—চোখ বোজ।

শ্রীপতি। বেশ—বুজছি।

রঞ্জন। ম্যমী এগুচ্ছে। (শ্রীপতির দিকে এগোয়)

শ্রীপতি। (ভয়ে ভয়ে) কোন দিকে ?

রঞ্জন। তোমার দিকে। আঃ—কথা ব'ল না। তুমি যে ঘুমাচ্ছ। ম্যমীর হাত উঠেছে।

শ্রীপতি। কেন ?

রঞ্জন। তোমাকে গলা টিপে খতম করতে।

শ্রীপতি। এ্যাঁ!

[কিছুক্ষণ আগে ওদের অলক্ষ্যে প্রবেশ ক'রে হাসিমুখে সুনীলবাবু ওদের ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন। যেই রঞ্জন শ্রীপতির কাছে এগিয়ে গেছে

গলা টেপার ভঙ্গিতে—অমনি স্নীলবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে তার কোণ পাকিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁছলেন।]

স্নীল। হ্যাঁচ্ছো!

(দারুণ চমকে চেয়ার সমেত শ্রীপতি ও রঞ্জন ছিটকে পড়ে দুদিকে। শ্রীপতি লজ্জায় জিভ কেটে ছুটে পালায়। রঞ্জন লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে।)

স্নীল। (হাসতে হাসতে) কি হ'ল? ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট একেবারে fell down. Good. গোয়েন্দাদের ঠিক এই রকম সাহসেরই দরকার। না কি বল হে ছোকরা?

রঞ্জন। মানে স্যার, আমি—

স্নীল। শার্লক হোমস্ না রবার্ট ব্লেক?

রঞ্জন। না না, আমি—

স্নীল। কিরীটী রায় না ব্যোমকেশ বক্সী? কোনটা হে? ভাল—ভাল, এ্যামবিশন্ থাকা খুবই ভাল। কিন্তু লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়।

রঞ্জন। না স্যার, লজ্জা আমার নেই, তবে—

স্নীল। একটু লাজুক।

রঞ্জন। হেঃ হেঃ হেঃ—না, মানে—ভয়ও আমি পাই না। তবে একটু—

স্নীল। উঁহুঁ হুঁ; একটু নয়—বেশ ভীতু।

রঞ্জন। হেঃ-হেঃ-হেঃ! আর ঘৃণা তো আমি কাউকে করি না স্যার।

স্নীল। কর না?

রঞ্জন। না।

স্নীল। তাহলে জহিরউদ্দিন আমেদের dead bodyটা touch করতে পারলে না কেন?

রঞ্জন। স্যার, সত্যি কথা বলতে কি—অমন বীভৎস মৃতদেহ আমি জীবনে দেখিনি।

সুনীল। তুমি তো কালকের ছেলে হে! এতদিন এ লাইনে আছি—আমিই কি দেখেছি? কিন্তু কি করব! পুলিশের কর্তব্য তো করতে হবে।

রঞ্জন। পোস্ট মর্টমের report তো আজ পাবার কথা ছিল স্যার। পেয়েছেন?

সুনীল। হ্যাঁ। এই যে—(ফাইল থেকে কাগজ বার করেন)

রঞ্জন। কি লিখেছে ময়না তদন্তে?

সুনীল। প্রথমে গলা টিপে খুন করে—তারপর ঐভাবে ঘাড়টা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ওদের হিসেবমত—সেই দিন রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে।

রঞ্জন। রাত একটা থেকে দুটো?

সুনীল। রাত একটা থেকে দুটো। এই সময়টার মধ্যে কে কোথায় ছিল—সেই অঙ্কটাই আমাদের আগে করতে হবে। আর জহিরকে খুন করে কে লাভবান হবে এবং কি ভাবে হবে—সেটাও আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

রঞ্জন। আপনি তো বলছেন এটা political murder নয়।

সুনীল। আমি নয় রঞ্জন, বলছে environments—পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বলছে জহিরের বাবা—আমেদ ভায়ের সাক্ষ্য—সৈফুদ্দিন-ভবানীবাবুর জবানবন্দী আর ডাক্তার প্রতাপ রায়ের পুত্রবধূ সবিতাদেবীর statement.

রঞ্জন। সে তো আমিও জানি স্যার!

সুনীল। তুমিও জান—আমিও জানি। কিন্তু অজানা যেটা সেটা কেউ-ই জানি না—এবং সেটাই আমাদের জানতে হবে। Well! সবিতাদেবীর জবানবন্দীর এই যে জায়গাটায় লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে রেখেছি—এটা একবার বেশ হেঁকে-হেঁকে থেমে-থেমে পড় তো। মগজে নতুন কিছু স্ক্রু ঢোকে কি না দেখি। (সিগারেট ধরান) হ্যাঁ, Start—

রঞ্জন। (পড়ে) যাত্রা হচ্ছিল কুমুদপুরে। যাত্রা থিয়েটার সিনেমা সবেতেই আমার সমান ঝোঁক। কদিন ইচ্ছা থাকলেও যাইনি। কারণ আমাদের পলাশপুরে প্রফেসার সেনের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী হচ্ছিল; বাবা—মানে,

আমার শ্বশুর মশাই তার উদ্যোক্তা, তাই এখানেই ক'দিন ম্যাজিক দেখ-ছিলুম। হ্যাঁ—ম্যাজিক ভালই হচ্ছিল। গতকাল 'জীবন্ত মমীর খেলার' attraction থাকলেও আমি ম্যাজিক দেখতে যাইনি। কারণ ঐদিনই কুমুদপুরে ছিল "নটী বিনোদিনী"। খুব আগ্রহ ছিল বইটা দেখবার। তাই বাবার মত নিয়ে গিয়েছিলুম কুমুদপুর।…হ্যাঁ, জহিরকে আমি চিনি। জহিরও গিয়েছিল যাত্রা শুনতে। আমি তাকে pandelএ দেখেছি।…হ্যাঁ—ও খুবই ভাল ছেলে। যাত্রা ভালই হচ্ছিল। কিন্তু শেষের দুটো দৃশ্যের আগে মাইক ঠিক sound catch করছিল না। তাই একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। সেই সময়েই জহির চলে আসে।…হ্যাঁ, আমার খুব ভাল মনে আছে। ওর দিকে আমার চোখ পড়তে, ও আমাকে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলে—আমি চলে যাচ্ছি বৌদি। সত্যিই যে ও এইভাবে চলে যাবে তা যদি তখন বুঝতে পারতুম! যদি আমিও ওর সঙ্গে চলে আসতুম তাহলে—

সুনীল। Stop! জহির আগে বেরিয়ে আসে—ফিরতে পারেনি বা বলতে পার, চলে গেছে আগেই—চিরদিনের মত।

রঞ্জন। কিন্তু কেন সে আগে ফিরতে পারেনি?

সুনীল। তার কারণ কুমুদপুর যাওয়ার পথেই ওর সাইকেলের টায়ারটা বাষ্ট হয়। তাই সাইকেলটা ওখানেই একটা সাইকেলের দোকানে সারাতে দেয়। কিন্তু পায়নি সেদিন সাইকেলটা। তাই ও ফেরে আর একটি ছেলের সাইকেলের পিছনে বসে। সেই ছেলেটির নাম—দেখি ফাইলটা। হ্যাঁ, এই যে সনৎ মান্না। বাড়ি পাশের গ্রাম গঙ্গাডাঙ্গা। সেও চলে আসে ওর সঙ্গে। সনৎ জহিরকে নামিয়ে দেয় এক মাইল দূরে গঙ্গাডাঙ্গার মোড়ে। তার পরের খবর সনৎ জানে না। পলাশপুর থেকে কুমুদপুর সবিতাদেবী গেলেনই বা কিসে আর ফিরলেনই বা কিসে?

বিশ্বনাথের প্রবেশ।

বিশ্ব। আজ্ঞে আমার রিক্সায় হুজুর!

সুনীল। আপনি?

বিশ্ব। আজ্ঞে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বাড়ি পশ্চিমপাড়া। তবে আমাকে 'আপনি' বলবেন না, হুজুর। আমি আপনার ছেলের মত।

সুনীল। ও—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেদিন তুমিই না আমেদ সাহেবকে ডাকতে এসেছিলে—তোমার কার যেন অসুখের জন্য?

বিশ্ব। হ্যাঁ; আমার বোন মরালীর জন্য।

রঞ্জন। মরালী? কোন মরালী?

বিশ্ব। আজ্ঞে যে ক'দিন বুড়ো সেন সাহেবের সঙ্গে আপনাদের ম্যাজিক দেখাচ্ছিল।

সুনীল। আরে তাই নাকি? ওহে রঞ্জন, এদিকটা তো ভাবিনি। মেয়েটির একটা জবানবন্দী নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়; যদি কিছু সূত্র মেলে। তা বিশ্বনাথ—

বিশ্ব। বাবু!

সুনীল। কেমন আছে মরালী?

বিশ্ব। আজ্ঞে ভালো; কিন্তু মরালী তো এখানে নেই, হুজুর।

সুনীল। সেকি, কোথায় আবার গেল সে?

বিশ্ব। আজ্ঞে রজতবাবুর কাছে। ভবানীবাবুই ঠিকানাটা দিলেন।

সুনীল। তা হঠাৎ রজতবাবুর কাছে কেন?

বিশ্ব। এই একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা উনি যদি দয়া করে করে দেন সেই আশায়। এভাবে তো আর চলছে না। আমার শরীরও ভালো নয়। মহাজনের সাইকেল রিক্সা চালাই। যা পাই—তার অর্ধেক তো তাঁকেই দিতে হয়।

সুনীল। তবে যে তুমি বললে তোমার বোন যাদুকর সময় সেনের Assistant ?

রঞ্জন। না স্যার। এই show-টার জন্যই অশোকবাবু মরালীকে recruit করে—তালিম-তুলিম দিয়ে ঠিক করে নিয়েছিল। তা ছাড়া প্রফেসার সেন তো invalid—ম্যাজিক শো উনি বন্ধই করে দিয়েছেন। শুধু ঐ অশোকবাবুই ওনার কাছে থাকেন—যাদুবিদ্যা শেখার জন্য।

সুনীল। হ্যাঁ ; অশোক তার statementএ সেকথা বলেছে। কিন্তু তবুও—যাক। বিশ্বনাথ, মরালী কি তাহলে আর কিছু কাজ করে ?

বিশ্ব। কি করবে হুজুর! লেখাপড়া তেমন জানে না—বয়সটাও সুবিধের নয়।

সুনীল। হুঁ! আশোকবাবু তো বাইরের লোক—তার সঙ্গে মরালীর আলাপ হ'ল কি ক'রে ?

বিশ্ব। আজ্ঞে এই পলাশপুরে বছর খানেক আগে সেই যে এগজিবিশান্‌টা হয়েছিল—তাতে মেয়েদের একটা স্টলে মরালী ক'দিন কাজ পেয়েছিল। সেইখানেই আশোকবাবুর সঙ্গে ওর আলাপ হয়।

সুনীল। আশোকবাবুর তোমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া আছে ?

বিশ্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ, সময় পেলেই উনি যান। রঞ্জনবাবুও যান।

সুনীল। তা ট্রেনিংএর জন্য মরালীকেও তো মাঝেমধ্যে ঐ হানাবাড়িটায় প্রফেসার সেনের কাছে আসা-যাওয়া করতে হ'ত ?

বিশ্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুনীল। হুঁ! তোমার ছেলেপুলে ক'টি ?

বিশ্ব। (সলজ্জভাবে) আমি বিয়ে করিনি হুজুর।

সুনীল। কেন ?

বিশ্ব। নিজেরা তো দুঃখের আগুনে জলছিই ; তার মধ্যে অপরকে টেনে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি ? (কথার মধ্যে মাঝে মাঝে সুনীলবাবু ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে রঞ্জনের দিকে তাকান)

সুনীল। তোমার কথাবার্তা তো বেশ ভালো। লেখাপড়া কতদূর করেছ? বল—লজ্জার কি আছে?

বিশ্ব। হুজুর, আমি এবার প্রাইভেটে পি-ইউ দিয়েছি।

সুনীল। এঁ্যা! বল কি হে! তুমি যে আমাকে তাজ্জব করলে! কখন পড়াশোনা কর?

বিশ্ব। আজ্ঞে কাজের পর রাত্তিরে।

সুনীল। কোন চাকরি-বাকরি—

বিশ্ব। না পেয়েই তো এই লাইন ধরেছি। লাইনটা ভালো—খারাপ নয়। কারও গোলামী নয়—স্বাধীন ব্যবসা।

রঞ্জন। মহাজনকে তো অর্ধেক টাকা রোজের রোজ দিতে হয় বললে—

বিশ্ব। গাড়িটা যে উনি কিনে দিয়েছেন। আমার তো গাড়ি কেনার মত টাকা নেই।

সুনীল। কত টাকা হ'লে একটা সাইকেল রিক্সা হয় হে?

বিশ্ব। শ আষ্টেক টাকা লাগে। আর কেউ জামিন দাঁড়ালে ব্যাঙ্ক গাড়ি কিনে দেয়।

সুনীল। কাউকে জামিন যোগাড় করতে পারনি?

বিশ্ব। কে আমার জামিন হবে বাবু? আমি যে উদ্বাস্তু।

উভয়ে। উদ্বাস্তু?

বিশ্ব। আজ্ঞে। ১৯৭১ সালে ওদেশ থেকে চলে এসেছি। কে আমাকে চেনে—আর কেই বা আমাকে বিশ্বাস করবে?

সুনীল। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। চল—আজই আমি তোমার সিকিউরিটি দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্ক থেকে তোমার একটা সাইকেল রিক্সার ব্যবস্থা ক'রে দিই।

রঞ্জন। স্যার!

বিশ্ব। হুজুর!

সুনীল। অবাক হ'য়ো না রঞ্জন। আমাদের ছেলেগুলো অবাক হোক এই ছেলেটাকে দেখে। যে লেখাপড়া শিখছে চাকরির জন্য নয়—জানার জন্য—জ্ঞানের জন্য। যে লেখাপড়া শিখছে অভিভাবকের টাকা নয়-ছয় ক'রে নয়—নিজের টাকায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রিক্সা টেনে। কৈ, চল—

বিশ্ব। হুজুর! সত্যিই আপনি আমার বাপ। আমাকে আপনি বাঁচালেন। কিন্তু যে জন্য আমি এসেছি—

সুনীল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, কি জন্য এসেছ বল তো?

বিশ্ব। মানে—সত্যি কথা বলতে কি—আমি ঐ মরালীর কথাতেই আপনার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছি।

সুনীল। কেন, কি বলেছে মরালী?

বিশ্ব। আজ্ঞে ওখানে যদি ওনাকে আগলাতে একান্তই রাত্রে যাই—তা হ'লে যেন আপনাদের জানিয়ে তবে যাই।

উভয়ে। কোথায়?

বিশ্ব। মানে ঐ—(একটা গুলির আওয়াজ) আঃ! (বুকে হাত চেপে লুটিয়ে পড়ে)

উভয়ে। একি! একি!

সুনীল। (দ্রুত রিভলবার বার করে) কে—কে গুলি করলে?

রঞ্জন। (রিভলবার বার ক'রে) ঐ যে—ঐ যে পালাচ্ছে স্যার। জানালা দিয়ে গুলি করেছে।

সুনীল। Fire! (উভয়ে গুলি করে)

রঞ্জন। লাগেনি স্যার। পালাচ্ছে—পালাচ্ছে—শ্রীপতি—ভজুয়া—রামলাল—পাকড়ো—পাকড়ো—উসকো পাকড়ো— [দ্রুত প্রস্থান।

সুনীল। (বসে) বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ! ইস্! এ যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে! গুলি বুকে বিঁধেছে। বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ! একি হ'ল!

দ্রুত আমেদ সাহেব ও সৈফুদ্দিনের প্রবেশ।

আমেদ। কি হ'ল! হঠাৎ গুলির আওয়াজ কেন? কে কাকে গুলি করল?

সুনীল। একি! আমেদ সাহেব! আপনারা হঠাৎ—

আমেদ। আজ রাত্রে সৈফুদ্দিনকে নিয়ে আপনার কাছে তো আমার আসার কথা ছিল বাবু।

সুনীল। ও—হ্যাঁ হ্যাঁ। এদিকে দেখুন কি কাণ্ড।

সৈফুদ্দিন। এ যে বিশ্বনাথ!

আমেদ। এঁ্যা! তাই তো---বিশ্বনাথই তো। দারুণ bleeding হচ্ছে। এখুনি First Aid দিতে হবে। হাসপাতাল—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে হুজুর!

সুনীল। Geepটা খারাপ হয়েছে। কিন্তু কি করি যে! আচ্ছা ও কি scenceless?

আমেদ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুনীল। প্রাণের আশা?

আমেদ। এখুনি বলা সম্ভব নয়। তবে যেখানে গুলি বিঁধেছে—আর যেভাবে রক্তপাত হচ্ছে—তাতে আশা খুবই কম। তবুও যদি এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়—

সৈফুদ্দিন। ঠিক আছে, বাবা। কোন ভাবনা নেই। তুমি ধর বিশ্বনাথ চাচাকে। ওর সাইকেল রিক্সাটা বাইরে দাঁড় করানো আছে। ঐতে করেই ওকে নিয়ে যাব অভয়া আরোগ্য নিকেতনে। তুমি শুধু ওকে ধরে নিয়ে বসবে।

সুনীল। তুমি পারবে রিক্সা চালাতে?

সৈফুদ্দিন। হ্যাঁ হুজুর। আমি যে বিশ্বনাথ চাচার কাছ থেকেই ট্রেনিং

নিয়েছি। তাই আজ ওকে নিয়ে গিয়েই গুরুদক্ষিণাটা শোধ করি। চল বাবা। চল—

আমেদ। হুজুর, আপনি এখুনি ডাক্তারবাবুকে ফোন করুন। যদি বাড়িতে থাকেন—তা হ'লে এখুনি হাসপাতালে চলে আসতে বলুন।

সুনীল। ঠিক আছে ভাই। আমি এখুনি ফোন করে তোমাদের কাছে অভয়া আরোগ্য নিকেতনে যাচ্ছি।

[বিশ্বনাথকে নিয়ে উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

সুনীল। (রিসিভার তুলে) Hallow—Hallow Exchange ! ডাক্তার প্রতাপ রায় Please…এ্যাঁ, লাইন এন্‌গেজড্? …ঠিক আছে…যত শীগগির সম্ভব।…হ্যাঁ, পলাশপুর থানা।…হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি O. C.। …হ্যাঁ হ্যাঁ, as fast as possible…(রিসিভার রেখে) ‥একটা দারুণ কিছু বলতে যাচ্ছিল বিশ্বনাথ। ঠিক সেই সময়েই গুলি।…মানে এমন একটা কিছু…

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রঞ্জনের প্রবেশ।

রঞ্জন। না স্যার, কিছুই পেলুম না—কাউকেই পেলুম না।

সুনীল। পেলে না ?

রঞ্জন। না ; শয়তানটা যেন অন্ধকারের মধ্যে হাওয়ায় মিশে গেল।

সুনীল। রঞ্জন !

রঞ্জন। স্যার !

সুনীল। (ফোন বেজে ওঠে, রিসিভার তুলে) Hollow ! কে—ডাক্তার রায় ? আমি O. C., পলাশপুর পুলিশ ষ্টেশন…হ্যাঁ মিঃ চ্যাটার্জী। ডাক্তার রায় ! আপনি এখুনি kindly আপনাদের অভয়া আরোগ্য নিকেতনে চলে আসুন …হ্যাঁ হ্যাঁ, quick…বুলেট ইনজুরি…বিশ্বনাথ—যে বিশ্বনাথ রিক্সা চালাত তাকে…হ্যাঁ, এই থানাতেই…না, ধরা পড়েনি…হ্যাঁ হ্যাঁ,

বিশ্বনাথই কাল আপনার বৌমাকে যাত্রা শোনাতে নিয়ে গিয়েছিল··· এঁ্যা! ও-ই আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে! Good—good! বৌমা কোথায়? তাঁকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। এঁ্যা! চলে গেছেন?···বাপের বাড়ি? কেন?···বাবার অসুখ? টেলিফোনে খবর পেয়ে? Oh God!···কেন এত অধৈর্য হচ্ছি? কারণ আছে ডাক্তার—কারণ আছে। ভাল কথা, কখন গেছেন—কিসে গেছেন বৌমা?···ট্রেনে?···আপনি নিজে ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছেন? ···বিকেলে?···Well! বৌমার বাপের বাড়ির ঠিকানা? (চিৎকার করে) না—ফোনে নয়। রঞ্জন যাচ্ছে···ওকে দেবেন···না-না, কোন ভয় নেই। হ্যাঁ—ওদের বাড়ি ফোন আছে?···নেই?···ছাড়ছি।··· হ্যাঁ—হাসপাতালে যাচ্ছি। (রিসিভার রেখে রুমাল দিয়ে মুখ মোছেন)

রঞ্জন। স্যার!

সুনীল। রঞ্জন! তুমি তো খুব ভাল মোটর সাইকেল চালাতে পার?

রঞ্জন। অনেকগুলো competition-এ First Prize পেয়েছি স্যার।

সুনীল। Thank you! কতক্ষণে কোলকাতা যেতে পারবে?

রঞ্জন। এখন রাস্তা ফাঁকা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। কোলকাতায় কোথায় যেতে হবে স্যার?

সুনীল। প্রতাপবাবুর বৌমা সবিতাদেবীর বাপের বাড়ি, আর রজতবাবুদের বাড়ি—যেখানে গেছে মরালী।

রঞ্জন। O. K. Sir. ঠিকানা?

সুনীল। প্রতাপবাবুর কাছে গেলে দুটো ঠিকানাই পাবে। শুনেছি—প্রতাপবাবু আর রজতবাবুর বাবা ভরতবাবু এককালে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

রঞ্জন। আপনি কি সবিতাদেবী আর মরালীর জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা করছেন স্যার?

সুনীল। Exactly that ; বিশ্বনাথ যা বলতে গিয়ে গুলি খেয়েছে—সেটা ওরা দু'জনেই—অন্ততঃ মরালী নিশ্চয়ই জানে। আর সেটা খুনীর পক্ষে সুখের নয়। তাই খুনী চাইবে ওদেরও খুন করতে।

রঞ্জন। ঠিক বলেছেন স্যার। আমি এখুনি ছুটছি কোলকাতায় তীরবেগে ; কিন্তু কি বলব ওঁদের ?

সুনীল। যেন কোনমতেই কোন প্রয়োজনেই ওরা বাড়ির বাইরে পা না দেয়। কিছু মনে ক'র না। সবিতাদেবীর বাপের বাড়িতে ফোন নেই—তাই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি।

রঞ্জন। কষ্ট কি বলছেন, স্যার ! এ তো আমার কর্তব্য।

সুনীল। (রেগে) কর্তব্য ভালো কিন্তু গোঁয়ার্তুমী ভালো নয়। বুঝলে ? (হেসে) অতএব জোরে কিন্তু সাবধানে তোমার মোটর সাইকেল ছোটাবে ভাই।

রঞ্জন। (হঠাৎ পায়ের ধুলো নিয়ে) কোন ভয় নেই স্যার। আমি রাত্রের মধ্যেই আপনার কাছে ফিরে আসছি।

সুনীল। কল্যাণ হোক ! এসো। Dont delay my boy. Quick please.

রঞ্জন। All right. [এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে স্যালুট ও প্রস্থান।

সুনীল। My Boy ! Go ahead. ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার সহায় হোন। (ঘড়ি দেখে) হ্যাঁ, এবার যেতে হবে অভয়া আরোগ্য নিকেতনে—যেখানে অচৈতন্য হ'য়ে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে একটা সহজ সরল মানুষ—যার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্ন—যার বুকে বুলেটের আঘাত।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

—কোলকাতা। ভরতবাবুর বাড়ি—

উত্তেজিত বিকাশ ও ভীতা প্রভার প্রবেশ।

বিকাশ। বুলেট—বুলেটের আঘাতও বুঝি অতটা নয় যতটা আমি পেয়েছি তোমাদের কাছ থেকে।

প্রভা। আস্তে! অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

বিকাশ। কেন চেঁচাচ্ছি, এটা এখনও জিজ্ঞাসা করতে পারছ তুমি?

প্রভা। বলছি তো অপরাধ হয়েছে। ক্ষমা কর।

বিকাশ। ব্যস্; তাহ'লেই আমি ধন্য হ'য়ে গেলুম—কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম। কিন্তু যে অপরাধ করেছ তোমরা—তার সত্যিই কি ক্ষমা আছে? আইন কি ক্ষমা করবে তোমাদের? পুলিশ কি ছেড়ে দেবে তোমাদের?

প্রভা। তুমি কি আইনের সাহায্য নেবে এতদিন পরে?

বিকাশ। প্রয়োজন হলে নিশ্চয় নেব।

প্রভা। না-না, তোমার পায়ে পড়ি আমি। আমার সংসার এভাবে ভেঙে দিও না তুমি। তাহলে আত্মহত্যা ছাড়া কোন পথই থাকবে না।

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঠিক এই রকমই অনুরোধ করেছে—এই রকমই অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে ভরত ভট্টাচার্য। আমি কিন্তু ভাঙিনি—আমি কিন্তু টলিনি চন্দ্রপ্রভা।

প্রভা। তাহলে তুমি শুনবে না আমার কথা?

বিকাশ। না।

প্রভা। রাখবে না আমার অনুরোধ?

বিকাশ। না-না। কেন রাখবো বলতে পার? আত্মহত্যা! সাজানো সংসার!! হাঃ-হাঃ-হাঃ! অপরকে যারা হত্যা করে—তাদের কপালে

তো আত্মহত্যাই থাকে। অপরের সোনার সংসার ভাঙতে যাদের বুক কাঁপে না—নিজের সংসার কি তাদের সোনার সংসার—সুখের সংসার হ'তে পারে? পারে না।

প্রভা। তাহলে তুমি—

বিকাশ। আইনের সাহায্য নেব না। নিলে—অনেক আগেই নিতুম। শুধু তোমার ছেলেকে সব কথা জানাব।

প্রভা। না। তার চেয়ে তুমি আমাকে গলা টিপে খুন কর।

বিকাশ। তাহলে তো তোমার গায়ে আমাকে হাত দিতে হবে। আমি একটা কৃমিকীটের গায়ে হাত দিতে পারি তবু তোমার গায়ে নয়।… কাঁদছো? কাঁদো। এতদিন অনেক হেসেছ—এবার কাঁদো। না হ'লে জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের Balance Sheet-টা ঠিক থাকবে না।

প্রভা। কোনমতেই তুমি তোমার মত বদলাবে না?

বিকাশ। না।

ভরতের প্রবেশ।

ভরত। যদি তোমার মতটা আমি মেনে নেই?

বিকাশ। নিঃশব্দে সরে যাব তোমাদের সুখের সংসার থেকে—যেমন সরে ছিলুম আমি এতদিন ধরে।

প্রভা। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব? ওর প্রস্তাব আমি শুনেছি। প্রথমত—

ভরত। বন্ধ কারখানা চালু করতে হবে শ্রমিকদের সব দাবী দাওয়া মেনে নিয়ে।

বিকাশ। নিশ্চয়। কেনই বা করবে না চালু? অন্যায় দাবী কিছু করেনি তো শ্রমিকরা। তাদের দাবী বাঁচার মত পারিশ্রমিক তাদের চাই। এই তো? কেন দেবে না তুমি? জান—কেন আমি আজ ত্রিশ বছর আত্মপ্রকাশ করিনি তোমাদের কাছে?

ভরত। কারখানাটা চালু আছে—শ্রমিকরা খেটেখুটে খেতে পাচ্ছে—আর আমরা সুখে আছি—সেই কারণে। এসব কথা তো তুমি আমাকে বললে বিকাশ। আবার একথা কেন?

বিকাশ। কেন? শুধু এই কারণে—যখন জানলুম সেই কারখানা—যে কারখানা ছিল আমাদের দু'জনের স্বপ্ন—দু'জনের সাধনা—দু'জনের রক্ত দিয়ে গড়া—তা সে যে কারণেই হোক আজ বন্ধ, হাজার খানেক খেটে-খাওয়া শ্রমিক বেকার, একটি অবাঙালী কোম্পানী কিনে নিতে চলেছে আমাদের Bengal Industries—তখন আর স্থির থাকতে পারলুম না আমি। ত্রিশ বছর পরে আত্মপ্রকাশ করতে হ'ল তোমাদের মত ঘৃণ্য প্রাণীদের কাছে। না হলে তোমরা এই জেনেই আমরণ সুখের সংসার করতে পারতে স্বামী স্ত্রী সেজে যে, হতভাগ্য বিকাশ রায় যাকে ত্রিশ বছর আগে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিল পুরীর সমুদ্রে—সে মরেনি—আজও বেঁচে আছে।

প্রভা। আস্তে। দোহাই তোমার। এখুনি কেউ কোথাও থেকে শুনে ফেলবে। রজত—বৌমা—

ভরত। না প্রভা, না; ওকে বাধা দিও না—ওকে বলতে দাও—ওর বুকের আগুন ও নেভাক সব বলে। আমিও নেভাবো আমার মনের আগুন সব কথা ওকে জানিয়ে। এই ঘৃণা—এই ভয়—এই লজ্জা আর বইতে পারছি না আমিও।

প্রভা। কিন্তু রজত—বৌমা—

ভরত। ভয় নেই—বৌমা এখন Grand Hotel-এর partyতে। তার হিন্দী ফিল্মের contractএর জমজমাট party। আর রজত গেছে আমাদের Attorney-র কাছে একটা দলিলের ব্যাপারে।

বিকাশ। দলিল! তাহলে তুমি আমার দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী পলাশপুরের তোমাদের বাড়ি আমাকে দান করছ?

ভরত। হ্যাঁ—ঠিক তাই। তোমার যা খুশি কর সেখানে; নিজে

থাক—বিক্রী কর বা তোমার কথামত স্কুল কর—আমি কিছুই দেখতে যাব না।

বিকাশ। তাহ'লে আমার প্রথম শর্ত্ত Bengal Industries খোলার ব্যাপারে কি ঠিক করলে?

ভরত। ও কথাটায় পরে আসছি বিকাশ। কিন্তু তার আগে এস আমরা মিটিয়ে নিই আমাদের অতীতের সেই ফেলে-আসা দিনের তিক্ত কথাগুলো।

প্রভা। না না, এখন নয়—আজ নয়।

ভরত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখুনি এবং আজই। এ সুযোগ আর হবে না। বাড়ি ফাঁকা। যেটা আমাদের সব চেয়ে বড় ভয়—বিকাশের সেই তুরুপের তাস রজত এবং বৌমা এখন বাড়িতে নেই। এই সুযোগ।

বিকাশ। তুরুপের তাস? You mean trump card। হাঃ-হাঃ-হাঃ! Exactly, রজত আর রজতের স্ত্রী এই হচ্ছে আমার trump card—তুরুপের তাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভরত। বিকাশ!

বিকাশ। অস্বীকার করতে পার—রজত আমার সন্তান?

উভয়ে। (তীব্রভাবে) না-না-না।

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! না। অস্বীকার করতে পার—এই চন্দ্রপ্রভা আমার বিবাহিতা স্ত্রী? অস্বীকার করতে পার—আমার অচৈতন্য দেহটাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে দু'জনে আজ স্বামী স্ত্রী সেজে সুখের সংসার পেতেছ? অস্বীকার করতে পার—ঠিক সেই সময়ে ঐ রজত এসেছে তোমার গর্ভে? (মুখে আঁচল চাপা দিয়ে প্রভা এবং মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ভরত কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিঃশব্দে কয়েকটি মুহূর্ত কাটে।) বল—জবাব দাও।

ভরত। হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমার সব কথাই সত্য, কিছুই অস্বীকার করব

না আজ। কিন্তু কেন? কেন সেই বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল, বিকাশ?

বিকাশ। তার প্রথম কারণ আমাদের Bengal Industries থেকে তখন লাভ হচ্ছে প্রচুর। তাই অর্ধেক অংশের মালিক এই বিকাশ রায়কে সরিয়ে দিলে গোটা কারখানাটারই মালিক হবে তুমি।

ভরত। না।

বিকাশ। দ্বিতীয় কারণ আজকের ঐ কান্নায় ভেঙে পড়া তোমার প্রভা—সেদিনের কুমারী চন্দ্রপ্রভা দাসকে ভালবাসতুম আমরা তিনজনেই। তুমি, আমি আর ডাক্তার প্রতাপ রায়।

ভরত। কিন্তু প্রতাপ তখন বেকার—তাই সে সরে গেল চন্দ্রপ্রভার জীবন থেকে। আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ—তাই রাজী হলেন না কিছুতেই প্রভার সঙ্গে আমার অসবর্ণ বিবাহে।

বিকাশ। তাই চন্দ্রপ্রভা ধন্য করলেন আমাকে আমারই গলায় মালা দিয়ে। কিন্তু তখন তো আমি বুঝিনি সে মালাটা ফুলের নয়—কণ্টকের—কলঙ্কের।

প্রভা। না বিকাশ, সে মালাটা কণ্টকেরও নয়—কলঙ্কেরও নয়, সে মালাটা ছিল ফুলেরই মালা—প্রেমেরই মালা। যে মালা দিয়ে আর পাঁচটা মেয়ে বরণ করে তাদের স্বামী—বন্ধন করে তাদের সংসার—গঠন করে সুখের নীড়।

বিকাশ। তাই নাকি দেবী চন্দ্রপ্রভা! তা হ'লে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি—কেন সেই পবিত্র মালাটি এইভাবে ফাঁস হ'য়ে দাঁড়ালো আমাদের জীবনে বিয়ের মাত্র এক বছর পরে? কি সেই কারণ?

প্রভা। সে কারণ তুমি তো নিজেই বিকাশ।

বিকাশ। আমি!

প্রভা। হ্যাঁ—তুমি; সবাইকে ভুলে—সকলকে সরিয়ে—আমি তোমাকে নিয়েই

চেয়েছিলুম একটা শান্তির নীড় গড়ে তুলতে। কিন্তু দিনের পর দিন আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস—নির্যাতনের বিদ্রূপ—মদের মাত্রা যেতে লাগলো বেড়ে।

বিকাশ। তাই উপায়ান্তর না দেখে পুরীর হোটেলে—তুমি আমি ভরত যখন বেড়াতে গেলুম ক'দিনের জন্য—মেতে উঠলে তোমরা দু'জনে নতুন করে দু'জনে দু'জনকে নিয়ে।

ভরত। না—এ তোমার ভুল ধারণা বিকাশ। প্রভাকে না পেয়ে ব্যথা পেয়েছিলুম সত্য। কিন্তু ভুলতে চেয়েছিলুম না-পাওয়া সেই ব্যথা আমাদের ঐ Bengal Industries এর কাজের মধ্যে।

বিকাশ। কিন্তু দেবী চন্দ্রপ্রভা যে তোমাকে ভুলতে পারেনি বাবু। ইতি-মধ্যে মারা গেলেন তোমার বাবা—মিলনের কাঁটা গেল সরে। আর তাই আজকের ঐ সতী-স্বাধ্বী প্রভা দেবী তোমাকে পাওয়ার আশায় মাতাল হয়ে উঠলেন নতুন করে।

প্রভা। তুমি যদি ঐ ভাবে সব সময় মাতাল না হয়ে থাকতে তোমার মদের বোতল নিয়ে—তাহলে আমাকেও মাতাল হ'তে হ'ত না নতুন করে বাঁচার তাগিদে তোমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে।

বিকাশ। মাতাল যতটা না হতুম মদে—তার চেয়ে বেশী অভিনয় করতুম মাতালের ভূমিকায়—তোমরা দু'জনে কত দূর এগুতে পার, সেটা নিজের চোখে দেখতে।

ভরত। বিকাশ!

প্রভা। কি বলছ তুমি!

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঠিকই বলছি দেবী চন্দ্রপ্রভা! তাই সেদিন রাত্রে পাশের ঘরে তোমরা দু'জনে যখন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলে—আমাকে মাতাল ভেবে—আমি কিন্তু তখন মাতাল নই বন্ধু, দাঁড়িয়ে ছিলুম দরজারই পাশে।

প্রভা। তা হলে সেদিন রাত্রে সমুদ্রতীরে আমরা তিনজনে বসে যখন গল্প

করছিলুম—তুমি সেই যে হঠাৎ শুয়ে পড়লে বালির ওপরে অচৈতন্যের মত—সেটা তা হলে—

বিকাশ। অভিনয়—নিছক অভিনয় দেবী চন্দ্রপ্রভা। সেটা সত্যি নয়। কেন জান? তোমাদের পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে—আমাকে মেরে তোমাদের দুটিকে নতুন করে বাঁচার সুযোগ দিতে।

ভরত। বাজে কথা। সেদিন তুমি এত মদ খেয়েছিলে যে তোমার গায়ে মদের গন্ধে আমারই বমি পাচ্ছিল।

বিকাশ। Correct বন্ধু। Sent percent correct; গন্ধটা গায়েই ছিল—মুখে নয়। মদ সেদিন গলায় ঢালিনি—ঢেলেছিলুম পোশাকে—ঢেলেছিলুম পরিচ্ছদে। আর তাই তোমরা আমাকে অচৈতন্য ভেবে যখন সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে চলে এলে—দু'জনে দু'জনের হাত ধরে—আমিও সহজে বাঁচাতে পারলুম নিজেকে সাঁতার কেটে—তোমাদেন জীবন থেকে সরে গিয়ে।

উভয়ে। তারপর?

বিকাশ। ছুটে বেড়িয়েছি—এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ভুলতে চেয়েছি প্রেমময়ী স্ত্রীর ভালবাসা—বিশ্বস্ত বন্ধুর কৃতঘ্নতা।

ভরত। বিকাশ! ভাই!! যা হবার হ'য়ে গেছে। আমি তোমার হাতে ধরছি—

প্রভা। আমি তোমার পায়ে পড়ছি—

বিকাশ। No—please don't touch me; তোমরা ছুঁয়ো না—কেউ আমাকে ছুঁয়ো না। তোমাদের নিঃশ্বাসে বিষ—তোমাদের স্পর্শে জ্বালা।

ভরত। বিকাশ!

প্রভা। বেশ, স্পর্শ করব না তোমাকে। দূর থেকেই প্রণাম করছি তোমাকে।

বিকাশ। আমাকে!

প্রভা। হ্যাঁ—তোমাকে, তোমার প্রেমকে—তোমার ভালবাসাকে—তোমার ত্যাগকে।

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বেশ ভালই sciene করছ দেবী চন্দ্রপ্রভা। ইচ্ছা হচ্ছে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাই তোমার অমন সুন্দর অভিনয়কে।

প্রভা। না, অভিনয় নয়। অভিনয় করেছ তুমি নিজে আমাদের দু'জনকে ভুল বুঝে—যার বিষাক্ত পরিণতি আজকের এই দুঃসহ জ্বালা—আমাদের সকলের এই মর্ম্মন্তুদ পরিণতি। আমরা যা করেছি তা অভিনয় নয়—সত্য—নির্ম্মম সত্য।

ভরত। প্রভা! প্রভা! তুমি অসুস্থ—তুমি হাঁফাচ্ছ—তুমি শান্ত হও।

প্রভা। কি ক'রে শান্ত হব? শান্তির জন্যে যে অশান্তির আগুন নিজের অজ্ঞতায় একদিন নিজের হাতে জ্বেলেছি—সে আগুন যে আজ সর্বগ্রাসী হ'য়ে ছুটে এসেছে আমার সুখের সংসারকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে। আমার রঞ্জতের জীবনটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক ক'রে দিতে।

ভরত। প্রভা!

বিকাশ। চন্দ্রপ্রভা!

প্রভা। হ্যাঁ—আমি চন্দ্রপ্রভা। যে ছিল তোমার চোখের মণি। যাকে নিয়ে তোমার স্বপ্ন ছিল তোমার নতুন বাড়ির নাম দেবে চন্দ্রবিকাশকুঞ্জ। আর অনাগত সন্তান যদি ছেলে হয়—তার নাম রাখবে ঠিক করেছিলে 'প্রকাশ' আর মেয়ে হ'লে 'সুহাস'। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি তোমার 'প্রকাশ' হবে আমাদের রঞ্জত কিন্তু সে তো তোমারই রক্তে গড়া—তোমারই সন্তান। তবে তার জীবনটাকে কেন তুমি পুড়িয়ে দিতে চাও এইভাবে? সে তো কোন দোষে দোষী নয়—কোন অপরাধে অপরাধী নয়।

বিকাশ। বলছি তো আমি কোন কথাই প্রকাশ করব না। তোমরা শুধু Bengal Industries চালু কর, আর তোমাদের পলাশপুরের বাড়ি আমাকে দাও—আমি ওখানে একটা স্কুল গড়ে তুলবো।

রজতের প্রবেশ।

রজত। এই নিন কাকাবাবু বাবার উইল।

সকলে। রজত!

রজত। অবাক হচ্ছেন কেন! আপনার কথামত আমাদের পলাশপুরের পড়ে থাকা বিরাট বাড়িখানা বাবা আপনাকে দান করেছেন। Attorney এই মাত্র আমাকে দলিলটা দিলেন। আপনি স্কুল তৈরি করুন ওখানে।

বিকাশ। তোমার কোন আপত্তি নেই তো এতে?

রজত। কি বলছেন কাকাবাবু! ওখানে আপনি স্কুল করবেন—আমাদের গ্রামের একটা চিরন্তনী অভাব ঘুচবে—ছেলেরা মানুষ হবে—এতে আমি আপত্তি করব! আমি বরং প্রাণপণে চেষ্টা করব—যাতে যত শীঘ্র আমি এ ব্যাপারে সরকারের সাহায্য আদায় করতে পারি তার জন্য।

বিকাশ। Thank you! Thank you my dear Rajat! এখন বলতো এই স্কুলটির নামকরণ করা হবে কার নামে? তোমার বাবার—না মায়ের নামে?

প্রভা। বাবার নামেও নয়—মায়ের নামেও নয়, রজত। ঐ স্কুলের নাম হবে—চন্দ্রবিকাশ মহাবিদ্যালয়।

সকলে। চন্দ্রবিকাশ!

রজত। চন্দ্রবিকাশ কে মা?

প্রভা। তোমার কাকাবাবুর নামটাই একটু ঘুরিয়ে রাখা হল, বাবা! উনিই তো এর উদ্যোক্তা। ওনার নামেই হোক স্কুলটা।

রজত। তা হ'লে চন্দ্রবিকাশ কেন, মা? বিকাশচন্দ্র নয় কেন?

ভরত। বিকাশচন্দ্র তো সকলেই বলে; কিন্তু চন্দ্রবিকাশ তো কেউ বলে না। আর তাছাড়া চন্দ্র অর্থাৎ চাঁদ থাকেন মাথার উপরে—তাই চন্দ্রকে আগে স্থান দেওয়া হয়েছে রজত, মানে সম্মানের জন্য—শ্রদ্ধার জন্য। কেন? এ নামে তোমার আপত্তি আছে, রজত?

রজত। না-না, আপত্তি কেন? সুন্দর নাম চন্দ্রবিকাশ। আপনার আপত্তি আছে, কাকাবাবু?

বিকাশ। আপত্তি? মানে—হ্যাঁ, না না, রজত। বহুদিন আগে স্বপ্ন দেখেছিলুম ঐ নামে একটা ছোট্ট বাড়ি তৈরি করব। সে স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের মতই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই স্বপ্নই যদি সেই নামেই একটা মহাবিদ্যালয়ের রূপ নেয়—তাতে আপত্তি কেন? তুমি কি বল ভট্টাচার্য?

ভরত। আমি আর কি বলব, ভাই। তবে চন্দ্র যতই সুন্দর হোক—যতই মধুর হোক—তা কিন্তু কলঙ্কমুক্ত নয়। তাই না, প্রভা?

প্রভা। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। চাঁদ কলঙ্কী। কিন্তু কলঙ্কী চাঁদের সুন্দর জ্যোৎস্নায়—মানে চন্দ্রপ্রভার কোন কলঙ্ক নেই, সে সুন্দর—সে স্বচ্ছ—সে নির্মল। তাই সবাই তাকে ভালবাসে—সবাই তাকে আদর করে, তার কলঙ্কের জন্য তাকে ঘৃণাও করে না—বা তার কলঙ্কের কথা ব'লে সেই ভালবাসার অমর্যাদাও করে না।

(বিকাশ ও ভরত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকায়। রজত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে।)

রজত। সুন্দর বলেছ মা! সুন্দর বলেছ! চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু তার জ্যোৎস্নায় তা নেই। সে স্বচ্ছ—সুন্দর—নির্মল।

বিকাশ। কিন্তু ভরত, ওটা তো হ'ল। এবার এটা? অর্থাৎ বন্ধ হ'য়ে থাকা Bengal Industries-এর ব্যাপারটা?

রজত। দেখুন না কাকাবাবু! বাবাকে আমি কতদিন থেকে বলছি ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে—

অমৃত। কিন্তু কি করে আমি মেটাব রজত? কি করে আমি মেটাব বিকাশ? তোমাদের তো আমি সব বলেছি। শ্রমিকদের বকেয়া বোনাস আর দাবী-দাওয়া মেটাতে এখুনি আমার কমপক্ষে লাখ খানেক টাকার দরকার। কোথায় আমি পাব অত টাকা?

স্খলিত চরণে শেফালীর প্রবেশ।

পরনে বেলবটস্—রিবন বাঁধা চুল—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ।

শেফালী। কত—কত টাকা বাবা? এক লাখ? আমি—আমি দেব।

রজত। শেফালী!

সকলে। বৌমা!

শেফালী। যা বাব্বা! কি হ'ল!! আমি ভূত না পেত্নী!!! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রজত। কি আশ্চর্য! তুমি—তুমি—মানে—

শেফালী। তোমার শেফালী আর অভিনয় জগতে শেফালীর 'ফা' বাদ দিয়ে শেলী।

বিকাশ। তুমি—তুমি—শেফালী—আশ্চর্য! মানে—এও কি সম্ভব? এ কি করে হতে পারে? তুমি—মানে—

শেফালী। বৌমা। আপনাদের বৌমা। মা! রাগ করবেন না—আঁচল নেই তাই ঘোমটা দিতে পারছি না। সকলে একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন। এঁ্যা!? একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন।

প্রভা। বৌমা! এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।

শেফালী। নিশ্চয়। আমি কি বলছি অভদ্রলোকের বাড়ি? বিশেষ ক'রে মাননীয় সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রীর বাড়ি—ওরে বাব্বা! এখুনি ভিসা বা পি. ডি. এ্যাক্টে এ্যারেষ্ট। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রজত। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বলছি বাড়ি থেকে।

শেফালী। কেন?

রজত। Not a word more—get out—I say you get from my house.

শেফালী। এঁ্যা! কি বললে—তোমার বাড়ি? না-না, এখনও তো তোমার বাড়ি নয় স্বামী—এ বাড়ি এখনও আমার বাবার। তাই না বাবা? ও বাবা! মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন অমন করে?

ভরত। ভুল করেছি দাঁড়িয়ে থেকে; উচিত ছিল প্রস্থান করা—তোমার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে—এবং যাচ্ছিও তাই। (প্রস্থানোদ্যত)

শেফালী। যাঃ তা কেন হবে! এই scieneএ তো আমার প্রবেশের পরেই আপনার প্রস্থানের কথা নয়, কারণ এই দৃশ্যেই তো আমাকে আপনার হাতে তুলে দেবার কথা দেড় লাখ টাকার তিনখানা চেক।

বিকাশ। দে-ড় লাখ টাকার চেক।

শেফালী। (ভ্যানিটি ব্যাগ খুলতে খুলতে) হাঁা গো কাকাবাবু! এক হাজার দু'হাজার নয়—একেবারে দেড় লাখ টাকার চেক। দূর ছাই! কোথায় যে সব রাখি। (রজতকে) এই, একটু খুঁজে দাও না মাইরি।

প্রভা। (চিৎকার করে) বার করে দে—বার করে দে রজত। শয়তানীকে জুতো মারতে মারতে বাড়ি থেকে দূর করে দে—এই মুহূর্তে।

শেফালী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সেকি মা! জুতো—সে যে বড় বিশ্রী ব্যাপার!

রজত। শেফালী! নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।

শেফালী। দূর! লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়। বিশেষ ক'রে অভিনয় আর রাজনীতির লাইনে।

রজত। শেফালী!

শেফালী। এই যে তোমরা—যারা রাজনীতি কর, কত প্রতিশ্রুতি দাও—কত স্বপ্ন দেখাও ভোটের আগে; কিন্তু তারপর? এ্যায়! এই পেয়েছি।

তিন—তিনখানা চেক। প্রত্যেকটা পঞ্চাশ হাজার করে। এই নিন বাবা!

ভরত। এত টাকা! এত টাকা তুমি পেলই বা কোথা থেকে আর দিচ্ছই বা কেন আমাকে?

শেফালী। পেয়েছি—বোম্বের একটা নাম করা প্রোডাশনের তিনখানা হিন্দী বই-এ অভিনয় করার চুক্তিতে সই করে। আর দিচ্ছি আপনার বন্ধ হয়ে থাকা কারখানাটা চালু করার কারণে।

প্রভা। (ভরতকে) লজ্জা করছে না একটা জঘন্য মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে এইভাবে কথা বলতে! (রজতকে) লজ্জা করছে না তোর এইভাবে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর মাতলামি দেখতে? দূর করে দাও—ওকে দূর করে দাও তোমরা। এখুনি—এই রাত্রের মধ্যে। নইলে—নইলে—

রজত। মা!

ভরত। প্রভা!

প্রভা। নইলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—কাল সকালে আমার মরামুখ দেখবে তোমরা। [দ্রুত প্রস্থান।

শেফালী। যা বাবা! এই! এই sciene-এ এরকম dialague কেন? নাট্যকারকে বললে তো সংলাপগুলো একটু change করে দিতে।

রজত। শেফালী! আমাদের বংশের পুরুষেরা তাদের স্ত্রীকে নাকি কখনও ডিভোর্স করেননি—কিন্তু প্রয়োজন হ'লে তাদের খুন করে রাতারাতি মাটিতে পুঁতে ফেলতেন। তাই প্রয়োজন হলে—

ভরত ও বিকাশ। রজত!

শেফালী। উঁ হুঁ হুঁ, বাধা দেবেন না। বেশ interesting লাগছে নীল রক্তের কাহিনী তো! বল বল দেবতা, প্রয়োজন হলে—

রজত। প্রয়োজন হলে নিজের হাতে আমি তোমাকে গুলি ক'রে শেষ করে দেব—এবং তা আজই—এখুনি।

ভরত ও বিকাশ। রজত!

শেফালী। এঁ্যা কি বললে, নিজের হাতে আমাকে গুলি করবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই! এটা কি বললে তুমি! নিজের হাতে আমাকে গুলি করতে পারবে? যে হাতে কতদিন—

রজত। নিজের হাতে হয়তো পারবো না। কারণ শিক্ষা-সংস্কৃতিতে হয়তো বাধবে, কিন্তু মনে রেখো ভাড়াটে গুণ্ডা ভাড়াটে খুনীর অভাব নেই এই কোলকাতার বুকে। [দ্রুত প্রস্থান।

ভরত ও বিকাশ। রজত! রজত!

শেফালী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! Good short! ভালো সংলাপ। এই portionটা O. K.; কিন্তু বাবা! আপনি চেকগুলো নিন।

ভরত। না, ও টাকা আমি নেব না।

শেফালী। তা হ'লে তো আপনার Factory খুলবে না। খেটে-খাওয়া বসে-যাওয়া অতগুলো শ্রমিক ও তাদের সংসার পরিজন নিয়ে বাঁচবে না—আর আপনাদেরও তো ঠাট্ বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

ভরত। তাতে তোমার কি?

শেফালী। বাঃ! আমিও যে মেয়ে। আমার বুকে লাগবে না! হয়তো আমি অভিনেত্রী—হয়তো আমি শয়তানী—তবুও তো আপনার পুত্রবধূ। কৈ—নিন।

ভরত। না।

শেফালী। তা হলে শুনুন বাবা! মা বলে গেছেন আমি আজই না দূর হলে কাল সকালে তাঁর মরামুখ দেখবেন। আর আমি বলছি—আপনি এগুলো না নিলে এখুনি এই মুহূর্তে আমার মরামুখ দেখবেন।

বিকাশ। বৌমা!

শেফালি। হ্যাঁ কাকাবাবু! ওনাকে বলুন এগুলো নিতে—বলুন Bengal

Industries চালু করার ব্যবস্থা করতে। আর তা না হ'লে এই মুহূর্তে আমি ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব ফুটপাতের ওপরে।

ভরত। বৌমা!

শেফালী। হ্যাঁ—আমি আপনার বৌমা। আমি যাই হই না কেন—আমি নারী। আমার মধ্যে আছে প্রেম, আছে ভালবাসা, আছে ভক্তি। কৈ—ধরুন।

বিকাশ। ভরত! নাও; ওগুলো নাও। ও হয়তো তোমাদের কাছে ঘৃণ্য, বন্ধু---কিন্তু ওর দেওয়া টাকাগুলো নয়। নাও।

ভরত। বলছ তুমি? বেশ—দাও। (হাত পাতেন)

শেফালী। না, আপনার হাতে দেব না। সে অধিকার তো আমার নেই। আমি যে অভিনেত্রী—আমি যে শয়তানী—আমি যে বাজারের মেয়ে। (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

উভয়ে। বৌমা!

শেফালী। তাই আপনার পায়ের কাছে রাখছি। আর এই প্রণামী দিয়ে জানাচ্ছি আমার শেষ প্রণাম।

ভরত। শেষ প্রণাম! তার মানে, তুমি—

শেফালী। মায়ের কথামত এখুনি আমি চলে যাচ্ছি—আপনাদের বাড়ি ছেড়ে—সান্নিধ্য ছেড়ে—দূরে—বহু দূরে।

ভরত। কোথায়—কত দূরে?

শেফালী। আপাততঃ Grand Hotel; তারপর ওখান থেকে বোম্বে।

ভরত। না বৌমা। তা হয় না—তা হ'তে পারে না।

শেফালী। হতেই হবে বাবা। নইলে যে মা আত্মহত্যা করবেন—নইলে যে আপনার ছেলেকে স্ত্রী হত্যার পাপের ভাগী হতে হবে—আপনার পবিত্র বংশে কলঙ্কের কালিমা পড়বে।

বিকাশ। ওগুলো নিয়ে তুমি যাও। প্রভা ও রজতকে শান্ত কর। আমি বৌমাকে দেখছি—ওকে বোঝাচ্ছি। যাও—

[চেকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে ভরতের প্রস্থান।

বিকাশ। বৌমা!

শেফালী। কাকাবাবু! আপনি অন্ততঃ আমাকে ভুল বুঝবেন না—আপনি অন্ততঃ আমাকে বোঝাতে চাইবেন না।

বিকাশ। না মা। আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি—আর আমি তোমাকে বোঝাতেও চাইব না।

শেফালী। তবে?

বিকাশ। কিছু বুঝতে চাইব।

শেফালী। বলুন। আমি আমার সাধ্যমত আপনাকে অন্ততঃ বোঝাতে চেষ্টা করব।

বিকাশ। তোমার দেশ কোথায়?

শেফালী। এই কোলকাতাই আমার জন্মস্থান।

বিকাশ। তোমার বাবার নাম কি?

শেফালী। তা তো আমি জানি না, কাকাবাবু।

বিকাশ। শেফালী!

শেফালী। হ্যাঁ কাকাবাবু! কে আমার বাবা তা আমি জানি না। কারণ আমার মা ছিলেন গলির মেয়ে। যাকে আপনারা সভ্য মানুষেরা বলেন—বেশ্যা।

বিকাশ। শেফালী!

শেফালী। জানেন কাকাবাবু! এমন অসহনীয় দুঃখ—এমন অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে আমার মায়ের জীবন যে আমার নাকি একটি যমজ বোন ছিল—

বিকাশ। যমজ বোন!

শেফালী। হ্যাঁ—যমজ বোন! সেই বোনকে—সেই বোন যখন এক মাসের—আমার মা তাকে বাধ্য হয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন বাঁচাতে পারবে না ব'লে। সে আজ নাকি কুড়ি পঁচিশ বছর আগের কথা।

বিকাশ। কোথায়—কোথায় তোমার সেই বোন ?

শেফালী। জানি না। হয়তো সে মরে বেঁচে গেছে - নয়তো বা আমার মত জীবন যাপন করে বেঁচে মরে আছে।

বিকাশ। I see. তা রজতের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ল কি ভাবে ?

শেফালী। ওদের কলেজে একবার অভিনয় করতে যাই—আর সেই থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। জানেন কাকাবাবু! বিয়ের আগে ওকে আমি অনেক বুঝিয়েছি—কিন্তু ও বোঝেনি কিছুতেই।

বিকাশ। কিন্তু তোমাদের নাকি কথা হয়েছিল বিয়ের পর অভিনয় ছেড়ে দেবে ?

শেফালি। হ্যাঁ, কিন্তু কি করে ছাড়বো! ফেলে আসা দিনের টাকার সেই অভাব—সেই নিদারুণ দারিদ্র্য আমি যে আজও ভুলতে পারিনি।

বিকাশ। তাহলে তুমি এখন কি করবে মা!

শেফালী। আমি আজকের রাতটা Grand Hotel-এ থাকবো, তারপর আগামী কাল বোম্বে রওনা হব।

বিকাশ। কোনমতেই তোমার মতের পরিবর্তন হবে না ?

শেফালী। না। তাহলে যে আমার শাশুড়ী আর আমার স্বামীকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ স্পর্শ করবে কাকাবাবু!

বিকাশ। শেফালী!

শেফালী। কাকাবাবু! আমি সতী নই—পাপী; কিন্তু আমার জন্যে যারা ভাল তারা কেন পাপী হবে কাকাবাবু ?

বিকাশ। বেশ—চল। রাত অনেক হ'ল; আমি তোমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে Hotel-এ পৌঁছে দিয়ে আসি। তুমিও আজকের রাতটা একটু বুঝে দেখ; এসে এদেরও বুঝিয়ে দেখি।

শেফালী। না কাকাবাবু, আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না।

বিকাশ। ছেলে-মেয়ের জন্য বাপ মা অনেক কষ্টই করে, আমিও না হয় আমার এই দুষ্টু মেয়েটার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করলুম মা! কেন মা, আমি যদি তোমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে হোটেল পর্যন্ত যাই—তোমার কোন আপত্তি আছে?

শেফালী। আপত্তি? কি বলছেন কাকাবাবু! এ তো আমার পরম ভাগ্য! জানেন কাকাবাবু, স্বপ্ন দেখেছিলুম ছোট্ট একটা সুখের সংসারের। না—এই শহরে নয়। শহর থেকে দূরে পাখীডাকা তারাভরা চাঁদজাগা কোন এক গ্রামের বুকে।

বিকাশ। শেফালী!

শেফালী। সংসার—স্বামী—পুত্র, আপনাদের মত দরদী মানুষ না দেখা সেই ছায়া সুনিবিড় গ্রামের বাসিন্দা—তারই মধ্যে গড়ে তুলবো হাসিভরা এক স্বপ্নসৌধ! হ'ল না—হ'ল না, কাকাবাবু! আমার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের মতই শেষ হয়ে গেল।

বিকাশ। যাসনে, মা—যাসনে। আমি কথা দিচ্ছি—আমি গড়ে দেব তোর সেই শান্তির নীড়—ছায়া সুনিবিড় সোনার সংসার—এদেরই নিয়ে—আমার ফেলে আসা সেই সোনার গ্রাম—পলাশপুরের বুকে।

শেফালী। না কাকাবাবু! আর তা হয় না। যেতে আমাকে হবেই। আমি যে চুক্তিবদ্ধ।...আপনি চলুন রাস্তায়। দয়া ক'রে একটা ট্যাক্সি ডাকুন। আমি আসছি এখুনি।

বিকাশ। কোথায় যাচ্ছিস মা?

শেফালী। বাবাকে প্রণাম করেছি, কিন্তু মাকে—আপনার ছেলেকে তো প্রণাম করা হয়নি। দূর থেকে ওঁদেরও একটা করে শেষ প্রণাম জানিয়ে আসি। [প্রস্থান।

বিকাশ। (আপন মনে)

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি—
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল, নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুক ভরা মধু, বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
'মা' বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।

[রুমালে চোখ মুছতে মুছতে প্রস্থান।

চিন্তান্বিত রজতের প্রবেশ।

রজত। সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম ;
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন
ভাবিলাম হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !

রঞ্জনের প্রবেশ।

রঞ্জন। রজতবাবু !

রজত। একি ! আপনি আবার ফিরে এলেন !

রঞ্জন। ফিরে আসতে বাধ্য হলুম।

রজত। কেন ?

রঞ্জন। আপনার কথা মেনে নিয়ে আমি আমার সাইকেলে স্টার্ট দিয়েছি। এমন সময় দেখলুম, মরালী—

রজত। মরালী ? মরালী তো আসেনি এখানে।

রঞ্জন। কি বলছেন মশাই! মরালী আসেনি আপনার কাছে?

রজত। না না না; কতবার বলব বলুন তো?

রঞ্জন। রজতবাবু! আপনি রাগ করছেন! কিন্তু দয়া করে একবার বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে চেষ্টা করুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন কতখানি risk নিয়ে এবং কি ভাবে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে এতখানি রাস্তা।

রজত। কিন্তু রঞ্জনবাবু! সে যদি এখানে না আসে তাহলে কি করতে পারি আমি বলতে পারেন?

রঞ্জন। মিঃ ভট্টাচার্য! আমি পুলিশের লোক।

রজত। তা কি আমি অস্বীকার করছি?

রঞ্জন। তাহলে কি আমি আমার চোখকে অস্বীকার করব?

রজত। মানে?

রঞ্জন। গাড়িটা চলতে শুরু করেছে—এমন সময় হেডলাইটের আলোতে দেখলুম—

রজত। কি?

রঞ্জন। মরালী।

রজত। মরালী?

রঞ্জন। হ্যাঁ—মরালী। পরনে বেল্‌বটস্‌—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। বেরুলো আপনারই বাড়ির ভেতর থেকে।

রজত। তারপর?

রঞ্জন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে কথা বলছে।

রজত। বুঝেছি।

রঞ্জন। কি বুঝেছেন?

রজত। ঐ ভদ্রলোক আমার কাকাবাবু।

রঞ্জন। আপনার কাকাবাবুর কথা আমি জানতে চাই না। আমি জানতে

চাই—মরালী আপনার বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি বার বার বলছেন মরালী আসেনি এখানে। আপনি বুঝতে চাইছেন না কতখানি বিপদ অপেক্ষা করছে ওর জন্তে।

রজত। যখন আপনি বুঝতেই পেরেছেন ঐ আপনার মরালী—তাহলে আমার কাছে ফিরে না এসে ওকেই বললেন না কেন সব কথা?

রঞ্জন। বলব—নিশ্চয়ই বলব; তবে তার আগে আপনাকে বলতে এসেছি—দেশের একটা দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীর পদে বসে মিথ্যা বলে আইন নিয়ে এইভাবে ছেলেখেলা করবেন না। (প্রস্থানোদ্যত)

রজত। মিঃ রক্ষিত!

রঞ্জন। বলুন।

রজত। যে মেয়েটির কথা আপনি বলছেন, ও মরালী নয়।

রঞ্জন। মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে ভোলাতে পারলেও আমাকে ভোলাতে পারবেন না মিঃ ভট্টাচার্য।

রজত। ধাপ্পা নয়; বিশ্বাস করুন—ও সত্যিই মরালী নয়। ও শেফালী। আমার—আমার—

রঞ্জন। আপনার—

রজত। স্ত্রী।

রঞ্জন। রজতবাবু!

রজত। প্রথম দিন মরালীকে দেখে এবং আজকে শেফালীকে ঐ বেশে দেখে আপনার মত আমিও চমকে উঠেছিলুম রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন। মানে, আপনি বলছেন ঐ ভদ্রমহিলা মরালী নয়—শেফালী—আপনার স্ত্রী?

রজত। বিশ্বাস না হয়—ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। আপনিই তো বলছেন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

রঞ্জন। Strange ! এমন সাদৃশ্য !! অদ্ভুত !!! কিন্তু এত রাত্রে ওঁরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

রজত। সম্ভবতঃ ট্যাক্সির জন্য।

রঞ্জন। কোথাও যাবেন বুঝি ?

রজত। হ্যাঁ।

রঞ্জন। কিন্তু আপনাদের নিজেদের গাড়ি থাকতে ট্যাক্সি কেন ?

রজত। সে অনেক কথা। মানে—(নেপথ্যে একটা গুলির শব্দ। নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। অনেকের চিৎকার : ঐ—ঐ পালাচ্ছে—ঐ পালাচ্ছে।)

রঞ্জন। কি হ'ল গুলির আওয়াজ না ?

রজত। হ্যাঁ, তাইতো মনে হ'ল।

রঞ্জন। আপনাদেরই বাড়ির সামনে রাস্তা থেকে না ?

রজত। হ্যাঁ।

রঞ্জন। কে—কাকে গুলি করল ?

দ্রুত প্রভাদেবীর প্রবেশ।

প্রভা। খোকা—খোকা !

রজত। কি হয়েছে মা ?

প্রভা। বৌমাকে গুলি করেছে।

রজত ও রঞ্জন। সেকি ! কে—কে ?

প্রভা। জানি না বাবা ! আমি ছাদে ছিলুম। দেখলুম একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। তারপর বৌমা বেরিয়ে ট্যাক্সির জন্য তোর কাকা-বাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।···জিপটা চলতে শুরু করল······একটা গুলির আওয়াজ হ'ল···বৌমা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। আয় বাবা, আয়।

রজত। মা !

রঞ্জন। জিপটা কোন দিকে গেল মা ?

প্রভা। উত্তর দিকে—এস্‌প্ল্যানেডের দিকে ছুটে গেছে বাবা। খোকা! ওরে আয়—গাড়ি বার কর—বৌমাকে আমার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। খোকা!

রজত। এঁ্যা! হ্যাঁ। হাসপাতাল। কিন্তু মা, ও কি আর ফিরবে? ও যে আমাদের সকলকে শেষ প্রণাম জানিয়ে গেছে।

প্রভা। খোকা!

রঞ্জন। রজতবাবু!

রজত। জানেন মিঃ রক্ষিত! অনেক স্বপ্ন—অনেক আশা—অনেক আকাঙ্ক্ষা। কিছুই সফল হ'ল না আমাদের জীবনে।

রঞ্জন। ভেঙে পড়বেন না। গাড়ি বার করুন। ওনাকে হসপিটালে remove করুন। আমি যাচ্ছি পালিয়ে যাওয়া জিপটার সন্ধানে।

রজত। পারবেন—পারবেন মিঃ রক্ষিত, শয়তানকে ধরতে? যে বা যারা নিভিয়ে দিল আমার জীবনের দীপ এইভাবে অসময়ে অকালে?

রঞ্জন। নিশ্চয়ই পারবো মিঃ ভট্টাচার্য। আমার মোটর সাইকেলটায় স্টার্ট দেওয়াই আছে—বন্ধ করিনি সেটা। আর কোন মোটর সাইকেল রেসে ফার্স্ট প্রাইজ ছাড়া সেকেণ্ড প্রাইজও আজ পর্যন্ত আমি নিইনি।

প্রভা। কিন্তু তুমি একা—কে তোমাকে সাহায্য করবে বাবা?

রঞ্জন। আমার মোটর সাইকেল, আমার এই রিভলবার, আর এই কোলকাতার পুলিশ বিভাগ। [দ্রুত প্রস্থান।

প্রভা। খোকা! খোকা! আয় বাবা—আয়।

রজত। চল মা; কিন্তু বৃথাই যাওয়া মা। জীবনের দীপ আর আমার জ্বলবে না মা—আর আমার জ্বলবে না।

প্রভা। খোকা!

রজত। মমতাজ চলে গেল—তাজমহল গড়া হ'ল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

সপ্তম দৃশ্য

—মহতাবউদ্দীন আমেদের বাড়ির সম্মুখ ভাগ—

অন্ধ অসুস্থ সিরাজউদ্দিন গীতকণ্ঠে প্রবেশ করে।

ঘুমায়ে আছ সমাধিতলে
মাটির বিছানায় সবুজের আঙিনায়
ভাসায়ে সবে আঁখির জলে।।
আঁধার দুনিয়ায় ঘুরি যে গো হায়
ব্যথার তাড়নায় খুঁজিয়া তোমায়
কত যে ব্যথা জানাব বলে।

গানের মধ্যে প্রবেশ করে অশোক।

অশোক। সিরাজউদ্দিন সাহেব!

সিরাজ। কে?

অশোক। আমি অশোক—অশোক সেন।

সিরাজ। ও! অশোকবাবু! নমস্কার অশোকবাবু!

অশোক। নমস্কার ভাই! আচ্ছা, আমেদ সাহেব কি বাড়িতে আছেন?

সিরাজ। না তো। দাদা পাশের গাঁয়ে একটা ইঞ্জেকশন দিতে গেছে। কেন? কোন দরকার আছে কি?

অশোক। হ্যাঁ, শরীরটা কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে। ডাক্তারবাবুর বাড়িটা দূরে—ওষুধের দোকানগুলোও সেই ষ্টেশনের কাছে। তাই ভাবলুম যাই কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে—যদি দু' একটা ট্যাবলেট-ফ্যাবলেট পাওয়া যায়।

সিরাজ। ও, তা একটু বসুন। দাদা এখুনি এসে পড়বে। আর ডাক্তার-বাবুকেও বোধহয় সঙ্গে করেই নিয়ে আসবে।

অশোক। এঁ্যা! তাই নাকি? তা ডাক্তারবাবু আসবেন কেন?

সিরাজ। ক'দিন ধরে আমিও তো ভুগছি।

অশোক। কি হয়েছে তোমার?

সিরাজ। জ্বর—বুকে-পিঠে ব্যথা। ঐ ডাক্তরবাবুই দেখছেন কিনা। দাদা ব'লে গেল—ফেরার পথে যদি সম্ভব হয়, ডাক্তারবাবুকে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে।

অশোক। তা তোমার যদি জ্বর—বুকে-পিঠে ব্যথা, তা হ'লে এমন সন্ধ্যে বেলায় হিমের মধ্যে ফাঁকায় থাকা তো উচিত নয়। যাও—ঘরে যাও।

সিরাজ। হ্যাঁ—যাই, দাদা দেখতে পেলে বকবে। কি জানেন অশোকবাবু, সকাল-সাঁঝে আমার ভাবী আর জুঁইএর কবরের কাছটায় না এলে—আমার যেন কিছু ভাল লাগে না।

অশোক। সবই বুঝি ভাই। শুধু বুঝি না—মানুষ মানুষকে কি ক'রে এইভাবে খুন করে।

সিরাজ। হ্যাঁ—দেখুন না। ক'দিনে কি সব কাণ্ড ঘটে গেল। বুড়ো সেন সাহেব নিরুদ্দেশ হলেন। আমার কি মনে হয় জানেন অশোকবাবু!

অশোক। কি?

সিরাজ। জুঁই আর বিশ্বনাথের মত তাঁকেও খুন করে শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

অশোক। হতে পারে, কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে শুধু তোমার জুঁই বা আমাদের বিশ্বনাথ নয় ভাই। আজকের কাগজে কি বেরিয়েছে জান?

সিরাজ। কি অশোকবাবু?

অশোক। বিশ্বনাথের বোন মরালী—

সিরাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে নাকি খেলা দেখাচ্ছিল—ঐ তো যার খুব অসুখ করেছিল—আপনারাই তো তাকে সারালেন।

অশোক। হ্যাঁ, আমেদ সাহেব তাকে অত কষ্ট করে সারালেন—আর শয়তানরা দুনিয়া থেকে তাকে সরিয়ে দিল।

সিরাজ। এঁ্যা—সেকি!

অশোক। হ্যাঁ ভাই, তাই। কাগজে বেশী কিছু লেখেনি। শুধু লিখেছে মন্ত্রী রজত ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে মরালী নামে এক যুবতী গত রাত্রে আততায়ীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

সিরাজ। কি বলছেন আপনি অশোকবাবু! ওঃ, পুলিশ—পুলিশ কি করছে বলতে পারেন?

অশোক। কাগজে লিখেছে—পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে, এই পর্যন্ত।

সিরাজ। হায় খোদা! শুনেছি মেয়েটিকে নাকি দেখতে খুব ভাল ছিল?

অশোক। হ্যাঁ ভাই। সেই জন্যই তো আমি ওকে সেন সাহেবের এ্যাসিস্‌-টেণ্ট ক'রে দিয়েছিলুম। ওঃ, মেয়েটাকে যেন দেখতে পাচ্ছি, জান ভাই! কাগজে মেয়েটার ছবি দিয়েছে। ওঃ, মনে হচ্ছে যেন ঘুমাচ্ছে!

সিরাজ। অশোকবাবু!

অশোক। বল ভাই।

সিরাজ। আপনি এখন কোথায় আছেন?

অশোক। ভবানীবাবুর বাইরের ঘরটায়। বাগানবাড়িতে তো আর সাহস হয় না। ঐ মাঝেমধ্যে যাই বাগানবাড়িতে—সেন সাহেবের জিনিস-পত্তরগুলো শুধু দেখাশোনা করতে। আচ্ছা চলি ভাই।

সিরাজ। সেকি, বসবেন না?

অশোক। না। একটু তাড়া আছে। ভবানীবাবু বলছিলেন, বিকাশবাবু নামে কে একজন ভদ্রলোক কোলকাতা থেকে তাঁর বাড়িতে আসবেন। পলাশপুরের জমিদারবাড়ির তিনিই নাকি এখন মালিক। দেখি ভদ্রলোক এলেন কি না। চলি ভাই।

সিরাজ। কি আর বলব—আসুন। নমস্কার!

[প্রস্থান।

অশোক। নমস্কার

সিরাজ। খোদা! ফুল তুমিই ফোটাও খোদা—আবার সেই ফুল তুমিই অকালে ঝরিয়ে দাও। কেন—কেন খোদা? জুঁই! জুঁই!! কোনখানটায় তুই ঘুমিয়ে আছিস বাপ? 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়।'...

আমেদ ও সুনীলবাবুর প্রবেশ।

আমেদ। সিরাজ!

সিরাজ। কে—দাদা?

আমেদ। হ্যাঁ—আমি। তুমি অসুস্থ শরীর নিয়ে এই হিমের মধ্যে এখানে এসে গান গাইছ?

সিরাজ। না—মানে—

আমেদ। কোন কথা নয়। যাও—গিয়ে শুয়ে পড়। ডাক্তারবাবু আসছেন এখুনি। যাও—

সিরাজ। যাই। তোমার সঙ্গে আর কে এসেছেন দাদা?

আমেদ। দারোগাবাবু এসেছেন।

সিরাজ। নমস্কার দারোগাবাবু!

সুনীল। নমস্কার ভাই সিরাজ!

সিরাজ। দারোগাবাবু! আপনারা কিছু করতে পারছেন না দারোগাবাবু? শুনলুম মরালীকেও নাকি গুলি করে শেষ করে দিয়েছে?

সুনীল। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ ভাই। কাগজ তো ঐ কথাই লিখেছে।

সিরাজ। কে বা কারা এমন সর্বনাশ করছে দারোগাবাবু?

সুনীল। তা যদি জানতে পারতুম তা হলে কি একের পর এক এইভাবে শয়তানদের সর্বনাশ করতে দিতুম?

সিরাজ। হায় খোদা! জানি না কি আছে তোমার মনে। দাদা! সই কোথায়? অনেকক্ষণ তো তাকে দেখিনি।

আমেদ। তাকে তোমার জন্য কিছু ফল আনতে পাঠিয়েছিলুম। এসে সে তোমার বিছানাটা ঠিক করছিল। যাও—ঘরে যাও। ডাক্তারবাবু কিন্তু দেখতে পেলে বকবেন। যাও। [সিরাজের প্রস্থান।

সুনীল। ডাক্তারবাবু কখন আসবেন ?

আমেদ। আমাকে তো বললেন এক্ষুনি যাচ্ছি। তা আপনি ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন ?

সুনীল। পশ্চিম পাড়ায়। বিশ্বনাথের বাড়িতে।

আমেদ। ওর বাড়িতে তো আর কেউ নেই। তালাবন্ধ।

সুনীল। হ্যাঁ। ওর বাড়িতে আর কেউ নেই। বিশ্বনাথের জ্ঞান আর ফিরে এল না—মরালীও আর ফি:র আসবে না।

আমেদ। দারোগাবাবু!

সুনীল। জানেন আমেদ ভাই! আমি যেন সত্যিই দিশেহারা হ'য়ে পড়েছি। এতগুলো ব্যাপার ঘটে গেল—অথচ কিছুই করতে পারছি না। তারপর আমার এ্যাসিস্‌ট্যান্ট ঐ রাস্কেল রঞ্জনটাও হয়েছে সেই রকম। ফেরার কথা সেই কাল রাত্তিরে—তা আজ এখনও পর্যন্ত ফেরার নাম নেই ডিটেকটিভবাবুর। আচ্ছা একটা কথা—

আমেদ। বলুন।

সুনীল। আপনি যেটা বলছেন, সেটা ভুল নয় তো ?

আমেদ। আজ্ঞে না, মরালী অন্তঃস্বত্বা ছিল।

সুনীল। হু! আপনি যদি আমাকে আগে বলতেন—

আমেদ। কি ক'রে বলব ? বিশ্বনাথ ভাই যে আমাকে 'কসম' খাইয়ে নিয়েছিল।

সুনীল। আচ্ছা তা হ'লে কি লজ্জার হাত থেকে বাঁচতেই সে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল ?

আমেদ। এখন তো মনে হচ্ছে তাই।

সুনীল। না, এখন আর তা মনে হচ্ছে না। Yes, I am sure. It was not a case of suiside; it was a case of homicide. মরালী আত্মহত্যা করতে চায়নি—তাকে হত্যা করতে চাওয়া হয়েছিল।

আমেদ। এঁ্যা—কি বলছেন আপনি!

সুনীল। ঠিকই বলছি। মিঃ আমেদ—

আমেদ। বলুন স্যার।

সুনীল। আপনি sure যে মরালী কোন কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল?

আমেদ। হ্যাঁ স্যার। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

রুমালে হাত মুছতে মুছতে প্রতাপবাবুর প্রবেশ।

প্রতাপ। না আমেদ, কোন সন্দেহ নেই।

আমেদ। ডাক্তারবাবু!

প্রতাপ। হ্যাঁ; simply it is a case of influenza। আমি যেটা সন্দেহ করেছিলাম সেটা নয়। আরে মিঃ চাটার্জি না?

সুনীল। Yes Dr. Roy! আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম। কিন্তু আপনি এখানে আসছেন শুনে আপনার জন্য এখানেই অপেক্ষা করছি।

প্রতাপ। কোন সূত্র-টুত্র পেয়েছেন কি?

সুনীল। হ্যাঁ, তা পেয়েছি।

উভয়ে। পেয়েছেন?

সুনীল। হ্যাঁ, এই drageesটা।

উভয়ে। Dragees?

সুনীল। যার মধ্যে আজকাল tablet থাকে। যেটা আমি পেয়েছি মরালীর শতচ্ছিন্ন বিছানার তলা থেকে। এই যে এইটা। এর মধ্যে চারটে বড়ি ছিল। কাঁচি দিয়ে বেশ artistic-ভাবে যেগুলো বার করা হয়েছে এর ভেতর থেকে। আপনাদের দেখাব বলে নিয়ে এসেছি।

প্রতাপ। দেখি। (মোড়াটা হাতে নিয়ে দেখে) সর্বনাশ! এটা—এটা—

আমেদ। এ যে দারুণ কড়া একটা ঘুমের বড়ি। তা হ'লে এই বড়ি চারটেই একসঙ্গে খেয়েছিল মরালী।

স্থনীল। Dr. Roy!

প্রতাপ। বলুন।

স্থনীল। এই Sonaryl Tablet-টা সত্যিই কি খুব কড়া ঘুমের ওষুধ?

প্রতাপ। হ্যাঁ মিঃ চ্যাটার্জী।

স্থনীল। Prescription ছাড়া ডাক্তারখানা থেকে কি এটা পাওয়া যায়?

প্রতাপ। আইনতঃ না।

স্থনীল। এ অঞ্চলে আপনি ছাড়া তো আর কোন পাশকরা ডাক্তার নেই?

প্রতাপ। না।

স্থনীল। তা হ'লে এই Prescription—

প্রতাপ। আমিই করেছি মিঃ চ্যাটার্জী।

উভয়ে। ডক্টর রায়!

প্রতাপ। হ্যাঁ, Sonaryl 4 tablets আমিই Prescribe করেছি।

স্থনীল। কার জন্যে? মরালীর?

প্রতাপ। না।

উভয়ে। তবে?

প্রতাপ। আপনার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রঞ্জনবাবুর জন্যে।

স্থনীল। What!

প্রতাপ। Yes Mr. Chatterjee. আমি প্রেসক্রিপসন্‌টা করেছিলুম for Mr. Ranjan Rakshit।

স্থনীল। (পাগলের মত পায়চারি করতে করতে আপন মনে) রঞ্জন! রঞ্জনের জন্য প্রেসক্রিপসন্! আর সেই বড়ি খেল মরালী। মরালী যাদুকরের assistant আর রঞ্জন যাদু প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের একজন। দু'জনেই

Bachilor. ঐ রঞ্জনের ফেরার কথা কাল রাত্রে—ফিরলো না এখনও। তাহলে রঞ্জন—

অশোকের পুনঃ প্রবেশ।

অশোক। আজ্ঞে না—আমি অশোক।

সকলে। অশোকবাবু!

অশোক। আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু আগে আমি একবার এসেছিলুম কম্পাউণ্ডার-বাবুর খোঁজে। আরে! এই তো ডাক্তারবাবুও এসে গেছেন দেখছি। ভালই হয়েছে।

প্রতাপ। কি ব্যাপার? কার আবার কি হ'ল? Caseটা কি?

অশোক। না—তেমন কিছু নয়। ব্যাপারটা আমারই।

প্রতাপ। হয়েছেটা কি?

অশোক। মানে গা-টা কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে। গা-হাতে অসম্ভব যন্ত্রণা। একটু জ্বর হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে। তাই কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে এসেছিলুম যদি কিছু ট্যাবলেট-ফ্যাবলেট দেন—অন্ততঃ রাত্রিটার মত। তা আপনি যখন এসেই গেছেন—দয়া করে যদি কিছু দেন—

প্রতাপ। সর্দি আছে?

অশোক। হ্যাঁ—আছে।

প্রতাপ। দেখি হাতটা, (নাড়ি দেখেন) হুঁ—জ্বর তো রয়েছে। আমেদ—

আমেদ। ডাক্তারবাবু!

প্রতাপ। আমার কাছে নেই—তোমার কাছে কোসাভিল আছে?

আমেদ। আজ্ঞে আছে বোধহয়, খুঁজে দেখতে হবে।

প্রতাপ। যদি থাকে, অশোকবাবুকে একটা দিয়ে দাও। আজ রাত্রে ওটা খেয়ে নিন—তারপর কাল report করবেন।

অশোক। ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। আর একটা কথা—

প্রতাপ। বলুন।

অশোক। আচ্ছা! আপনি বিকাশবাবু ব'লে কাউকে চেনেন?

প্রতাপ। বিকাশ? বিকাশ কে?

অশোক। বিকাশ রায়।

প্রতাপ। বিলক্ষণ চিনতুম। সে ছিল আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে হ'ল আজ প্রায় ত্রিশ বছর। ত্রিশ বছর আগে পুরীর সমুদ্রে তলিয়ে যায়। কিন্তু তার কথা কেন হঠাৎ?

অশোক। তিনি বেঁচে আছেন ডাক্তারবাবু।

প্রতাপ। বেঁচে আছে! বিকাশ!! কি বলছেন মশাই!

অশোক। ঠিকই বলছি ডাক্তারবাবু। তিনি বেঁচে আছেন এবং সেই গল্পই তিনি করছিলেন ভবানীবাবুর বাড়িতে। বলছিলেন—আপনি, রজতবাবুর বাবা ভরতবাবু—আপনারা তিন জনে ছিলেন নাকি যাকে বলে প্রাণের বন্ধু।

প্রতাপ। আপনি কি প্রলাপ বকছেন? কিন্তু এই সামান্য জ্বরে তো প্রলাপ বকার কথা নয়।

অশোক। আপনি অবিশ্বাস করছেন? চলুন আমার সঙ্গে ভবানীবাবুর বাড়িতে। বিকাশবাবুও আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রতাপ। চলুন তো মশাই। দেখি—ত্রিশ বছর আগে মরে ভূত হ'য়ে যাওয়া লোকটা কেমন ক'রে আজ ফিরে এসেছে।

অশোক। চলুন, বাইরে তো আপনারই বোধহয় সাইকেল রিক্সটা দাঁড়িয়ে আছে।

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

সুনীল। No Doctor Roy!

প্রতাপ। আজ্ঞে?

সুনীল। ভবানীবাবুর বাড়ি নয়, আপনাকে এখুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

প্রতাপ। মানে?

সুনীল। মানে—আপনি under arrest।

সকলে। সেকি!

আমেদ। আপনি কি বলছেন দারোগাবাবু!

সুনীল। যা বলছি—তা কি বুঝতে পারছেন না আমেদ সাহেব?

অশোক। কিন্তু ওনার—ওনার কি অপরাধ?

সুনীল। সেটা আপনার জিজ্ঞাসা করার কারণ কি?

অশোক। না, মানে—ওনার মত আদর্শ চরিত্রবান সৎলোক এ অঞ্চলে আর দু'টি নেই যে।

আমেদ। সত্যিই দারোগাবাবু, আমিও তাই বলছি। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল করছেন। এভাবে ওনার মত লোককে—

সুনীল। অশোকবাবু! আমেদ সাহেব! ভূত সরষের মধ্যে যদি থাকে ওঝার বাপেরও সাধ্যি নেই ভূত ছাড়ায়। তাই না মিঃ রায়?

প্রতাপ। থামুন! আপনাকে বিলক্ষণ একজন পুলিশ অফিসার বলেই জানতুম। কিন্তু আজ দেখছি—

সুনীল। আমার মত অপদার্থ আর কাউকে দেখেননি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

প্রতাপ। চুপ করুন। অসভ্যের মত হাসবেন না। বলুন—কি আমার অপরাধ?

সুনীল। Not here Dr. Roy! সেটা থানাতেই জানতে পারবেন। চলুন—

প্রতাপ। যদি আমি না যাই?

সুনীল। বাধ্য হব থানা থেকে পুলিশ আনিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে নিয়ে যেতে।

প্রতাপ। মিঃ চ্যাটার্জী! আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। Please, আপনি রঞ্জনবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন যে—

সুনীল। থামুন! রঞ্জনবাবু—রঞ্জনবাবু! আপনি জানেন না যে রঞ্জন গতকাল কোলকাতায় মোটর সাইকেল accident ক'রে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় Calcutta Police Hospitalএ পড়ে আছে?

সকলে। এঁ্যা! সেকি!! রঞ্জনবাবু—

সুনীল। হঁ্যা—তাই, রঞ্জনবাবুর জ্ঞান সম্ভবতঃ আর ফিরে আসবে না।

আমেদ। তবে—আপনি আমাকে বললেন রঞ্জনবাবু—

সুনীল। মিঃ আমেদ! পুলিশ তার বাবাকেও সত্যি কথা বলে না—তা আপনি। কৈ—চলুন। [উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

অশোক। দাঁড়ান মিঃ চ্যাটার্জী। একটা কথা—

সুনীল। বলুন।

অশোক। আমি—আমি প্রতাপবাবুর জামিন দাঁড়াচ্ছি। ওনাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। দেখুন—উনি কি রকম ভেঙে পড়েছেন।

আমেদ। হঁ্যা দারোগাবাবু। দয়া করে তাই করুন। আমিও ওনার জামিন হচ্ছি।

সুনীল। জামিন দাঁড়ানো আর জামিন দেওয়ার ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ার-ভুক্ত নয়—ওটা কোর্টের ব্যাপার। ও ব্যাপারটা যথাস্থানেই করবেন। আচ্ছা চলি।

অশোক। আমরা আপনার এই জুলুমবাজি সহ্য করব না।

সুনীল। তাহ'লে খানিকটা কেঁদে নিন—না হয় ইনক্লাব জিন্দাবাদ ব'লে চেঁচিয়ে নিন।

অশোক। মিঃ চ্যাটার্জী! আপনি জানেন আমি এম. এল. এ. ভবানীবাবুর বাড়িতে আছি?

সুনীল। আরে দূর মশাই! এম.এল.এ. কেন, আপনি এম.পি. বা প্রধান মন্ত্রীর

বাড়িতে থাকুন না, তাতে আমার কি? আমি যেটা উচিত মনে করেছি সেটা করছি। ব্যাস! চলুন ডাক্তারবাবু (অশোককে) হ্যাঁ—ভাল কথা, আপনার ঐ উত্তমকুমার না বিকাশ রায়—মানে, যিনি এসেছেন—তিনি যদি এনার সঙ্গে একান্তই দেখা করতে চান তা হ'লে সোজা থানায় চলে আসতে বলবেন।

অশোক। আপনার এ কথার অর্থ?

সুনীল। বুঝতে পারছেন না? তিন হাজার বছর আগের মরা মমী পালালো কাফন খুলে—তাতে ইট ভরে; আর ত্রিশ বছর আগের জলে ডুবে মরা ফিরে এলো—জ্যান্ত হ'য়ে আমাদের মাঝে।

অশোক। তাতে হ'লটা কি?

সুনীল। আপনাদের সকলকে সন্দেহমুক্ত করে আসল আসামীকে এ্যারেষ্ট করে থানায় নিয়ে যাচ্ছি।

অশোক। তা হ'লে এবার আমি কোলকাতায় চলে যেতে পারি?

সুনীল। আপনিই তো বলেছেন—আপনার হারালে নেই খুঁজতে ম'লে নেই কাঁদতে। অত ব্যস্ত কেন? আর দু'টো দিন থাকুন না। যেতে তো একদিন সবাইকে হবেই। আর একান্তই যদি যান—কোথায় যাচ্ছেন, থানায় ঠিকানাটা জানিয়ে যাবেন। চলি। চলুন মিঃ রায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

আমেদ। অশোকবাবু!

অশোক। দেখলেন—দেখলেন মিঃ আমেদ, পুলিশের জুলুমবাজিটা একবার দেখলেন!

আমেদ। বিশ্বাস করুন অশোকবাবু, ডাক্তারবাবু খুব ভাল লোক।

অশোক। আমি কি তা জানি না মশাই! আজ দু' বছর তো ওনাকে দেখছি।

আমেদ। কিন্তু এখন কি হবে অশোকবাবু? যেমন করেই হোক, আজ রাত্রের মধ্যেই ওনাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে যে। ওনার মত মানী লোক না হ'লে অপমানেই মরে যাবেন যে।

অশোক। ঠিক আছে। আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

আমেদ। কোথায়?

অশোক। ভবানীবাবুর কাছে। ভবানীবাবু আর বিকাশবাবু দু'জনেই আছেন। দেখি কতদূর কি করা যায়। চলুন। আমি প্রমাণ করব—প্রতাপবাবুকে এ্যারেষ্ট করে পুলিশ শুধু অন্যায় করেনি—ভুল করল। [উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

—ভবানীবাবুর বাড়ি—

কথা কইতে কইতে আসেন বিকাশবাবু ও ভবানীবাবু।

ভবানী। এ তো শুধু অন্যায় নয়—ভুল—মস্ত বড় ভুল।

বিকাশ। তা যা বলেছেন। তবে বলতে পারেন—এর জন্য খানিকটা দায়ী আমি আর আপনাদের রঞ্জনবাবু।

ভবানী। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না বিকাশবাবু, কেন আপনারা খবরের কাগজের Reporter-দের কাছে এমন একটা ভুল statement দিলেন। মারা গেলেন শেফালী দেবী—আর আপনারা শেফালীর জায়গায় বললেন মারা গেছেন মরালী দেবী। কাগজ ছবি সমেত অমনি ছেপে দিল সেটা। তারপর হয়তো দু'দিন পরে ভ্রম সংশোধন করবে—না-মরালী নয়, খুন হয়েছেন শেফালী দেবী। এর মানেটা কি?

বিকাশ। জগতে যা ঘটে তার সব কিছুর মানে সব সময় বোঝা যায় না ভবানীবাবু।

ভবানী। অর্থাৎ ?

বিকাশ। অর্থাৎ—এই যে আপনাদের ম্যাজিসিয়ান সমর সেন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হ'লেন, তার মানেটা কি বুঝতে পেরেছেন ?

ভবানী। না।

বিকাশ। মরালীর দাদা—বিশ্বনাথ খুন হ'ল, তার মানেটা ধরতে পেরেছেন ?

ভবানী। না।

বিকাশ। জহিরউদ্দিন খুন হয়েছে, তার মানেটা—

ভবানী। আজ্ঞে না।

বিকাশ। ম্যমীর নিরুদ্দেশ যাত্রা—

ভবানী। না-না।

বিকাশ। তবে ? শেফালীর জায়গায় মরালীর নামটা ছাপা হয়েছে—এর মানেটা ধরতে এত বিব্রত হ'য়ে পড়ছেন কেন ?

ভবানী। কিন্তু আপনি এত কথা কোথা থেকে জানলেন ?

বিকাশ। ঐ যে বললুম রঞ্জনবাবু। রঞ্জনবাবুর মুখেই সব শুনেছি। আর শুনেই রহস্যের গন্ধ পেয়ে সোজা এখানে দৌড়ে এসেছি।

ভবানী। তবে টেলিফোনে রজত যে বললে—এখানকার জমিদারবাড়ির আপনিই এখন মালিক—ওখানে আপনি একটা স্কুল না কলেজ তৈরি করবেন—আর সেই ব্যবস্থার জন্যই আপনি পলাশপুরে আসছেন—

বিকাশ। তাও ঠিক। তবে কি জানেন, ঐ রথ দেখা আর কলা বেচা দুটোই যদি একসঙ্গে হয় সে তো ভালই। এই আর কি।

ভবানী। জানেন বিকাশবাবু, রজতটার জন্য আমার বড় দুঃখ হয়।

বিকাশ। স্বাভাবিক।

ভবানী। একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি—একসঙ্গে থেকে পড়াশোনা করেছি। আজ দু'জনে রাজনীতির ক্ষেত্রে পার্টির ব্যাপারে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু অতীত ? অতীতকে তো মুছে ফেলা যায় না।

বিকাশ। বড় খাঁটি কথা বলেছেন ভবানীবাবু। অতীতকে মুছে ফেলা যায় না। তা যদি যেত—

ভবানী। জানেন—এই সেদিন ওদের বিয়ে হ'ল। আর কি না ওর স্ত্রী এই-ভাবে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিল! আর পুলিশও হয়েছে মশাই তেমনি। এত যে কাণ্ড পর পর ঘটছে, তার একটারও কি কিনারা করতে পারল? আমরা যদি কোন দিন power এ আসি—এই Police Department-টাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

বিকাশ। যাক, ছেড়ে দিন ওকথা। পুলিশের কাজ পুলিশ করবে। সে ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে আমার মত সাধারণ মানুষের ফুলিশ সাজা উচিত নয়। কিন্তু ঐ ছোকরা—কি যেন নাম ওর?

ভবানী। অশোক।

বিকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, অশোক—অশোকবাবু। তা অশোকবাবু গেলেন কোথায়? এখনও আসছেন না কেন?

ভবানী। হয়তো আপনার বাল্যবন্ধু ডাক্তার প্রতাপবাবুকে একেবারে ধরে নিয়ে আসছে।

অশোক ও আমেদের প্রবেশ।

অশোক। না বিকাশবাবু, আপনার বন্ধু ডাক্তার রায়কে আমি ধরে আনতে পারিনি। কারণ—

উভয়ে। কারণ?

অশোক। কারণ—সুনীলবাবু তাঁকে ধরে নিয়ে গেছেন।

ভবানী। সেকি!

বিকাশ। সুনীলবাবু! সুনীলবাবু কে?

আমেদ। সুনীল চ্যাটার্জী। পলাশপুর থানার বড়বাবু।

বিকাশ। সেকি! তাহলে প্রতাপ কি under arrest?

অশোক। সুনীলবাবু তো তাই বললেন। (নাকে রুমাল চেপে হাঁচে)

বিকাশ। কিন্তু—কিন্তু প্রতাপ—প্রতাপকে এ্যারেস্ট করার কারণ কি? ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছেন ভবানীবাবু?

ভবানী। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা পুলিশ নয়—সত্যিই ওরা ফুলিশ। তা না হ'লে প্রতাপবাবুর মত একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে যায়?

আমেদ। অনেক করে আমরা বললুম—জানেন ভবানীবাবু, কিন্তু বড়বাবু কোন কথাতেই কান দিলেন না। বরং—

অশোক। যা-তা কথা বলে গেলেন। (আবার হাঁচে)

ভবানী ও বিকাশ। কি রকম?

অশোক। মানে—এম-এল-এ ভবানীবাবুর কথা বললুম—উনি ঠাট্টা করে বললেন—আরে দূর মশাই! এম-এল-এ তো ছার, এম-পি বা Prime Minister-ও আমার কিছু করতে পারবে না।

ভবানী। বটে! এত বড় কথা!!

অশোক। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিকাশবাবুর কথা বললুম। উনি বললেন—ওসব বিকাশ রায় উত্তমকুমার বুঝি না। দরকার থাকে, থানায় আসতে বলবেন। (আবার হাঁচে)

ভবানী। আরে! দূর ছাই! তুমি কি আমাদের সকলকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ধরাতে চাও নাকি?

অশোক। মানে—এই ছোটাছুটিতে জ্বরটা একটু বেড়েছে। হাই যাঃ! আমেদ সাহেব! কোসাভিল ট্যাবলেট?

আমেদ। ইস্! তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গেল তো!

বিকাশ। ঠিক আছে। আমার কাছে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ট্যাবলেট আছে। দিচ্ছি—চলুন। একেবারে দুটো খেয়ে গায়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়বেন।

অশোক। কি ট্যাবলেট?

বিকাশ। তা জানি না মশাই। তবে একটু ঠাণ্ডা লাগলেই আমারও

ওরকম হয়—তাই ডাক্তারের দেওয়া ঐ ট্যাবলেটগুলো সব সময়েই সঙ্গে থাকে।

অশোক। কিন্তু থানা—

ভবানী। থানায় আর তোমাকে যেতে হবে না। আমরাই যাচ্ছি। দেখছি সুনীলবাবু কত বড় O. C. হয়েছেন। দরকার হ'লে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ট্রাঙ্ককল করব। যাও—গিয়ে শুয়ে পড়।

বিকাশ। চলুন—চলুন, আমি ট্যাবলেট দিচ্ছি।

অশোক। ওঃ—আসুন। আমি আর দাঁড়াতেও পারছি না।

[হাঁচতে হাঁচতে প্রস্থান।

বিকাশ। ভবানীবাবু!

ভবানী। বলুন।

বিকাশ। এবার ?

ভবানী। এবার হয়তো পুলিশ আমাকে, আপনাকে বা কম্পাউণ্ডার এই আমেদ সাহেবকে, কিম্বা রজতকেও এ্যারেস্ট করে বাহাদুরি জাহির করবে।

বিকাশ। কিন্তু আমরা এখন কি করব ?

ভবানী। কি আবার করব! থানায় যেতে হবে। যেমন করে হোক, প্রতাপবাবুকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিকাশ। কিন্তু পুলিশ যদি না ছাড়ে ?

আমেদ। ছাড়বে না—বুঝলেন—অত করে বলা সত্ত্বেও বড়বাবু তো তা কানেই তুললেন না।

বিকাশ। তবে ?

ভবানী। 'তবে' বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না মশাই। থানায় আগে যেতেই হবে।

বিকাশ। বেশ—চলুন। কিন্তু আপনি—কি যেন নাম আপনার ?

আমেদ। আজ্ঞে মহতাবউদ্দিন আমেদ।

ভবানী। উনি অভয়া আরোগ্য নিকেতনের কম্পাউণ্ডার।

বিকাশ। ও—আচ্ছা আচ্ছা। আমেদ সাহেব!

আমেদ। আজ্ঞে বলুন।

বিকাশ। আপনার বাড়ি থেকে প্রতাপের বাড়ি কতটা?

আমেদ। আজ্ঞে হেঁটে গেলে মিনিট দশেকের পথ।

বিকাশ। প্রতাপের বাড়িতে কে আছে?

আমেদ। ওনার ছেলে তো বাইরে—বৌমাও বাড়িতে নেই। তা হ'লে আছে চাকর নিধিরাম।

বিকাশ। তা হ'লে আপনি এক কাজ করুন ভাই।

আমেদ। বলুন।

বিকাশ। আপনাকে আর থানায় যেতে হবে না। আমরাই যাচ্ছি থানায়। আপনি বরং ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে নিধিরামকে বলুন, ডাক্তারবাবুর ফিরতে দেরি হবে বা আজ নাও ফিরতে পারেন। সে না ভাবনা-চিন্তা করে এবং একটু সাবধানে থাকে। আপনি কি বলেন ভবানীবাবু? এইটাই ভাল নয়?

ভবানী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আপনি তাই যান আমেদ সাহেব।

আমেদ। ঠিক আছে ভবানীবাবু। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। নমস্কার!

উভয়ে। নমস্কার! [আমেদের প্রস্থান।

বিকাশ। ভবানীবাবু! থানা এখান থেকে কতটা?

ভবানী। মাইল খানেক হবে।

বিকাশ। তা হ'লে কিসে যাওয়া হবে? হেঁটে?

ভবানী। হেঁটে কেন? সাইকেল রিক্সায়।

বিকাশ। তা হ'লে একটা রিক্স ডাকুন—আমি ততক্ষণ আপনার অশোককে দুটো ইনফ্লুয়েঞ্জার ট্যাবলেট দিয়ে আসি।

ভবানী। বেশ—চলুন।

বিকাশ। এক মিনিট। ভবানীবাবু, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?

ভবানী। ভূত ?

বিকাশ। হ্যাঁ—ভূত। মানে—অশরীরী আত্মা।

ভবানী। কি পাগলের মত বলছেন মশাই !

বিকাশ। পাগল নয়। বলুন না—বিশ্বাস করেন ?

ভবানী। না—মানে—ঠিক বিশ্বাস করি না। তবে সত্যি কথা বলতে কি, দিনের বেলায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু নিঃসঙ্গ অন্ধকার রাত্রে—

বিকাশ। একটু একটু বিশ্বাস করেন।

ভবানী। তা মানে—হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন ?

বিকাশ। আপনাকে বললুম না—জীবনের এই ত্রিশ বছর অজ্ঞাতবাসে অনেক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে—অনেক গুপ্তবিদ্যার সাধনায়—আর অনেক দেশ-বিদেশের মানুষের মধ্যে কাটিয়েছি।

ভবানী। তা তো বললেন। কিন্তু তার সঙ্গে ভূতের কি সম্পর্ক ?

বিকাশ। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভবানীবাবু, আমিও হিপ্নোজিম ম্যাসমেরিজম এবং স্পিরিচুয়ালিজম খুব ভালভাবেই জানি।

ভবানী। মানে—সম্মোহনবিদ্যা—প্রেততত্ত্ব—আপনি তাহলে ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন ?

বিকাশ। করি মানে ? আমি তো তাদের দেখতে পাচ্ছি।

ভবানী। এ্যাঁ !

বিকাশ। হ্যাঁ। ঐ তো আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে—জহিরউদ্দিনের প্রেতাত্মা। ঐ তো ঘাড়টা মোচড়ানো।

ভবানী। এ্যাঁ ! কি বলছেন মশাই ! (লাফিয়ে একপাশে সরে যায়)

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! আপনি গিয়ে দাঁড়ালেন এবার যার পাশে—সে সম্ভবতঃ আপনাদের বিশ্বনাথ—ঐ তো গুলির গর্ত।

ভবানী। দূর মশাই ! কি আরম্ভ করলেন আপনি ! (অন্যদিকে সরে যায়)

বিকাশ। আমি আর কি আরম্ভ করব? দেখছি অদেহীরাই চারিদিক থেকে এই ঘরটায় আসতে আরম্ভ করেছে। আপনাদের সেই হারিয়ে যাওয়া মামী তার গত শতাব্দীর ঘুম ভেঙ্গে যদি ঠিক এইভাবে—(অভিনয় দেখান) আপনার ঐ পেছনের দরজাটা দিয়ে আপনার দিকে এগিয়ে আসে—তাতেও আমি অবাক হব না।

ভবানী। আপনি—আপনি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছেন নাকি? (বিকাশের দিকে এগিয়ে আসেন)

বিকাশ। আরে মশাই! আমিও তো ত্রিশ বছর আগে জলে ডুবে মরা একটা ভূত।

ভবানী। এ তো মহা ঝঞ্ঝাট! আরে মশাই! (ভীতকণ্ঠে) আমি ভয় পাই না—বুঝলেন? আমি ভবানী সিংহ।

বিকাশ। গলাটা কিন্তু সিংহের মত শোনাচ্ছে না। শোনাচ্ছে পাখির মত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চলুন। তবে জানবেন, আপনি আমি যেমন আছি—ওরাও তেমনি আছে।

ভবানী। কারা?

বিকাশ। ভূত—প্রেত—দানা—দক্ষী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভবানী। রাম—রাম—রাম! [উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

—পলাশপুর থানা—

রাইফেল কাঁধে শ্রীপতির প্রবেশ।

শ্রীপতি। রা-রা-রাম-রাম-রাম। গা-টা যেন কেমন ছ-ছ-ছম্-ছম্ করে। শালা! এ কি চাকরীতে প-প-ড়েছি রে বাবা। শেষে—শালা! আমিও কি খু-খুন হ'য়ে ভূ-ভূ-ভূত হ'য়ে যাব নাকি! রাম—রাম—রাম! ব-ব-বড়—বড়বাবু ত-ত-তদন্তে গেছেন। র-র-র-রঞ্জনবাবু বে-বেপাত্তা। (ঠক ক'রে একটা শব্দ হয়) রা-রা-রাম—রাম—রাম। এই থানটায়—বি-বিশ্বনাথকে গু-গু-গুলি করে খু-খুন করেছিল। আমি এখন এ-একা। য-য-যদি সে হ-হ-ঠাৎ—(পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে দাঁড়িয়ে আছে বোরখা পরিহিতা এক নারীমূর্তি) কে-কে-কে?…চু-চু-চুপ ক'রে আছ কেন? (ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে থাকে) আমি অত ভী-ভী-ভীতু নই—বুঝলে? …কি—জ্বালা—এ ক-ক-কথা বলে না যে। আমি কিন্তু গু-গু-গু-গু—(কাঁপতে কাঁপতে রাইফেল তুলে ধরে)

প্রবেশ করে রঞ্জন। তার পরনে চেক লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ, মুখে দাড়ি, হাতে পোঁটলা।

রঞ্জন। (একটু চাপা গলায়) আরে আরে, কর কি ভাই, এ যে আমার বিবি।

শ্রীপতি। তোমার এ—বি-বি-বি—

রঞ্জন। এ-বি-বি নয়। এ, বি, সি, ডি—; তারপরটা যেন কি ভাই বীর-পুরুষ—কাপড়ে—?

শ্রীপতি। আরে যা-যাও। আমি ভী-ভী-ভীতু নই—বুঝলে? দি-দিতুম এখুনি শে-শেষ করে—গু-গু-গু—

রঞ্জন। গুলি করে। কিন্তু সেটা কি ঠিক হ'ত ভাই?

শ্রীপতি। ও ক-ক-কথা বলে না কেন?

রঞ্জন। কি করে বলবে—ও যে বোবা।

শ্রীপতি। বো-বো-বোবা! তা বো-বোবা বিবিকে নিয়ে বো-বোরখা পরিয়ে এত রাত্রে এ-এ-এখানে কেন?

রঞ্জন। আমাদের যে ভারি বিপদ।

শ্রীপতি। বি-বি-পদ?

রঞ্জন। হ্যাঁ, বড়বাবু কোথায়?

শ্রীপতি। ত-ত-তদন্তে।

রঞ্জন। রঞ্জনবাবু?

শ্রীপতি। বে-বে-বেপাত্তা।

রঞ্জন। তা হ'লে উ-উ-উপায়?

শ্রীপতি। কি-কি-কিসের?

রঞ্জন। আমার এই বিবির?

শ্রীপতি। (জেরার ভঙ্গিতে) কি—হ-হ-হয়েছে ওর?

রঞ্জন। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার।

শ্রীপতি। হুঁ। কি না-নাম ওর?

রঞ্জন। মরালী।

শ্রীপতি। (বিষম খায়) সে—সে তো খু-খু-খুন হয়েছে।

রঞ্জন। কে বললে?

শ্রীপতি। কাগজ। তার ছ-ছ-ছবি ত ছে-ছেপেছে।

রঞ্জন। সে আবার বেঁচে উঠেছে।

শ্রীপতি। এঁ্যা! যাঃ, কি ঠা-ঠা-ঠাট্টা হচ্ছে মাইরি।

রঞ্জন। আরে ঠাট্টা নয়। এই ছাখো—(বোরখার মুখের দিকের অংশ তুলে ধরে। দেখা যায় ক্রন্দনমুখরা মরালীর মুখ)

শ্রীপতি। (কেঁদে ফেলে) ব-ব-বড়বাবু—(পালাতে যায়—রঞ্জন তাকে জাপটে ধরে) ছে-ছে-ছেড়ে দাও। ভূ-ভূ-ভূ—

রঞ্জন। (স্বাভাবিক স্বরে) শ্রীপতি!

শ্রীপতি। কে—কে?

রঞ্জন। আমি।

শ্রীপতি। র-র-র—

রঞ্জন। (ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে) চুপ!

শ্রীপতি। আ-আ-আপনি?

রঞ্জন। হ্যাঁ। তুমি না আমার Assistant?

শ্রীপতি। হ্যাঁ।

রঞ্জন। আমরা না গোয়েন্দাগিরি ক'রে দু'জনে মিলে কেস ধরব?

শ্রীপতি। সি-সি-সিওর।

রঞ্জন। তা হ'লে যা বলি শোন।

শ্রীপতি। ব-ব-বলুন।

রঞ্জন। এই মেয়েটিকে Female lockup-এ আটকে রাখো। যাও শিগ্‌গির।

শ্রীপতি। কে-কেন?

রঞ্জন। Assistant কোন প্রশ্ন করে নাকি?

শ্রীপতি। চা-চাবিটা আনি—

রঞ্জন। ভয় করছে না তো?

শ্রীপতি। আমি অত ভী-ভীতু নই—বু-বুঝলেন? [বীর দর্পে দ্রুত প্রস্থান।

রঞ্জন। মরালী!

মরালী। (অবগুণ্ঠন সরিয়ে) বলুন।

রঞ্জন। আবার তুমি কাঁদছো মরালী ?

মরালী। কাঁদতেই তো আমি এসেছি রঞ্জনবাবু। নইলে যে দাদার চেয়েও বড়—মায়ের পেটের ভাইএর চেয়েও আপনার—সংসারের সেই একমাত্র অবলম্বন কেন এইভাবে চলে যাবে রঞ্জনবাবু? ষ্টেশনে যখনই শুনলুম খবরটা—তখনই মনে হ'ল আপনার কথামত পলাশপুরে এইভাবে না এসে—তখুনি ট্রেনের তলায় মাথা দিই।

রঞ্জন। অপরাধীর তাতে স্থবিধেই হ'ত মরালী।

মরালী। আপনি কি মনে করেন অপরাধীদের আপনি ধরতে পারবেন ?

রঞ্জন। জীবন বিপন্ন করে—বরানগর পুলিশের সাহায্যে—জিপের সেই শয়তান দু'টোকে যখন ধরেছি আর মারের চোটে যখন তাদের State-ment আদায় করেছি—তখন মনে হয় অপরাধীকে নিশ্চয়ই ধরতে পারব।

মরালী। কিন্তু আপনি এই বেশে-ই বা এলেন কেন, আর আমাকেই বা এই-ভাবে এখানে নিয়ে এলেন কেন ?

রঞ্জন। তা না হ'লে—মানে—অপরাধীরা আমাদের চিনতে পারলে—তোমার পাতানো দাদা বিশ্বনাথের মত আমাদের দু'জনকেও শেষ হয়ে যেতে হ'ত।

মরালী। দাদার সম্বন্ধে ওরকম মন্তব্য করবেন না রঞ্জনবাবু। ওতে বড় আঘাত লাগে।

রঞ্জন। তুমি-ই তো বলেছ, বিশ্বনাথ তোমার নিজের দাদা নয়।

মরালী। কিন্তু নিজের চেয়েও অনেক নিজের। তাই তো সব হারিয়ে ওর সঙ্গেই চলে আসতে পেরেছিলুম এখানে।

শ্রীপতির পুনঃ প্রবেশ।

শ্রীপতি। র-র-রঞ্জনবাবু! ও-ওনাকে পাঠিয়ে দিন। ল-লকআপে রেখে আসি।

রঞ্জন। (মরালীকে) যাও ওর সঙ্গে।

মরালী। কতক্ষণ আমাকে ওখানে—ঐ হাজতে থাকতে হবে ?

রঞ্জন। যতক্ষণ না তোমাকে ওখান থেকে বার করা হচ্ছে।

মরালী। কিন্তু এত জায়গা থাকতে আমাকে হাজতে থাকতে হবে কেন ?

রঞ্জন। যেহেতু এই রহস্য নাটকের শেষ দৃশ্য যত এগিয়ে আসছে তোমার জীবন ততই বিপন্ন হয়ে উঠছে।

মরালী। তাই বলে আমাকে শেষ পর্যন্ত হাজতে থাকতে হবে?

রঞ্জন। কারণ হাজতের মত অমন নিরাপদ জায়গা আর দুটি নেই। যাও—কারা যেন আসছে। [উভয়ের প্রস্থান।

রঞ্জন। (পায়চারি করতে থাকে) অপরাধী এইভাবে আমাদের সবার সামনে ভালোমানুষ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে—অথচ কেউ আমরা তাকে চিনতে পারলুম না। আশ্চর্য—আশ্চর্য!

কথা কইতে কইতে প্রতাপবাবু ও সুনীলবাবুর প্রবেশ।

প্রতাপ। আশ্চর্য! এ ব্যাপারটা আমার মাথায় একেবারেই আসেনি।

সুনীল। এবার বুঝতে পারছেন তো—আপনাকে এইভাবে এ্যারেষ্ট করে আনার কারণটা কি ? (রঞ্জনকে) একি! কে ? কে তুমি ?

রঞ্জন। (চাপা স্বরে) আজ্ঞে বাবু, আমি—

সুনীল। একটি Idiot.

রঞ্জন। আজ্ঞে—

সুনীল। জানোয়ার।

রঞ্জন। না, মানে—

সুনীল। না—জানোয়ার নয়, গাধা।

রঞ্জন। গাধা ?

সুনীল। হ্যাঁ ; জানোয়ারদেরও বুদ্ধি থাকে—গাধার তাও নেই।

রঞ্জন। কি আশ্চর্য! আমার কথাটা না শুনে—

সুনীল। শোনার আগেই আমি গুলি করব।

রঞ্জন। ও—গুলি করবেন কাকে?

সুনীল। তোমাকে রাস্কেল!

প্রতাপ। ভদ্রলোককে অমন করছেন কেন মিঃ চ্যাটার্জী? উনি হয়তো কোন বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছেন।

সুনীল। দেখবেন—কেন ঐ রকম করছি। এই দেখুন—(এক টানে রঞ্জনের দাড়ি ও মাথার টুপি খুলে দেন)

প্রতাপ। একি! রঞ্জনবাবু!! আপনি!!!

সুনীল। চিনতে পারলেন মূর্তিমানকে? আমি এখানে নিজের জ্বালায় জ্বলছি। আর উনি এলেন সঙ সেজে আমার সঙ্গে ঢঙ করতে।

রঞ্জন। (সলজ্জভাবে) আপনি আমাকে এক কথায় কি করে চিনতে পারলেন স্যার? অথচ ধরুন গিয়ে সেই কোলকাতা থেকে সোজা আসছি—কেউ চিনতে পারলো না।

সুনীল। তোমার আঙুলের ঐ আংটিটা-ই তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে বুদ্ধিমান।

রঞ্জন। ইস্! এটা তো আমার খেয়াল হয়নি। বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

সুনীল। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ছিলে কোথায় দু'দিন? এত চেষ্টা করেও মরালীকে বাঁচাতে পারলে না—আর এসেছ আমার সঙ্গে তামাশা করতে?

রঞ্জন। স্যার!

সুনীল। কি? আমতা-আমতা করছ কেন? বল—কি বলবার আছে।

রঞ্জন। স্যার! মানে—

প্রতাপ। আচ্ছা আমি উঠি মিঃ চ্যাটার্জী। রঞ্জনবাবু বোধহয় আমার উপস্থিতি ঠিক পছন্দ করছেন না।

রঞ্জন। (দ্রুত রিভলবার বার করে) ঠিক বলেছেন ডক্টর রয়! আপনার সামনে বড়বাবুকে আমি কিছু বলব না; তবে আপনাকে সরে পড়ার সুযোগও আমি দেব না।

সুনীল। রঞ্জন! তোমার কি মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

প্রতাপ। এ কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রঞ্জন। আমিও বুঝতে পারছি না কেন আপনি হঠাৎ সশরীরে বড়বাবুর সঙ্গে এখানে উদয় হলেন।

প্রতাপ। আরে মশাই! আমাকে তো মিঃ চ্যাটার্জী-ই আমেদ সাহেবের বাড়ি থেকে এখানে আনলেন। তারপর রাস্তায় বললেন ঐ ভাবে আমাকে থানায় না আনলে আমাকেও খুন হতে হ'ত।

রঞ্জন। আর খুন হতে হবে না, ডক্টর রয়। কারণ খুনীকে আমরা ধরে ফেলেছি।

প্রতাপ ও সুনীল। কে? কে খুনী?

রঞ্জন। খুনী আমাদের সামনে। তিনি স্বনামধন্য চিকিৎসক ডক্টর প্রতাপ চন্দ্র রায়। না-না, ব্যস্ত হবেন না ডক্টর, বা পালাবারও চেষ্টাও করবেন না। কারণ আমার দাড়িটা ফলস্ হলেও—রিভলবারটা নয়। এটা পুলিশের সার্ভিস রিভলবার এবং Full-lodes।

সুনীল। তুমি কি আরম্ভ করলে বল তো? এ কি তোমার রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের ডিটেকটিভ গল্প শুরু করেছ?

রঞ্জন। আপনি স্যার, ডিটেক্‌টিভদের বড্ড ইয়ে করেন। না-না ডক্টর রয়, পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না। শ্রীপতি! শ্রীপতি!

শ্রীপতির প্রবেশ।

শ্রীপতি। হুজুর!

রঞ্জন। Arrest him! গ্রেপ্তার কর—হাজতে পোর।

শ্রীপতি। স্যা-স্যার!

রঞ্জন। কথা নয়। আগে সার্চ কর। সম্ভবতঃ সঙ্গে পিস্তল থাকতে পারে। দ্যাখো।

শ্রীপতি। (দেখিয়া) না স্যার! পি-পি-পিস্তল তো নেই।

রঞ্জন। নেই? ঠিক আছে—নিয়ে যাও হাজতে।

প্রতাপ। (অসহায়ভাবে) মিঃ চ্যাটার্জী! এর চেয়ে আপনারা আমাকে গুলি করে শেষ করে দিন—তবু please এইভাবে লোকের কাছে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন না।

রঞ্জন। মিঃ রায়! আপনার ও অভিনয়ে কিন্তু আমাকে ভোলাতে পারবেন না। কারণ এ্যামেচারে আমিও বহু চরিত্র অভিনয় করেছি এবং বেশ সুনামের সঙ্গেই। আর এই যে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং Makeup দেখছেন না—এগুলো সেই সুবাদেই কোলকাতার এক নামকরা Dress Company থেকে ধার করে এনেছি। অতএব—

সুনীল। অতএব সবেতেই তোমার বাহাদুরিটা আর দেখিও না। তুমি তো দেখছি সব কিছুতেই এবং সবেতেই হিন্দী ফিল্মের 'হিরো' হে!

রঞ্জন। স্যার! আপনি—

সুনীল। আমি O. C.—অতএব আমার সামনে এই ভদ্রলোককে এইভাবে হেনস্থা করতে আমি তোমাকে দেব না।

রঞ্জন। স্যার! কোলকাতায় গিয়ে আমি এই দুটো দিন চরকির মত ঘুরেছি।

সুনীল। তবেই তো আমার মাথাটা একেবারে তুমি কিনে নিয়েছ। বলি—কি-কি করেছ তুমি?

রঞ্জন। সব বলব স্যার। কিন্তু তার আগে এই ভয়ঙ্কর ভদ্রলোককে হাজতে পাঠান। Please. তারপর সব শুনে যদি আপনি ওনাকে ছেড়ে দেন—আমি কিছু বলব না।

(সুনীল অসহায়ভাবে ধপ্ করে চেয়ারে বসে দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরেন)

শ্রীপতি। (সুনীলকে) স্যা-স্যা-স্যার!

প্রতাপ। বড়বাবু!

সুনীল। (ক্লান্তভাবে) আপনি শ্রীপতির সঙ্গে যান ডক্টর রয়। আমি দেখছি—আপনার জন্য কি করতে পারি।

প্রতাপ। কিন্তু—

সুনীল। না—'কিন্তু' নয়—দয়া করে আপনি হাজতে যান।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুনীল। (অসহ্য ক্রোধে) বল—বল—কোলকাতায় গিয়ে আমার কি ছাদ্দটা করে এসেছ! তোমার জন্য আর চাকরি-বাকরি রাখা যাবে না, বুঝলে?

রঞ্জন। স্যার! আমি কোলকাতায় গিয়ে প্রথমে সবিতা দেবীর সঙ্গে দেখা করি। সত্যিই ওনার বাবার অসুখ।

সুনীল। জাহান্নমে যাক সবিতা দেবীর বাবা! তিনি বললেনটা কি?

রঞ্জন। তিনি আমাদের এই caseটার ব্যাপারে নতুন কিছুই বলতে পারলেন না।

সুনীল। ওকথা জিজ্ঞাসা করতে আমি তোমাকে বলেছিলুম?

রঞ্জন। মানে—আমিই একটু বুদ্ধি করে—

সুনীল। খোদার ওপর খোদকারী করলে। হুঁ! যতসব! তারপর?

রঞ্জন। তারপর ছুটলুম রজতবাবুর বাড়ি। ওঁরা বললেন মরালী আসেনি; অথচ মরালীকে দেখলুম ওঁদেরই বাড়ি থেকে বেরুতে।

সুনীল। ও—তারপরই বুঝি মরালীকে গুলি করল?

রঞ্জন। আজ্ঞে গুলি করল—তবে মরালীকে নয়—শেফালীকে।

সুনীল। শেফালী! সে আবার কে?

রঞ্জন। আজ্ঞে—আমাদের রজতবাবুর স্ত্রী।

সুনীল। ওহে ছোকরা! আমাকে লুকিয়ে সিগারেট টান জানি, কিন্তু আজকাল কি গাঁজাও টানছো?

রঞ্জন। বিশ্বাস করুন স্যার, যাকে গুলি করেছে সে মরালী নয়—শেফালী।

সুনীল। মরালী নয়—শেফালী। আর কাগজে ছাপলো আততায়ীর গুলিতে নিহত হ'ল মরালী এবং ছবিটাও ছাপলো মরালীর।

রঞ্জন। আজ্ঞে ছবিটাও শেফালীর।

সুনীল। বলি—পাগল কি তুমি না আমি? কে?

রঞ্জন। স্যার! মরালী আর শেফালী দু'জনে যমজ বোন।

সুনীল। এঁ্যা!

রঞ্জন। হঁ্যা স্যার। কিন্তু কেউ কাউকে চেনেও না—জানেও না।

সুনীল। বটে! তা কাগজ ভুল নাম ছাপলো কেন?

রঞ্জন। ওটা স্যার, আমাদেরই কীর্তি, নামটা আমরা ইচ্ছে করেই ভুল দিয়েছি। যাতে আততায়ীরা না বুঝতে পারে যে তারা ভুল ক'রে মরালীর জায়গায় শেফালীকে গুলি করেছে। আর এমনি ব্যাপার স্যার, মরালী এখানে ম্যাজিক শো-এর সময় যে পোশাক পরত—শেফালীও সেদিন ঠিক সেই পোশাকই পরেছিল।

সুনীল। তা হ'লে মারা গেল শেফালী—কাগজ ছাপলো মারা গেছে মরালী। ব্যাপারটা তো বেশ ভালই সাজিয়েছ হে।

রঞ্জন। আজ্ঞে শেফালী নিহত নয়—আহত। খুব জোর বেঁচে গেছেন একটুকুর জন্য।

সুনীল। বটে! তা তুমি প্রতাপবাবুকে হাজতে পুরলে কেন?

রঞ্জন। স্যার, শেফালী দেবীকে যারা গুলি করে—তারা ছিল একটা জিপে। আমি সেই জিপটার নাম্বার পাই বিকাশবাবুর কাছ থেকে।

সুনীল। বিকাশবাবু কে?

রঞ্জন। রঞ্জতবাবুর কাকাবাবু। তিনি তখন রাস্তা'তেই ছিলেন।

সুনীল। ও—তারপর?

রঞ্জন। তারপর আমার মোটর সাইকেল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জিপটাকে ফলো করি।

সুনীল। জিপে যারা ছিল—তারা জানতে পারেনি যে তুমি follow করছ?

রঞ্জন। না স্যার। জিপে ওরা দু'জন ছিল। একজন ড্রাইভ করছিল এবং একজন গুলি করেছিল। আর দু'জনেই একটু বেশী মাল টেনে ফেলেছিল।

সুনীল। ওদের ধরলে কোথায়?

রঞ্জন। বরানগরে। বরানগরে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা পাঞ্জাবী হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুটো দড়ির খাটে আরাম করে শুয়ে পড়ল।

সুনীল। তারপর?

রঞ্জন। বরানগর থানা খুব দূরে ছিল না। থানায় গিয়ে ওখানকার O. C.-কে সব জানিয়ে পুলিশ নিয়ে গিয়ে বাছাধনদের একেবারে হাতেনাতে ধ'রে বরানগর পুলিশ হাজতে পুরে ফেললুম।

সুনীল। সাবাস! তারপর?

রঞ্জন। আড়ং-ধোলাই দিয়ে খোলানো হ'ল ওদের মুখ। একজন পলাশপুরে এসে ক'দিন ছিল আর সে-ই নিয়ে গেছে চ্যারিটি শোএর পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা ভর্তি ব্যাগটা।

সুনীল। পেয়েছ—পেয়েছ ব্যাগটা?

রঞ্জন। আমি পাইনি। তবে বরানগর পুলিশ পাবে ব্যাগটা।

সুনীল। Good! কে দিয়েছিল ব্যাগটা?

রঞ্জন। আজ্ঞে—ভালোমানুষ ডাক্তার প্রতাপ রায় নিজে।

সুনীল। বল কি হে!

রঞ্জন। আজ্ঞে আমি আর কি বলব স্যার! ব্যাপারটা যে নিয়ে গেছে—সেই শয়তানটাই বলল।

সুনীল। হুঁ! কিন্তু মরালী কোথায়?

রঞ্জন। তাকে সঙ্গে করে এনেছি স্যার।

সুনীল। কি বলছ তুমি রঞ্জন!

রঞ্জন। ট্রেনের লেট থাকায় মরালী একটু বেশী রাতে রজতবাবুদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায়। না হ'লে ও সন্ধ্যের আগেই পৌঁছাত। ওকে ওখানেই আটকে দিই। তারপর আজ বিকেলে আমার মোটর সাইকেলটা রজতবাবুদের বাড়িতে রেখে নিজে এই বেশে এবং মরালীকে বোরখা পরিয়ে সোজা এখানে চলে আসি।

সুনীল। হঠাৎ দু'জনের এই বেশবাস কেন?

রঞ্জন। না হ'লে খুনীর হাতে আমরাও যদি খুন হই—এই ভয়ে।

সুনীল। ও—তুমি সত্যিই ডিটেকটিভ নাম্বার ওয়ান। আর আমি তোমাকে বাঁচাতে মিথ্যে করে বলেছি accident করে তুমি আছ Police Hospitalএ।

রঞ্জন। সবই আপনার আশীর্বাদ স্যার।

সুনীল। মরালী কোথায়?

রঞ্জন। মেয়েদের হাজতে স্যার।

সুনীল। কেন?

রঞ্জন। না-হলে জানালা দিয়ে পিস্তলের গুলি ছুটে এসে যদি বিশ্বনাথের মত শেষ করে দেয়? (হাই তোলে) এবার ছুটি দিন স্যার। বড্ড ঘুম পেয়েছে।

সুনীল। কি পেয়েছে? ঘুম? তা হ্যাঁ হে, তোমার নাকি আজকাল রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না?

রঞ্জন। তার প্রমাণ তো আপনিই স্যার। নাইট ডিউটিতে কতবার আপনার বকুনি খেয়েছি। শোয়া তো দূরের কথা, বসলেই আমার নাক ডাকে।

সুনীল। তা হ'লে ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে হাই ডোজ ঘুমের ট্যাবলেট প্রেসক্রিপসন করিয়েছিলে কেন?

রঞ্জন। আমি !!!

সুনীল। হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি। এই দেখ ট্যাবলেটের কাগজটা। (দেখান)

রঞ্জন। (নিয়ে পড়ে) ওঃ—সোনারিল! হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আমার নাম করে একেবারে ঘুম হচ্ছে না বলে এটা লিখিয়ে নিয়েছিলুম বটে। কিন্তু নিজের জন্য নয় স্যার।

সুনীল। তবে ?

রঞ্জন। ও প্রেসক্রূপসনটা করিয়েছিলুম—

ভবানীবাবু ও বিকাশবাবুর প্রবেশ।

ভবানী। মিঃ চ্যাটার্জী!

সুনীল। কি ব্যাপার, আপনি ?

ভবানী। আমি নই—আমরা। আর আমরা জানতে চাই আপনার ব্যাপারটা কি ?

সুনীল। তার মানে ? কি বলতে চাইছেন আপনি ?

ভবানী। বুঝতে পারছেন না—না ? জিজ্ঞাসা করছি, থানার বড়বাবু হ'লে কি আপনার যা মন চায় আপনি তাই করবেন ? বলুন—কেন ডাক্তার প্রতাপ রায়ের মত একজন মানী লোককে আপনি এইভাবে এ্যারেষ্ট করেছেন ?

সুনীল। ও—এই কথা! তা সে কারণটার জবাবদিহি আমি আপনার কাছে করতে যাব কোন দুঃখে মশাই ? যা বলবার আমি কোর্টে বলব। আপনি কে ?

ভবানী। আমি এম. এল. এ.।

সুনীল। আরে যান মশাই—যান! এম. এল. এ! এম. এল. এ. কেন, আমি Prime Minister-কেও জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।

ভবানী। এই তা হ'লে আপনার শেষ কথা ?

সুনীল। আজ্ঞে না, এই শুরু। শেষ কথা বলবো আমি নই—বলবে আদালত। আর কিছু বলবেন আপনি ?

ভবানী। বলব, তবে আপনাকে নয় মশাই—বলব Chief Minister-কে —যাঁর হাতে রয়েছে এই থার্ড ক্লাস পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট। এবং তা এখুনি।

বিকাশ। ভবানীবাবু!

ভবানী। না, কোন কথা নয় বিকাশবাবু। আমি এখুনি আমার বাড়ি থেকে Chief Minister-কে ফোন করব। দেখি তিনি কি বলেন—আর মহামান্য বড়বাবুই বা কি করেন। আসুন—

বিকাশ। ভবানীবাবু! এত উত্তেজিত হবেন না। একটু দাঁড়ান। আমি নিজে আপনাদের বড়বাবুর সঙ্গে একটু কথা বলি। এক মিনিট Please.

ভবানী। এক সেকেণ্ডও নয়। আপনি তা হ'লে কথাবার্তা ব'লে চলে আসুন সোজা আমার বাড়িতে—রিক্সা রেখে যাচ্ছি।

বিকাশ। আপনি কিভাবে ফিরবেন ?

ভবানী। অন্য একটা রিক্সা করে নিচ্ছি।

বিকাশ। আপনি তা হ'লে—

ভবানী। এখুনি একটা হেস্ত-নেস্ত করব। দেখবো, উনি কত বড় হামবাগ বড়বাবু হয়েছেন যে আমাকে অপমান করেন। [দ্রুত প্রস্থান।

বিকাশ। মিঃ চ্যাটার্জী! এটা কি ঠিক হ'ল ?

সুনীল। থামুন মশাই! কি ঠিক আর কি বেঠিক সেটা জ্ঞান দিতে আসবেন না। কিন্তু আপনি—আপনি কে ?

রঞ্জন। স্যার, উনিই বিকাশবাবু। মানে, বিকাশ রায়। রজতবাবুর কাকাবাবু।

সুনীল। ও—আপনিই বিকাশ রায় ?

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে, উত্তমকুমার নই।

সুনীল। (সলজ্জভাবে) না। মানে—দেখুন—আমি ঠিক ঐ Scence-এ বলিনি।

বিকাশ। আরে আমিও কি বলছি নাকি? তবে আমিও দেখিয়ে দেব ওদের মত না হ'লেও অভিনয় আমিও কিছু একটা খারাপ করি না। ভাল কথা। রঞ্জনবাবু, মরালী কোথায়?

রঞ্জন। আপনি যে রকম বলেছিলেন—সেই ভাবেই ওকে এনে মেয়েদের হাজতঘরে পুরে রেখেছি।

সুনীল। কি সব হেঁয়ালী রাতদুপুরে শুরু করেছ বলতো রঞ্জন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ও মশাই! ও বিকাশবাবু! আপনার হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন অনেক কিছুই জানেন।

বিকাশ। অনেক কিছু না হ'লেও কিছু-কিছু জানি। মানে রঞ্জনবাবু, মরালী, ভবানীবাবু এবং অশোকবাবুর কাছ থেকে যা জেনেছি। তবে যোগসূত্রটা ঠিক গাঁথতে পারছি না।

সুনীল। যোগসূত্র?

বিকাশ। যেমন ধরুন, এক—ডাক্তার প্রতাপ রায়ের সিন্দুক থেকে ব্যাগ সমেত চ্যারিটি শো-এর টাকাগুলো অদৃশ্য হ'ল কিভাবে?

সুনীল। (ক্ষেপে গিয়ে) রঞ্জন! একথা তুমি ওনাকে বলেছ? Idiot!

বিকাশ। (আপন মনে) দুই—জহিরউদ্দিন খুন হ'ল কেন? তিন—মরালী ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, না ঘুমের বড়ি দিয়ে কেউ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল? চার—বিশ্বনাথ কি এমন কথা জানতো যার জন্য সে প্রাণ দিল? পাঁচ—মরালীকে কেন সরিয়ে দিতে চায় খুনী?

সুনীল। এবং ছয়—আপনি এখানে হঠাৎ উদয় হলেন কেন?

বিকাশ। এঁ্যা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—মানে আপনাদের সাহায্য করতে।

সুনীল। কিন্তু তার আগেই যদি আমি আপনাকে এ্যারেষ্ট করি?

বিকাশ। রহস্য রহস্যই থেকে যাবে। আসল অপরাধীকে ধরতে পারবেন না।

রঞ্জন। আসল অপরাধী হাজতে।

বিকাশ। কে? ডাক্তার রায়? না—ডাক্তার রায় নয়।

রঞ্জন। তবে কে?

বিকাশ। যে ঘুমের বড়ি খাইয়ে মরালীকে খুন করতে চেয়েছিল।

রঞ্জন। কিন্তু মরালী তো বলছে সে আত্মহত্যা করবার জন্যই ঘুমের বড়ি খেয়েছিল।

বিকাশ। তা হ'লে রাত্তিরে না খেয়ে সকালে খেল কেন?

সুনীল। হয়তো রাত্তিরে খেতে ভুলে গিয়েছিল।

বিকাশ। Exactly that. রাত্তিরে ভুলে গিয়েছিল—তাই সকালে খেল। ভুলে যাওয়াটা অন্যায় নয়। কারণ সে-রাত্তিরে ম্যমী হারানোর ব্যাপারে খুবই একটা উত্তেজনা ছিল।

সুনীল। মানে? ম্যমীর ব্যাপার আপনি কি করে জানলেন?

বিকাশ। এঁ্যা? এই রঞ্জনবাবু—রঞ্জনবাবুর মুখেই শুনেছি আর কি। হ্যাঁ—যে-কথা হচ্ছিল। মরালী খেল—কিন্তু কি খেল?

সুনীল। সোনারিল। এই তার মোড়ক।

বিকাশ। Good. পেলেন কোথায়?

সুনীল। মরালীর বিছানার নীচে।

বিকাশ। কিন্তু মরালী এটা পেল কি ভাবে? প্রেসক্রপসন ছাড়া তো পাওয়ার কথা নয়। প্রেসক্রপসনটা পেয়েছেন?

সুনীল। সেটা আছে রঞ্জনের কাছে। রঞ্জন-ই ডাক্তার রায়কে দিয়ে নিজের নামে প্রেসক্রপসন করিয়েছিল।

বিকাশ। এঁ্যা! তা হ'লে রঞ্জনবাবু—

সুনীল। হ্যাঁ; রঞ্জন-ই মরালীকে খুন করতে চেয়েছিল।

রঞ্জন। না স্যার, খুন করতে চেয়েছিল সে—যে ঘুম হচ্ছে না ব'লে ডাক্তার-

বাবুকে দিয়ে আমার নামে ঐ প্রেসক্রূপসনটা করিয়ে আনতে অনুরোধ করেছিল—এবং প্রেসক্রূপসনটা আমি তুলে দিয়েছিলুম যার হাতে।

উভয়ে। কে? কে সে?

রঞ্জন। সে হচ্ছে—(একটা গুলির শব্দ—আর্ত্তনাদ ক'রে লুটিয়ে পড়ে রঞ্জন)

সুনীল। রঞ্জন! রঞ্জন!!

বিকাশ। রঞ্জনবাবু! রঞ্জনবাবু!!

সুনীল। এই—কৈ হ্যায়! পাকড়ো—উসকো পাকড়ো!…না, পালালো। শয়তানটা এবারেও পালালো।

বিকাশ। কিন্তু গুলিটা—গুলিটা রঞ্জনবাবুর কোনখানে লাগল?

সুনীল। রঞ্জন! রঞ্জন!! My boy! My beloved assistant!! এইভাবে যে তোমাকেও হারাবো তা আমি কল্পনাও করিনি। রঞ্জন! একবার—একবার কথা বল।

রঞ্জন। লাগেনি স্যার।

উভয়ে। এঁ্যা!

রঞ্জন। হ্যাঁ—শব্দ, পতন ও মূর্ছা।

সুনীল। তার মানে?

রঞ্জন। মানে—এ্যামেচার ক্লাবে এ রকম অভিনয় বহুবার করেছি কিনা। গ্রীনরুমে হ'ল গুলির আওয়াজ—আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ ক'রে দর্শকদের সামনে পড়তে হ'ল লুটিয়ে। তা ছাড়া আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিলুম—শয়তানটাকে জানালার পাশে দেখতে পেয়ে।

বিকাশ। কে? কে সে?

সুনীল। চিনতে পেরেছ?

রঞ্জন। না। বাঁ হাতে রুমাল দিয়ে নাকটা চাপা ছিল।

সুনীল। কিন্তু এ গুলি তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কথা নয়। এ যে খুব পাকা হাত।

বিকাশ। পাকা হাতও কেঁপে যায়—যদি হঠাৎ হাঁচি বা কাশি আসে।

উভয়ে। তার মানে ?

বিকাশ। মানে—যে কারণে মানুষ নাকে রুমাল চাপা দেয়।

উভয়ে। বিকাশবাবু!

বিকাশ। মিঃ চ্যাটার্জী! অপরাধীকে ধরতে চান ?

সুনীল। Oh sure।

বিকাশ। তা হ'লে আমাকে বিশ্বাস করুন এবং আমার কথামত কাজ করুন।

সুনীল। যেমন ?

বিকাশ। যেমন আততায়ী জেনে গেল রঞ্জন expired. তাকে তাই জানতে দিন। মানে সে বুঝুক রঞ্জনও খুন হয়েছে—যেমন হয়েছে মরালী।

সুনীল। বেশ, তারপর ?

বিকাশ। তারপর আগামী কাল সন্ধ্যায় একটী যাদু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন।

উভয়ে। যাদু প্রদর্শনী ?

বিকাশ। হ্যাঁ, প্রফেসার সেনের অসমাপ্ত যাদু প্রদর্শনী আমিই শেষ করব। তবে এটা হবে Free. কোন টিকিট লাগবে না।

রঞ্জন। আপনি—আপনি ম্যাজিক জানেন ?

বিকাশ। শুধু ম্যাজিক নয় রঞ্জনবাবু। হিপ্নোটিজম মানে সম্মোহনবিদ্যা—স্পিরিচুয়ালিজম মানে প্রেততত্বও জানি।

সুনীল। প্রেততত্ব জানেন ?

বিকাশ। হ্যাঁ, আর সেই বিদ্যাতেই অনেকগুলো প্রেতকে এবং ফেরারী মমীকে আগামী কালের যাদু প্রদর্শনীতে ডেকে আনবো আপনাদের সামনে।

সুনীল। আর Culprit—I mean আসামী ?

বিকাশ। আসামীকেও চিনিয়ে দেব সকলের সামনে। কিন্তু আমার কয়েকটা জিনিস চাই।

উভয়ে। কি চাই বলুন।

বিকাশ। এখানে কাছাকাছি কোন যাত্রা-থিয়েটারের Dress-এর দোকান আছে?

রঞ্জন। আছে, স্টেশনের কাছে। বলুন—কি কি চাই।

বিকাশ। বলছি। তার আগে একবার শ্রীপতিকে ডাকুন—আর চলুন হাজতে গিয়ে মরালী এবং প্রতাপের সঙ্গে দেখা করি।

সুনীল। কেন? ওদের কেন?

বিকাশ। রিহার্শাল দিতে হবে না? চলুন—আমাকে আবার এখুনি সিংহ মশায়ের গহ্বরে ফিরতে হবে।

সুনীল। কিন্তু প্রতাপবাবু আর মরালীকে কি দরকার?

বিকাশ। বললুম না রিহার্শাল—কালকের যাদু প্রদর্শনীর—

[সকলের প্রস্থান।

———

দশম দৃশ্য

—যাদু প্রদর্শনী—

—প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ—

অন্ধ সিরাজউদ্দিনকে নিয়ে প্রবেশ করেন ডাক্তার প্রতাপ।

প্রতাপ। (দর্শকগণের প্রতি) বন্ধুগণ! আপনারা জানেন—এই রহস্যঘন নাটকের প্রথম দৃশ্যের শুরু হয়েছিল—প্রফেসার সমর সেনের যাদু প্রদর্শনীর শেষ দিনটিতে। শুরু হ'ল একের পর এক ব্যাপার। প্রথমে ম্যমীর অন্তর্ধান। তারপর প্রফেসার সেনের নিরুদ্দেশ। তারপর আমার…। না—ও-কথা থাক। হ্যাঁ, জহিরুদ্দিন-বিশ্বনাথকে খুন…কোলকাতার মরালীকে হত্যা এবং গতকাল রাত্রে পলাশপুর থানার ভেতরে আমাদের কমিটিরই একজন সভ্য মাননীয় রঞ্জনবাবুর পিস্তলের গুলিতে মৃত্যুবরণ। এ সবই অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা।…তবুও আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং অশেষ গুণে গুণী বন্ধুবর বিকাশ রায়—আমরা যাকে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর আগে মৃত বলে জানতুম—যাকে আমরা ফিরে পেয়েছি আমাদের মধ্যে—তারই কথামত এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। বিকাশ যে গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী তা আমরা জানতুম না। কিন্তু সে-ই জানিয়েছে যে, অভিশপ্ত সেই নিরুদ্দিষ্ট ম্যমীকে—এবং কয়েকটি মৃত আত্মাকে সে টেনে আনবে এই প্রদর্শনীতে আমাদের সম্মুখে। কিন্তু তার আগে স্মৃতিচারণ। এই প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে যারা অকালে প্রাণ দিলেন তাঁদের প্রতি করছি আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন।…এবার গান গাইছেন একদা ঢাকা রেডিওর কণ্ঠশিল্পী আমার সুহৃদপ্রতীম সিরাজউদ্দিন আমেদ।

সিরাজ গায় :

কেমনে বোঝাই ওগো বল না—
স্মৃতি যে কত বেদনা—
ফেলে আসা দিনের
থেমে যাওয়া বীণের
নহে তো সে শুধু ছলনা ॥
ব'য়ে যাওয়া নদীর জলে
কত যে সে কথা বলে
কেন তুমি ওগো শোন না ॥

গানের শেষে প্রবেশ করেন বিকাশ রায়। তার পোশাক-পরিচ্ছদ সমর সেনের অনুরূপ।

প্রতাপ। ইনিই আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীবিকাশ রায়।

বিকাশ। নমস্কার! আমিই বিকাশ রায়। না—আপনারা যা ভাবছেন, প্রফেসার সমর সেন নই। সমর সেনের চুল দাড়ি চশমা আলখাল্লা সবই নিয়েছি—খেলাটাকে আরও মনোজ্ঞ—আরও সুন্দর করার জন্য। এবং সেন সাহেবের assistant শ্রীঅশোক সেনও আমার assistant হয়ে এই Showতে কাজ করছেন। অশোক! আমার ক্লাচ—

ক্লাচ নিয়ে অশোকের প্রবেশ।

অশোক। Yes Sir, here it is.

বিকাশ। (বিকাশ বগলে ক্লাচ নিলেন) Now Ladies & Gentlemen! আমি আমার এই সুযোগ্য সহকারীর সাহায্য নিয়ে আপনাদের কিছু খেলা দেখাব। তবে খেলাগুলি বড় ভয়ঙ্কর—বড় ভীষণ। যারা ভীতু—যাদের Heart week—এ খেলা তাঁদের জন্য নয়। তাই আমার

অনুরোধ, যাঁরা ভীরু—যাঁরা কাপুরুষ—তাঁরা দয়া করে এই খেলা দেখবেন না। অশোক!

অশোক। Yes Sir।

বিকাশ। সেদিন প্রফেসার সেন কি কি খেলা দেখিয়েছিলেন?

অশোক। স্যার, উনি প্রথমে দেখিয়েছিলেন সামান্য কিছু যাদুর খেলা। তারপর সম্মোহন। এবং শেষে ম্যমীর খেলা দেখাতে গিয়েই—

বিকাশ। সব কিছু বিভ্রাট ঘটে গেল। Well. মাননীয় দর্শকগণ! আমি তা হ'লে শেষ থেকে শুরু করছি। প্রথমে আমি দেখাব ম্যমীর খেলা এবং অশরীরী অদেহীদের আনয়ন—তারপর সম্মোহন এবং সব শেষে যাদুর খেলা। কিন্তু আমার কয়েকজন সাহসী লোকের দরকার। ডক্টর রায়! আপনি থাকুন; আর—আর মিঃ চ্যাটার্জী—আপনিও আসুন।

সুনীলবাবুর প্রবেশ।

সুনীল। কি মশাই! আমাদের যাদু করবেন নাকি?

বিকাশ। না, আপনাদের যাদু করব না। তবে যাদুর খেলায় আপনাদের সাহায্য নেব। অশোক, সেই দড়িটা—

[অশোকের প্রস্থান।

বিকাশ। (দর্শকদের) বন্ধুগণ! আপনারা ভয় পাবেন না, বা কোন কারণে আর স্থানত্যাগ করবেন না। আমি যতক্ষণ না বলছি—ততক্ষণ আপনারা যে যেখানে আছেন—দয়া করে সেখানেই থাকবেন।

দড়ি নিয়ে অশোকের প্রবেশ।

অশোক। এই নিন্ স্যার।

বিকাশ। O. K. সুনীলবাবু এ্যাণ্ড প্রতাপবাবু! দড়িটা দু'জনে ধরুন।

হ্যাঁ—দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই দড়িটা দিয়ে ডায়াসটাকে দু'ভাগে বিভক্ত করুন। হ্যাঁ—বেশ টান করে ধরুন। অশোক!

অশোক। Yes Sir!

বিকাশ। চল—দড়িটার ও-পাশটায় তোমাতে আমাতে দাঁড়াই, কারণ এই পাশটায় ম্যমী ও অশরীরীরা আসবেন।

অশোক। আমি ভয় পাই না স্যার।

বিকাশ। সে আমি জানি। তবুও সাবধানের মার নেই। চল—

[উভয়ের তথাকরণ]

অশোক। কিন্তু স্যার, ম্যমী তো ফেরার—নিরুদ্দেশ।

বিকাশ। ও-হো-হো—তুমি তো তাই জান না। আর জানবেই বা কি করে? তুমি তো ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় কাত্। মিঃ চ্যাটার্জী! আমাদের অশোককুমারকে এবং মাননীয় দর্শকদের আপনিই বলুন ম্যমী প্রসঙ্গটা।

সুনীল। আজ সকালে আমরা খুব ভালভাবে সার্চ করি ভূতুড়ে সেই বাগান-বাড়িটা—যেখানে থাকতেন প্রফেসার সেন। সেইখানেই একটা পাতাল-কক্ষে আমরা পাই কাফনমুক্ত ম্যমীটা এবং সেখান থেকে কাফনবন্দী করে আমরা আবার আনি সেটাকে এইখানে।

অশোক। পাতালকক্ষ! বাগানবাড়িতে!! আশ্চর্য!!!

প্রতাপ। সত্যই আশ্চর্য। প্রফেসার সেন নিজে আমাদের সাহায্য না করলে পাতালকক্ষের অস্তিত্ব এবং লুকিয়ে থাকা ম্যমীর সন্ধান আমরা কিছুতেই পেতুম না।

অশোক। প্রফেসার সেন! কোথায় প্রফেসার সেন?

সুনীল। আপনার সামনে অশোকবাবু।

অশোক। সেকি! উনি তো বিকাশ রায়!

বিকাশ। সত্যই আমি বিকাশ রায়। প্রফেসার সমর সেন ছিল আমার ছদ্মবেশ।

অশোক। না—না, এ হয় না—হতে পারে না। আমি আজ ছ'বছর তাঁর সঙ্গে ছিলুম। তাঁর ডান পা'টা ছিল অকেজো। যার জন্য তিনি ক্লাচ ব্যবহার করতেন।

বিকাশ। সেটাও ছিল আমার অভিনয়। কারণ, বাইরে বেরুনো বা কোথাও যাওয়া আমি পছন্দ করতুম না।

অশোক। কিন্তু তাঁর চুল—তাঁর দাড়ি—

বিকাশ। সেটা ছিল আসল। কিন্তু তা আত্মপ্রকাশের জন্যই আমি সরিয়ে দিয়েছি।

অশোক। তা হ'লে আত্মগোপনের কারণ?

বিকাশ। সেটা ব্যক্তিগত।

অশোক। তা হ'লে আপনি যাদুকর নন?

বিকাশ। Oh sure! জীবনের অনেকগুলো বছর যে কেটেছে এই বিদ্যার সাধনায়।

অশোক। তা হ'লে ম্যমীর অন্তর্ধান?

বিকাশ। সেটাও আমারই কীর্তি। কারণ, একটা রহস্যের সৃষ্টি করে প্রফেসার সমর সেনের অভিনয় শেষ করে বিকাশ রায়ের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

অশোক। তবে আবার সমর সেনের ভূমিকায় ফিরে এলেন কেন?

বিকাশ। এঁদের কিছু ম্যাজিক দেখাব বলে। কিছু গন্ধ পাচ্ছ?

অশোক। না।

বিকাশ। আপনারা?

সুনীল ও প্রতাপ। কৈ, না তো।

বিকাশ। এইবার?

অশোক। একটা পচা গন্ধ।

প্রতাপ। যেমন গন্ধ আমরা পেতুম মড়া কাটার সময়।

সুনীল। যেমন গন্ধ আমরা পাই লাস-কাটা ঘরে।

বিকাশ। আসছে…তারা আসছে। হাজার হাজার বছরের ঘুম ভেঙে আসছে ম্যমী…। মৃত্যুর আঁধার যবনিকা সরিয়ে আরও যেন কারা আসছে।…হুঁশিয়ার…

প্রবেশ করে ম্যমী। ধীর পদক্ষেপ—সঞ্চালনের ভঙ্গিতে আন্দোলিত হয় তার হাত। আর্তনাদ করে ওঠে সকলে।

বিকাশ। Halt! (স্থির হয়ে দাঁড়ায় ম্যমী)

ধীরে ধীরে প্রবেশ করে আলুলায়িতকুন্তলা মরালী। তার কপাল দিয়ে ঝরছে রক্ত। চোখের দৃষ্টি স্থির।

বিকাশ। কে? কে ও?

অশোক। (আর্তস্বরে) ম-রা-লী!

বিকাশ। তুমি! তুমিই মরালী? (মরালী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়) তোমাকে গুলি করে মারা হয়েছে? (একই ভাবে সম্মতি জানায়) কে গুলি করেছে? (মাথা নেড়ে বলে জানে না।) তুমি দারোগাবাবুর কয়েকটি কথার উত্তর দেবে? (ঘাড় নেড়ে বলে 'হ্যাঁ'।) মিঃ চ্যাটার্জী!

সুনীল। বলুন বিকাশবাবু।

বিকাশ। প্রেতলোক থেকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে মরালীর প্রেতাত্মা। যদি কিছু জানতে চান—জিজ্ঞাসা করুন।

সুনীল। তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে ঘুমের বড়ি খেয়ে?

মরালী। (ইঙ্গিতে জানায় 'না')

সুনীল। কেউ তোমাকে খুন করবার জন্যই কি বড়িগুলো দিয়েছিল?

মরালী। (জানায় সে জানে না।)

সুনীল। বড়িগুলো কখন খাবার কথা ছিল—রাত্রে? শোবার সময়?

মরালী। (জানায় 'হ্যাঁ'।)

সুনীল। রাত্রে খাওনি কেন ? ভুলে গিয়েছিলে ?

মরালী। (জানায় 'হ্যাঁ'।)

সুনীল। তাই সকালে খেয়েছিলে ?

মরালী। (জানায় 'হ্যাঁ'।)

সুনীল কে ? কে তোমাকে ওগুলো খেতে দিয়েছিল ?

মরালী। (নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে দেখায় অশোককে)

অশোক। না—না—না !

প্রবেশ করে রঞ্জন রক্তাক্ত দেহে।

রঞ্জন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিকাশ। একি ! এ যে রঞ্জনের প্রেতাত্মা !

রঞ্জন। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

সুনীল। রঞ্জন ! কে তোমাকে গুলি করেছিল ?

রঞ্জন। (নিশব্দে আঙুল দিয়ে দেখায় অশোককে)

অশোক। না-না—এ মিথ্যা।

সুনীল। ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে ঘুমের বড়ির প্রেসক্রুপসন্ তোমাকে কে করাতে বলেছিল ?

রঞ্জন। (দেখায় অশোককে।)

সুনীল। সে প্রেসক্রুপসন তুমি কাকে দিয়েছিলে ?

রঞ্জন। (দেখায় অশোককে।)

অশোক। না-না ; এ সব বাজে—এ সব মিথ্যা !

বিকাশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ — (সেই হাসির মধ্যে নিঃশব্দে ধীর গতিতে মামী, রঞ্জন ও মরালী গলা টেপার ভঙ্গিতে এগিয়ে যায় অশোকের দিকে।)

অশোক। (পাগলের মত ভয়ার্ত কণ্ঠে) বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—

বিকাশ। তা হ'লে সত্য কথা বল। বল—এরা ইঙ্গিতে যা জানালো তা সব সত্য? (সম্মোহন করার ভঙ্গিতে তাকিয়ে)

অশোক। হ্যাঁ।

বিকাশ। কেন তুমি আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলে?

অশোক। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে। আমার নামে অনেকগুলো ওয়ারেণ্ট আছে।

বিকাশ। তুমি কে?

অশোক। আমি শোণিত সঙ্ঘের সভ্য।

সুনীল। সেকি! শোণিত সঙ্ঘ? সে যে—

বিকাশ। তোমার আসল নাম কি?

অশোক। কুমার সরকার।

সুনীল। সর্বনাশ! তাকে যে গোটা ভারতের পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট খুঁজছে।

বিকাশ। চ্যারিটি শো-এর টাকাটা কি ভাবে সরিয়েছিলে?

অশোক। আমি রাত্রে যখন প্রতাপবাবুকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলুম তখনই তাকে সম্মোহন করে আদেশ দিয়েছিলুম—রাত্রে আমি আসবো, ঠিক একটার সময়। টাকা সমেত ব্যাগটা তখন আমাকে দিয়ে দেবেন।

বিকাশ। আর ডাক্তার প্রতাপ রায় সম্মোহিত অবস্থায় সেই টাকা ভর্তি ব্যাগটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে সিন্দুকে চাবি দিয়ে দিল।

অশোক। হ্যাঁ।

বিকাশ। জহিরকে খুন করেছে কে?

অশোক। আমি।

সুনীল। কেন?

অশোক। জহির যাত্রা শুনে ফেরার পথে আমাকে দেখতে পেয়েছিল, তাই ওকে বাগানবাড়ির দিকে ডেকে এনে শেষ করে দিয়েছিলুম।

বিকাশ। বিশ্বনাথকে কি ভাবে খুন করতে চেয়েছিলে?

অশোক। বাগানবাড়িতে রাত্রে ডেকে এনে।

সুনীল। আর সেই কথাটাই সে আমাদের জানাতে গিয়েছিল থানায়। তাই তুমি তাকে গুলি করে শেষ করেছ শয়তান।

অশোক। হ্যাঁ।

বিকাশ। রঞ্জনকে গুলি করতে গিয়েছিলে কেন?

অশোক। রঞ্জন বলতে গিয়েছিল প্রেসক্রুপসন্‌টা সে আমার অনুরোধেই করিয়েছে এবং সেটা আমাকেই দিয়েছে, তাই।

রঞ্জন। কিন্তু গুলিটা তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল বন্ধু।

অশোক। কারণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার কফিতে আমার হাতটা কেঁপে গিয়েছিল।

মরালী। আমিও মরিনি, প্রিয়তম। কারণ, তুমি যাদের পাঠিয়েছিলে আমাকে মারতে—তারা ভুল করে গুলি করেছিল আমার যমজ বোন শেফালীকে।

ম্যমী। আমিও ম্য-ম্য-ম্যমী নই, অশোকবাবু। আমি শ্রীপতি। (একটানে মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে – অশোক অবসন্নের মত মুখে হাত চাপা দেয়।)

বিকাশ। মিঃ চ্যাটার্জী! আমার খেলা শেষ। এইবার আপনার খেলা শুরু হোক।

সুনীল। শ্রীপতি! বাঁধো ওকে। (দড়ি দিয়ে শ্রীপতির তথাকরণ)

বিকাশ। যাও শ্রীপতি, ওকে নিয়ে যাও। ও পালাতে পারবে না। ও এখন সম্মোহিত। যাও—ভয় নেই।

শ্রীপতি। আ-আমি ভী-ভী-ভীতু নই স্যার! [অশোকসহ প্রস্থান।

বিকাশ। ময়ালী!

ময়ালী। Yes Sir!

বিকাশ। প্রফেসার সেন সেদিন তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অশোককে বিয়ে করতে তুমি রাজী হওনি। সেটা ভালই করেছ। একে বিয়ে করবে? (রঞ্জনকে দেখায়।)

ময়ালী। (সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথা নিচু করে।)

বিকাশ। না-না, লজ্জার কিছু নেই। রঞ্জন আনন্দের সঙ্গে রাজী। রঞ্জনের সঙ্গে আমাদের কথাও হয়েছে। রঞ্জন!

রঞ্জন। (একই ভাবে সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে।)

বিকাশ। বাঃ, চমৎকার!! ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের প্রদর্শনীর আজ এইখানেই সমাপ্তি। আর মিষ্টিমুখ? ওটা আপনারা যে যার বাড়িতে গিয়েই সেরে নেবেন। নমস্কার!

॥ যবনিকা ॥

"রাজেন্দ্র লাইব্রেরী", ১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড [ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)], কলিকাতা-৭০০০০১ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীসতীশচন্দ্র সিকদার ও শ্রীচাঁদমোহন বসাক, "জনকল্যাণ প্রেস", ১৫এ, নলিনী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪ কর্তৃক মুদ্রিত।